ভাষার ইতিহাস

॥ প্রথম পর্ব ॥

ডক্টর শ্রীমুরারিমোহন সেনশাস্ত্রী এম. এ

(বাঙলা ও সংস্কৃত—স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) উপনিষদ-কাব্য-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

প্রাক্তন রীডার, বাঙলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং ✻ বামা পুস্তকালয়

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট-কলিকাতা-৯ ১১এ, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

॥ ভূমিকা ॥

ভাষার ইতিহাস (প্রথম পৰ্ব্ব)

ভাষার ইতিহাস প্রথম পর্ব্বের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা আশা ও আনন্দের কথা। গৌরবের বিষয় তো বটেই!

পালি ও প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার পঠন পাঠন সম্পর্কে আজও নির্ভরযোগ্য প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। বাঙ্‌লা-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের যোগ্য অধ্যাপকও দুর্লভ। সুতরাং নূতন সংস্করণের প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রতিপদেই আমাকে অসহায় ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবিতে হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ভাষার ইতিহাস পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, উত্তরবঙ্গ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন—বলা বাহুল্য, ইহাতে উৎসাহিত হইয়াছি। বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও চাহিদার ক্রমবর্ধমানতা লক্ষণীয়।

পালি ও প্রাকৃত পাঠ অংশ যেখানে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেখানে Roman Script-এর সংযোজন বর্তমান সংস্করণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এম, এ, পাঠ্য বই Roman Script-এ ছাপা হইয়াছে—প্রশ্নপত্রও Roman Script-এ মুদ্রিত হইয়া থাকে—সুতরাং এই Script-এর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন।—

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পালি প্রাকৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মোটামুটি সুব্যবস্থা থাকিলেও কলেজ স্তরে এই ব্যবস্থা আশানুরূপ নহে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজে ব্রতী হইয়া কিছু কিছু লাইব্রেরীর কাজ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর কথা মনে রাখিয়াও বলিতে হয়, আমাদের দেশের লাইব্রেরীগুলি অত্যন্ত দরিদ্র। রাশি রাশি গ্রন্থ ছিন্ন ও জীর্ণ দশায় পচিতেছে—বই চাহিলে মিলে না কিংবা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মিলে। প্রাচীন লাইব্রেরীগুলিতে কোন্ বই কোথায় কেহ বলিতে পারে না; ভাষাতত্ত্বের উপরে বিখ্যাত লেখকের লেখা সুন্দর সুন্দর বইগুলি হাতের নাগালের মধ্যে আনিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছি।

ভাষার ইতিহাস—প্রথম সংস্করণ হাতে পাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শহীদুল্লাহ্ আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, আজ চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে সেই কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আমার যে সকল অধ্যাপক বন্ধু এবং ছাত্র অধ্যাপক মাঝে মাঝে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া চিঠি লিখিয়াছেন তাহাদেরও ধন্যবাদ জানাই।

ভাষাতত্ত্বে গবেষণা করিতেছেন—এমন কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর নিকটে আমি প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি। সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এই সংস্করণে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের ত্রিশটি শ্লোকের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী করিয়া দিলাম।

॥ সূচীপত্র ॥

(খ) Sanskrit Phonetics—C. C. Uhlenbeck

(গ) An Introduction to Comparative Philology-P. D. Gune

(ঘ) Aspects of language—William J. Entwistle

[তিন]

ভাষার ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্ব্ব)-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইবার মুহূর্তে আমার এই প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, শিক্ষিত মহল এবং ছাত্রজগৎ— ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

আনন্দ ও গৌরবের কথা—ভাষার ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্ব্ব) ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ বাঙ্‌লা ও বাঙ্‌লার বাহিরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত। চতুর্থ সংস্করণে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছি, কোথাও বা আবশ্যকবোধে পরিবর্দ্ধনও করিতে হইয়াছে।

শ্রীমুরারিমোহন সেন

জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র্য আছে; কারও দীপ্তি বেশী, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই; কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান্ নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে—আবার কাদেরও বা আলো নিভে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি—যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অনুভব করেছে, সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি—য়িহুদি পুরাণে বলেছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য; যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা করে বলছেন—

আমি রাজ্ঞী। আমার উপাসকদের আমি ধন সমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়দের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু-স্থানে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়।

আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টিকর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি।

—রবীন্দ্রনাথ (বাঙলাভাষা পরিচয়)

প্রথম অধ্যায়

মধ্যভারতীয় আর্য্য

[পালি]

প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। অশোকের সময় পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের কোন নিদর্শন আমরা পাই নাই। অশোকের অনুশাসনগুলিই প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন।

পালি ভাষার উদ্ভব

অশোকের অনুশাসনগুলিতে সেই যুগের চারিটি উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায়—

(ক) উত্তর-পশ্চিমা (খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা শাহবাজ্ গঢ়ী ও মানসেরা অনুশাসন)

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিমা (গির্ণার অনুশাসন)

(গ) প্রাচ্যমধ্যা (কালসী ও অন্যান্য ছোট ছোট অনুশাসন)

(ঘ) প্রাচ্যা (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)

ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। পরবর্ত্তী অনুশাসনগুলিতে চারটি উপভাষার সূক্ষ্ম ভেদ লুপ্ত হইয়া তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে -(ক) উত্তর-পশ্চিমা, (খ) মধ্যদেশীয় ও (গ) প্রাচ্যা। ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিশ্রণে (সম্ভবতঃ উজ্জয়িনী অঞ্চলে) গড়া পালি পুরাপুরি, ধর্ম্ম সাহিত্যের ভাষা।"[১] তাঁহার 'Comparative Grammar of the Middle Indo Aryan' গ্রন্থেও এই মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[২]

O. D. B. L. গ্রন্থে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"পালি শৌরসেনীর প্রাচীন রূপের ভিত্তিতে গঠিত একটি মধ্যদেশীয় ভাষা- তবে ইহাতে মাগধী প্রাকৃতের উপাদানও মিশ্রিত রহিয়াছে।[৩] তাঁহার বক্তব্য

১। ভাষার ইতিবৃত্ত- পৃঃ ৮৮ (ডক্টর সুকুমার সেন)

২। "In Pali we find a complete, though artificial synthesis of the Central and the Eastern, the Central dialect predominating." (Comparative Grammar of the Middle Indo Aryan, Page 4)

৩। ..."A Western Dialect, undoubtedly that of the midland (an old form of Saruaseni) O. D. B. L. page 57.

মোটামুটি এই "বুদ্ধদেব প্রাচ্য প্রাকৃতে (মাগধীতে) ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশগুলি অশোকের পরে একটি মধ্যদেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল অনুবাদের সময় মূল ভাষার (প্রাচ্য বা মাগধী) কিছু কিছু উপাদানও তাহাতে আসিয়া গিয়াছে।"

বিশ্লেষণ করিযা দেখিতেগেলে দুইজন ভাষাতাত্ত্বিক এক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যায় পালি ভাষার স্বরূপ লক্ষণটি পরিস্ফুট হয় নাই। পালি ভাষার গঠন বুঝিতে হইলে যে পরিবেশে যে ভাবে পালির জন্ম হইযাছিল তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক।

বৈদিক আর্যভাষার (প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য) দুইটি রূপ ছিল—একটি সাহিত্যিক, অপরটি মৌখিক। সাহিত্যিক ভাষায়রচিত হইয়াছিল বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ। মৌখিক ভাষা পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। এই বৈদিক কথ্যভাষার উপাদান লইয়াই একটি নূতন সাহিত্যিক ভাষার (Literary Speech) সৃষ্টি হইয়াছিল - তাহার নাম পালি। বৈদিক কথ্যভাষার সঙ্গেই পালির আত্মীয় সম্পর্ক রহিয়াছে—পাণিনি নির্মিত লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে নহে।

পালি ভাষা
সাহিত্যের ভাষা
Literary Speech

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেন—দুইজনেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের উপাদান লইয়া একটি সর্ব্বভারতীয় এবং সর্ব্বজনবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।[৪] প্রকৃতপক্ষে এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল অশোকের (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের) পূর্ব্বেই। কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

বুদ্ধদেব সমগ্র ভারতেধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন—সমগ্রভারতে বহু শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংঘ ধর্ম্মীয় প্রয়োজনেই স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে কাশী, কোশল,

। "By the end of the Ist Century B. C. there was established a Pan-Indian form of M I. A. in administrative use as well as in literature". Comparative Grammar of Middle Indo Aryan—Dr. Sukumar Sen, page 4. "A Koine akin to pali of the Buddhist documents was established as early as the beginning of the 2nd Century B. C." O, D. B, L, page 57.

বৈশালী, কুশীনারা, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সংঘারাম গড়িয়া ওঠে। এই সকল স্থানে যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না ; তাহার কারণ, ইতিপূর্ব্বে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের জন্য পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথিতে এই বাণিজ্যপথের উল্লেখ রহিয়াছে অবন্তী, কোসম্বী, সাবত্থী, বেসালি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়া এই পথ প্রসারিত ছিল। এই পথের মাধ্যমেই উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটা সহজ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের জীবৎকালে এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ভারতে যে সকল সংঘারাম গড়িয়া উঠিয়াছিল সেখানে যে সকল ভিক্ষু বাস করিতেন তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলবাসী বলিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই ভাবে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য একটি সাধারণ ভাষা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। ইহা ছাড়া বাণিজ্যব্যপদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত-ভাষাভাষী ব্যক্তিদের যে যোগাযোগ চলিতেছিল তাহার ফলেও ভাষাগত মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছিল। সংঘের নিয়ম অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এক স্থানে অধিকদিন বাস করিতে পারিতেন না – এই ভাবে একটি সংঘ হইতে অন্য সংঘে স্থানান্তরের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃত একটা সাধারণ রূপ গ্রহণ করিতেছিল।

বৌদ্ধভিক্ষুগণ বিভিন্ন সংঘে 'উপাসথ' নামে যে সর্ব্বজনীন প্রার্থনার অনুষ্ঠান করিতেন তাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী সংঘভিক্ষু এবং উৎসব উপলক্ষ্যে আগত অতিথি ভিক্ষুদেরও অংশ গ্রহণ করিতে হইত। সকলের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য 'প্রার্থনা'র ভাষা বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান লইয়াই রচিত হইত। এইভাবে প্রত্যেক বিহারে আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাধারণ শিষ্টজনের ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

বাণিজ্য ও অন্যান্য উপলক্ষ্যে ইতিপূর্ব্বেই একটি সর্ব্বভারতীয় সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহারে সেই ভাষা আরও অধিক পুষ্ট হইয়া সকলের গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিল। মনে রাখিতে হইবে, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী বা মাগধী প্রাকৃত যে সকল অঞ্চলে কথিত হইত, বাণিজ্য-পথগুলি প্রসারিত ছিল সেই সকল অঞ্চলের মধ্য দিয়া। যে সর্ব্বভারতীয় ভাষার কথা বলা হইয়াছে তাহার উপর এই সকল প্রাকৃতের গভীর প্রভাব রহিয়াছে। এই সর্ব্বভারতীয় ভাষার নাম পালি এবং এইজন্যই পালিকে বলা হইয়াছে—Compromising

পালি ভাষা সমন্বয়ের ভাষা (Compromising Speech)

Speech, কেন না বিভিন্ন প্রাকৃতের সঙ্গে খানিকটা 'আপোস' করিয়াই এই ভাষা জন্ম পরিগ্রহ করে। প্রথম তিনটি বৌদ্ধধর্ম মহাসভা (রাজগৃহে, বৈশালীতে ও পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত) এই ভাষার গঠনে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। এই ধর্মসভাগুলিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃত নহে—বৌদ্ধবিহারগুলিতে ইতিমধ্যেই যে সাধারণ ভাষা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—সেই ভাষাই সভার আলোচনায় ও ধর্ম বিশ্লেষণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। এই ভাষাতেই বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী অনূদিত হইয়াছিল—এবং এই সাহিত্যিক ভাষার নামই পালি। বুদ্ধের মূল উপদেশ প্রচারিত হইয়াছিল মগধ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচ্য (মাগধী) প্রাকৃতে—তাই অনুবাদের সময় মাগধী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যগুলিরও আংশিকভাবে পালিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল।

পালি ভাষা সাহিত্যের ভাষা—পালি ভাষায় বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ অনূদিত হইয়াছিল অশোকের পরে—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বী পালিকে বুদ্ধবাণীর 'রক্ষয়িত্রী' ভাষা বলিয়া সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "অত্থে পালেদি রক্খেদীতি পালি।" বুদ্ধের উপদেশের তাৎপর্য যে ভাষায় পালন করা হইয়াছে তাহাই পালি। একথা ভুলিলে চলিবে না যে পালির জন্মকাহিনী সুরু হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের পর হইতেই।

পালি ভাষার উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে তাহা আলোচিত হইল। ইহাতে বুঝা যাইবে যে শুধু মধ্যদেশীয় (শৌরসেনী) ও মাগধীর মিশ্রণেই পালির সৃষ্টি হয় নাই—ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃত হইতেই পালি ভাষা তাহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। কোন্ কোন্ প্রাকৃত হইতে পালি কি কি উপাদান গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রথমে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ পালির সহিত অন্যান্য প্রাকৃতের কি সম্পর্ক—তাহাই এখন আলোচনার বিষয়। কিন্তু তাহার পুর্ব্বে আরও দুইটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। প্রথম কথা, পালি ভাষার জন্মস্থান সম্পর্কে। এই বিষয়ে বহু বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার কথা শোনা যায়। কেহ বলিয়াছেন, পালি ছিল মগধের ভাষা, কেহ বলিয়াছেন পালির জন্মস্থান বিন্ধ্যপ্রদেশ, কেহ অনুমান করিয়াছেন পালির জন্মস্থান উজ্জয়িনী - কেহ মনে করেন পালির জন্মস্থান কলিঙ্গ, প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ অঞ্চলকে পালির জন্মস্থান বলিয়া নির্দেশ করা চলে না—

পালি ভাষার জন্মস্থান (Home land)

পালি ভাষার সূতিকাগৃহ বৌদ্ধবিহারগুলি। দ্বিতীয় কথা এই, পালি সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম ভাষা নহে। অন্ততঃ প্রথম যুগে কৃত্রিম ছিল না। বৌদ্ধ বিহারে, বৌদ্ধ ধর্মসঙ্গীতিতে পালি ভাষাই কথাবার্ত্তার ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল—অশোকের পরে ক্রমশঃ এই ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

পালি ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (Development of Pali as a literary speech):

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত পালি ভাষা এবং সেই সঙ্গে পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যও ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রধানতঃ সাহিত্যের ভাষা ছিল বলিয়াই এই ভাষা কথ্য প্রাকৃতের মত পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয় নাই।

মোটামুটি পালি ভাষা ও সাহিত্যের পাঁচটি স্তরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। **গাথা সাহিত্যের যুগ—**

বুদ্ধদেবের সময়ে প্রাচীন প্রাকৃত আখ্যানগুলি কবিতায় রচিত হইয়াছিল। এই স্তরের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বহু ব্যাকরণদুষ্ট পদ ও বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই ভাষায় এমন অনেক অপ্রচলিত পদ রহিয়াছে যাহাদের সুস্পষ্ট অর্থ করা কঠিন। যেমন, 'পুত্তং মে নিক্‌খনং বনে' (আমার পুত্রকে বনে সমাহিত কর)। এখানে 'নিক্‌খনং' শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট—কেননা ইহা লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনের পদ নহে।

২। **গদ্য-মিশ্রিত গাথাকাব্যের যুগ—**

দ্বিতীয় স্তরে গাথাগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা তাহাদের প্রসঙ্গ নির্দেশ করিবার জন্য গাথাগুলির সঙ্গে গদ্যাংশ যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যেমন, "ইমা গাথা ভনং মারো অথা বুদ্ধস্‌স সন্তিকে"— গাথাগুলি বলিতে বলিতে মার বুদ্ধের নিকটে দাঁড়াইল।

৩। **ত্রিপিটক সাহিত্যের যুগ—**

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে অশোকের সময়ে পালি গদ্য ও পদ্য বহুলাংশে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্তরেই পালি ভাষা শিল্পশ্রী-মণ্ডিত হইয়াছে। এই যুগের সাহিত্য 'ত্রিপিটক' (সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক)। ত্রিপিটকেই

পালি ভাষা সরল ও মার্জ্জিত হইয়াছিল। ভাব ও বাক্যের পুনরাবৃত্তি এই যুগের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪। **সংস্কৃত প্রভাবের যুগ**—

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের সময়ে মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে পালি গদ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিল। একমাত্র 'মিলিন্দ পণ্‌হ' পাঠ করিলেই এই সুগঠিত, মার্জিত ও সাবলীল গদ্যের পরিচয় মিলিবে। সংস্কৃত বাগ্‌ধারা ও প্রকাশভঙ্গীই এই গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদও এই গদ্যের আর একটি লক্ষণ।

৫। **টীকা ও ব্যাখ্যার যুগ**--

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এই টীকাগুলি রচিত হইয়াছিল প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরে ও সিংহলের অনুরাধাপুরে। সাহিত্য সমৃদ্ধ হইল বর্ণনাত্মক কাহিনীতে এবং এই সঙ্গে ভাষা লাভ করিল মানব জীবনের সর্ববিধ ভাব ও ভাবনার প্রকাশ শক্তি। এতকাল পালি ভাষা ছিল ধর্ম্মীয় সাহিত্যে সীমাবদ্ধ—এই যুগে এই বন্ধন আর রহিল না। অধ্যাত্ম ছাড়াও অন্যবিধ ভাবের বাহন হইল পালি ভাষা।

কথ্য প্রাকৃতের আশ্রয়েই পালি ভাষার পুষ্টি হইয়াছিল—প্রাকৃত যুগের অবসানে নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পালি ভাষার বিকাশ স্তিমিত হইয়া আসিল। পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতেই লুপ্তপ্রায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত

পালিকে সমন্বয়ের ভাষা বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রাকৃত ও সংস্কৃতের সহিত পালি ভাষার সম্পর্ক আলোচিত হইল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতের যে বিভিন্ন রূপ প্রচলিত ছিল—সেইগুলিই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল প্রাদেশিক প্রাকৃতের যে বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহাদের মূল উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিমা, মধ্যদেশীয় ও প্রাচ্য প্রাকৃতেও সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই লক্ষিত হইত। এই সকল প্রাকৃত হইতে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য পালি গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিভিন্ন প্রাকৃতের বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করিয়াই পালি ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(ক) পালি ও মহারাষ্ট্রী

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে স্বর মধ্যবর্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, য প্রভৃতি ব্যঞ্জন সাধারণতঃ লুপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, সুকুমার>সুউমার, সাগর>সাঅর। পালি ব্যাকরণে এই জাতীয় লোপের বিধান নাই—কিন্তু কতকগুলি পালি শব্দে এই জাতীয় ব্যঞ্জন লোপের প্রভাব রহিয়াছে—যেমন, ধনিক>ধনিঅ; নিজ>নিঅ।

মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে স্বর মধ্যবর্তী খ, ঘ, থ, ধ, ভ—এই পাঁচটি মহাপ্রাণ বর্ণ 'হ'-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন, নাথ>নাহ। মহাপ্রাণ বর্ণের এই পরিবর্তন কোন কোন পালি শব্দে লক্ষিত হইবে। যেমন, লঘু>লহু।

(খ) পালি ও শৌরসেনী

ত ও থ-এর দ ও ধ এ পরিবর্তন শৌরসেনী প্রাকৃতের একটি প্রধান লক্ষণ। শৌরসেনী—অথ<অধ; গতো>গদো।

কোন কোন পালি শব্দে এই পরিবর্তন দেখা যায়—যেমন, অনাথো> অনাধো, পালয়তি>পালেদি। শৌরসেনী প্রাকৃতে অঘোষবর্ণ ঘোষবৎ বর্ণ হইয়া থাকে। পালিতেও এইরূপ পরিবর্তন হয়; যেমন, মূক>মূগ;

কপি>কবি। প্রকৃত পক্ষে শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পালি ভাষা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শৌরসেনী প্রাকৃতের বিশেষ মিল রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান লইয়া যে সাধারণ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মূল ভিত্তি ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন শৌরসেনী অপভ্রংশ সাহিত্যিক ভাষারূপে সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল। বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভবের যুগে বাঙ্‌লার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবের কথা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন।

(গ) পালি ও মাগধী

মাগধী প্রাকৃতের সহিত পালির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। তবে মাগধী প্রাকৃতে র-স্থানে 'ল' হয়—জ্ঞ ন্য, ণ্য এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পরিবর্তে ঞ্ ঞ হয়; এই পরিবর্তন পালিতেও দেখা যায়—

মাগধী—পুরুষঃ>পুলিশে, প্রজ্ঞা>পঞ্‌ঞা, রাজ্ঞা>লঞ্‌ঞা।

পালি—তরুণী>তলুনী, প্রজ্ঞাবন্তঃ>পঞ্‌ঞাবন্তো।

(ঘ) পালি ও পৈশাচী

পৈশাচী প্রাকৃতে ঘোষবৎ বর্ণ অঘোষবর্ণে রূপান্তরিত হইয়া থাকে—যেমন, গগন>গকন, রাজা>রাচা। পালিতে কোথাও কোথাও এইরূপ পরিবর্তন দেখা যায়—যেমন, প্রাদুর্ভূত>পাদুভূতো>পাতুভূতো।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। শৌরসেনী প্রাকৃতে শ, ষ এর পরিবর্তে কেবল 'স' হয়—পালিতেও তাই। পৈশাচী ছাড়া সকল প্রাকৃতে ন ণ হয়। পালিতে অবশ্য ণ, ন দুইই আছে—এ ব্যাপারে পালি সংস্কৃত বানান পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছে। পালির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রাকৃতের মত—পালির সমীকরণ বিধিও তাই। অশোকের পূর্ব্ববর্তী কোন প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা পাই নাই—পালি ভাষায় প্রাচীনতম প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছে।

পালি ও সংস্কৃত

সংস্কৃত বলিতে অবশ্য আমরা বৈদিক সংস্কৃত ও লৌকিক সংস্কৃত—দুইই

বুঝিয়া থাকি। পালি ও সংস্কৃতের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রশ্ন উঠিলে দেখা যাইবে — বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গেই পালির সাদৃশ্য বেশী —কেন না বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ হইতেই প্রাকৃতের জন্ম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান লইয়াই পালির সৃষ্টি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বৈদিক সংস্কৃতের সহিত পালির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।

(১) পালিতে বৈদিক মূর্দ্ধন্য ল (ল ḷ) বর্ণটি রক্ষিত হইয়াছে—এই বর্ণটি লৌকিক সংস্কৃতে নাই।

(২) নিমিত্তার্থে লৌকিক সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়—স **গন্তুম্** ইচ্ছতি। পালিতেও তুমুন্ হয় তবে পালি বৈদিক তবে, তুয়ে, তায়ে— এই নিমিত্তার্থক প্রত্যয়গুলিও গ্রহণ করিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে এই প্রত্যয়গুলি নাই। মরিতুযে, গন্তবে, দাতবে, নেতবে।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) গঠন করিতে হইলে সংস্কৃতে 'ত্বা' প্রত্যয় ছাড়াও পালিতে ধাতুর উত্তর তান ও তূন প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় দুইটি বৈদিক। দিস্বান, কাতূন।

(৪) ক্লীবলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের বহুবচনে 'নি' যুক্ত হয় - যেমন, ফলানি। বেদে এই সব ক্ষেত্রে 'আ' যুক্ত হয়—যেমন, ফলা। এই প্রয়োগ পালিতেও পাওয়া যায়।

(৫) তৃতীয়ার বহুবচনে 'এহি' ও 'এভি' যুক্ত শব্দরূপ পালি বৈদিক ভাষা হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি।

(৬) কর্তৃকারকের বহুবচনে 'আসে' বিভক্তি যুক্ত হয়—যেমন, ধর্ম্ম— ধর্ম্মাসে। ইহাও বৈদিক।

সংস্কৃতের সঙ্গে (বৈদিক ও লৌকিক) তুলনা করিলে দেখা যাইবে পালি স্বর ও ব্যঞ্জনের সংখ্যা কম। ঋ, ঌ, ঐ, ঔ প্রভৃতি স্বর এবং শ, ষ, ক্ষ এবং : প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ পালিতে লুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ ব্যঞ্জনান্ত হইতে পারে কিন্তু পালিতে অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়া যায়। গুণবান্ > গুণবা ; স্যাৎ > সিয়া। পালিতে দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃতের ক্রিয়ার সকল প্রকার কাল ও ভাব পালি ভাষায় রক্ষিত হয় নাই।

আরও কয়েকটি বিষয়ে পালি ভাষায় বৈদিক সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষিত হইবে। সংক্ষেপে এই বৈদিক প্রভাবের কথা আলোচিত হইল :

১। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব –

বৈদিক : রোদসীপ্রা > রোদসিপ্রা

অমাত্র > অমত্র

পালি : কার্য > কজ্জ

২। সংযুক্ত বর্ণের একটিকে লোপ করিয়া পূর্ব্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীকরণ—

বৈদিক : দুর্দভ > দূডভ

পালি : কর্ত্তব্য > কাতব্ব

৩। অব > ও , অয় > এ

বৈদিক : শ্রবণা > শ্রোণা

অন্তরয়তি > অন্তরেতি

পালি : অবগাঢ > ওগাঢ়

নয়তি > নেতি।

৪। স্বরভক্তি—

বৈদিক : তন্বঃ > তনুবঃ

স্বঃ > সুবঃ

স্বর্গঃ > সুবর্গঃ

পালি : ক্লেশ > কিলেসো।

৫। অনুস্বারের পূর্ব্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব—

বৈদিক : যুবাং > যুবং

পালি : মালাং > মালং

লতাং > লতং।

৬। অকারান্ত শব্দের বিসর্গ ওকার—

বৈদিক : সঃ + চিৎ > সোচিৎ

পালি : দেবঃ > দেবো।

আরও বহু বিষয়ে বৈদিক ভাষার প্রভাব পালির উপর পড়িয়াছে—কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত :

ভারতের যে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল সেই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল প্রাচ্য প্রাকৃত। এই দুই ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের বাহন ছিল

প্রাচ্য প্রাকৃত কিংবা মধ্যদেশীয় প্রাকৃতের ভিত্তিতে গঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ ভাষা। পালি ও অর্দ্ধ-মাগধী কিছুকালের জন্য সংস্কৃতের বিস্তৃত প্রয়োগ ব্যাহত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতই জয়ী হইয়া বৌদ্ধ ও জৈনদের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধগণ পালিগ্রন্থ রচনা ছাড়াও একপ্রকার সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন[১] ("From its very nature—a most artificial mix-up often with false Sanskritisation cf Prakrit forms." O. D. B. L , Page 53)। ইহার ফলে এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল—যাহার নাম 'গাথা', মিশ্র সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ সংস্কৃত (Mixed or Hybrid Sanskrit)। এই ভাষায় অনেক প্রাকৃত শব্দেরও সংস্কৃতান্বিত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারাই এই মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিতেন। দিব্যাবদান ও মহাবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধ সংস্কৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গাথা ভাষার উদাহরণ দেওয়া হইল -

১। অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং
নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি[২]
গিরিনদ্যসমং[৩] লঘুশীঘ্রজবং
ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যু নভে[৪] ॥

২। শুদ্ধা নদী গৌতম শীলতীর্থা
অনাবিলা সদ্ভিঃ সদাপ্রশস্তা
যস্মিন্ হ্রদে দেবগণেহি স্নাতো
ওগাঢ়্গাত্রো প্রতরামি পারং ॥

মহাবস্তু এবং ললিতবিস্তরের ভাষা বৌদ্ধ সংস্কৃত হইলেও—এই দুইয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। দুইটি নিদর্শনের সাহায্যে এই পার্থক্য পরিস্ফুট করা হইল—

১। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে।

২। সংস্কৃত-রূপ 'নটরঙ্গ সমং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ'।

৩। গিরিনদীসমং।

৪। ব্রজত্যায়ুর্জগতি যথা বিদ্যুৎ নভসি।

মহাবস্তু ঃ

সো দানি গ্রীষ্মাসু খরাসু রাত্রিষু
বনাদ্ বনং ঈর্ষসি চংক্রমন্তো
ওদাতশীতেন সুখেন বারিণা
কো দানি তে স্নাপয়তে কিলন্তং।

ললিতবিস্তর ঃ

১। যে চোদেন্তী সুরনরমহিতং
নিষ্ক্রম্যাহী অযু তব **সময়ু**।
২। **পূর্বি** তুভ্যং অযু **কৃতু** প্রণিধী।

ললিতবিস্তরের ভাষায় বহু ক্ষেত্রে এ>ই এবং ও>উ হইয়াছে এবং বিশেষ্যের বিভক্তি-চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে—মহাবস্তু ও ললিতবিস্তরের ভাষায় এইটুকুই পার্থক্য।

M. Burnouf এবং ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে - বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে গাথা দেশ-ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালি হইয়াছে। এ মত অশ্রদ্ধেয় গাথা লেখ্য ভাষাই ছিল।[৫] পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন—"প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই সময়, সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃত মিশ্রিত করিয়া এইরূপ কবিতা রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের সহিত সম্মিলিত রহিয়াছে বলিয়াই গাথাকে কথ্যভাষা মনে করিবার কোন কারণ নাই।'[৬]

প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃত মিশ্রিত করিবার কারণ - রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষা সম্পর্কে সাধারণের রুচি সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মাধুর্য্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষার মাধুয্য সম্পর্কে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।[৭]

৫। পালিপ্রকাশ (বিধুশেখর শাস্ত্রী) পৃঃ ৪৮।

৬। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন 'এ ভাষার উৎপত্তি কথ্য। সংস্কৃত হইতে।' (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৮৯)। বৈদিক সংস্কৃতের কথ্য রূপ ছিল। কিন্তু তাহা হইতে গাথা ভাষার উৎপত্তি হয় নাই।

৭। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বাঙলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত করিয়া আধুনিক যুগেও অনেক কবি রচনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব ও শাক্তপদের অনুরূপ ভঙ্গী দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

পালি ব্যাকরণের মূল সূত্র

প্রাচীন প্রাকৃতের উপাদান লইয়াই পালি ভাষা গঠিত হইয়াছিল—সুতরাং প্রাকৃতের প্রাচীন রূপ-বৈশিষ্ট্য অধিকাংশই পালি গ্রহণ করিয়াছে।

(ক) **ধ্বনি পরিবর্তন**

১। সংস্কৃত ঋ-কারের উচ্চারণ পালিতে লুপ্ত হইয়াছে। ঌকারও লুপ্ত হইয়াছিল—অবশ্য সংস্কৃতেও ক্ঌপ্ ধাতুর কয়েকটি পদ ছাড়া ঌ কারের প্রয়োগ নাই। পালিতে ঋ-কারের পরিবর্তে হইয়াছে অ (মৃত > মত ; কৃপণ > কপন) ; ই (ঋষি > ইসি ; তৃণ > তিন) ; উ (মৃদু > মুদু , বৃষভ > উসভ) ; এ (গৃহ > গেহ) ; র-রু (বৃক্ষ > রুক্খ ; বৃহৎ > ব্রহা)।

ঐ-ঔ—এই দুইটি স্বরধ্বনিও পালিতে নাই , ঐকারের পরিবর্ত্তে হইয়াছে এ, ঔকারের পরিবর্ত্তে হইয়াছে ও ; তৈল > তেল্ল ; শৈল > সেল ; ঔষধানি > ওসধানি ; যৌবন > জোব্বন)।

২। সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও অনুসারের (নিগ্গহীত) পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত হইয়াছে ; যেমন—কার্য > কজ্জ ; খাদ্য > খজ্জ , লতাং > লতং।

অন্যান্য স্বর পরিবর্ত্তন অনেকটা অনিয়মিত (Arbitrary)।

অ = এ	অত্র > এত্থ , শয্যা > সেজ্জা
= ই	কস্য > কিস্স
= উ	সত্য > সজ্জু
= ও	সর্ম্মষ > সম্মোস
আ = এ	প্রাতীহার > পাটিহের
ই = অ	পৃথিবী < পঠবী
= এ	বিশ্বভূ > বেস্সভু
= উ	গৈরিক > গেরুক
উ = ও	পুস্তক > পোত্থক।

এইরূপ অন্যান্য স্বরেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। শ ষ স-এর মধ্যে একমাত্র 'স' পালিতে রক্ষিত আছে। ন এবং ণ দুইটি আছে। বিসর্গ লুপ্ত হইয়াছে—'অ'কারের পরে বিসর্গ থাকিলে তাহা ওকারে পরিণত হইয়াছে, অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকিলে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

ধর্ম্ম > ধম্মো, অগ্নিঃ > অগ্গি।

পালিতে 'অয়'-স্থানে 'এ', 'অব'-স্থানে 'ও' হইয়াছে :

চিন্তয়তি>চিন্তেতি

নয়তি>নেতি

লবণং>লোণং

অবনতঃ>ওনতো।

৪। **সমীকরণ** (Assimilation) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য অসম যুক্ত বর্ণের সমীকরণ হইয়াছে। তস্য>তস্‌স, রক্ত>রত্ত, দুগ্ধ>দুদ্ধ।

৫। **বিষমীভবন** (Dissimilation) : পর পর একই ধ্বনি থাকিলে—একটিকে অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। পিপীলিকা>কিপীলিকা, ললাট>নলাট।

৬। Compensatory lengthening : একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘীকরণ হইয়াছে :—অর্হৎ>অরহা, পরিষৎ>পরিসা।

স্বর সন্ধিতে একটি স্বর লুপ্ত হইলে অন্যটির দীর্ঘীকরণ হয়—

সাধু+ইতি=সাধূতি ; দেব+ইতি=দেবাতি।

৭। **বিপর্য্যাস** Metathesis) : একই শব্দে দুইটি বর্ণের স্থান পরিবর্ত্তনের নাম বিপর্য্যাস। মশকা>মকসা, রশ্মি>রংসি, হ্রদ>রহদ>বাংলা দহ।

৮। **স্বরভক্তি** (Anaptyxis) : দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরবর্ণের আগম—মহার্হ>মহারহ, আর্য্য>অরিয়, অম্ল>অম্বিল, ক্লেশ>কিলেস।

৯। **অনুস্বার ছাড়া সমস্ত পদান্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ :**

কল্পাং>কপ্পা, গুণবান্>গুণবা ; তস্মিন্>তম্হি।

১০। **আদি বর্ণাগম** (Prothesis) :

এই বর্ণ স্বর বা ব্যঞ্জন দুইই হইতে পারে।

স্ত্রী>ইত্থি ; চেৎ>সচে, অস্তিকে>সন্তিকে।

১১। **সমাক্ষরলোপ** (Haplology) :

পাশাপাশি একই অক্ষর থাকিলে একটির লোপ পবেসিস্‌সামি>পবিস্‌সামি।

১২। **মূর্দ্ধন্যীভবন** (Cerebralisation) :

দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধন্য বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার নাম মূর্দ্ধন্যীভবন। পালিতে এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়—

বর্ত্ততে > বট্টতি	প্রতি > পটি
বিবৃতা > বিবটা	পৃথিবী > পঠবী
বর্দ্ধতে > বড্ঢতি	দহতি > ডহতি।

১৩। **নাসিক্যীভবন** (Nasalisation) :

পালিতে কতকগুলি বর্ণের পরিবর্ত্তে নাসিক্যবর্ণের আগম হইয়াছে দেখা যায়—

শর্বরী > সংবরী, বিদর্শয়তি > বিদংসেতি, অকার্ষুঃ > অকংসু।

পালি সন্ধি

পালিতে সন্ধি প্রধানতঃ তিনপ্রকার—স্বরসন্ধি, মিশ্রসন্ধি ও নিগ্গহীত (অনুস্বার) সন্ধি।

(ক) **স্বরসন্ধি**—স্বরসন্ধির প্রধান নিয়ম এই—স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একটি স্বর লুপ্ত হয় (সরাসরে লোপং)।

অথ + একো - অথেকো, তথা + এব তথেব, এসো + আবুসো— এসাবুসো। পূর্ব্ব স্বর লুপ্ত হইলে কখন কখন পরবর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়— তথা + উপমং—তথূপমং।

কখনও বা পরের স্বর লুপ্ত হয় (বা পরো অসরূপা)। চত্তারো + ইমে— চত্তারোমে ; কো + অসি কোসি ; পন + ইমে – পনমে। পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলে কখনও কখনও পূর্ব্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় – সাধু + ইতি – সাধূতি।

স্বরসন্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুই স্বরের মধ্যে য, ব, ম, দ, ন, ত, র, ল—এই ব্যঞ্জনগুলির আগম হইয়া থাকে (যবমদনতরলা চাগমা)।

মা + ইদং—মায়িদং

এক + একং একমেকং ;	ইধ + আহু—ইধমাহু
তাব + এব—তাবদেব ;	ইতো + আয়াতি ইতোনায়াতি
অজ্জ + অগ্গে - অজ্জতগ্গে ;	রাজা + ইব – রাজারিব।

(খ) **মিশ্র সন্ধি** (ব্যমিস্সক সন্ধি)

পূর্ব্ববর্তী পদের শেষে স্বরবর্ণ এবং পরবর্ত্তী পদের প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে সেই স্বর ও ব্যঞ্জনের সন্ধিকে মিশ্র সন্ধি বলা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে না, কেননা পালিতে পদান্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে।

এই পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ও পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সন্ধিতে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইবে—

১। পূর্ব্বের স্বর দীর্ঘ থাকিলে হ্রস্ব হইবে (রস্সং)।

যথা + ভাবী—যথভাবী।

২। পূর্ব্বের স্বর হ্রস্ব থাকিলে দীর্ঘ হইবে।

দু + রক্খং—দূরক্খং।

৩। পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইবে।

নি + বান—নিব্বান।

পা + বজ্জং পব্বজ্জং।

(গ) নিগ্গহীত সন্ধি

অনুস্বারের পরে স্বর বা ব্যঞ্জন থাকিলে সেই সন্ধিকে নিগ্গহীত সন্ধি বলা হয়।

১। পরে স্বর থাকিলে অনুস্বারের স্থানে 'ম' ও 'দ' হইবে—(মদাসরে)।

তং + অত্থং তমত্থং।

এতং + অবোচ—এতদবোচ।

স্বরবর্ণের মধ্যে 'এ' পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে ঞ্ঞ হইবে—

তং + এব তঞ্ঞেব।

২। পরে বর্গীয় ব্যঞ্জন থাকিলে সেই ব্যঞ্জন যে বর্গের অন্তর্গত, অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হইবে (বগ্গন্তং বা বগগে)—তং + কারো—তঙ্কারো, সং + মতো—সম্মতো; সুচরিতং + চরে—সুচরিতঞ্চরে।

৩। 'এব' শব্দের 'এ' এবং 'হি' শব্দের 'হ' পরে থাকিলে অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঞ্ঞ হয়—তং এব = তঞ্ঞেব ('এব' থাকিলে 'ঞ্ঞ' হয়); তং + হি = তঞ্হি। 'এব' পরে থাকিলে যখন ঞ্ঞ হইবে না তখন অনুস্বারের পরে (অনুস্বারের স্থানে নহে) 'য'-আগম হয়—মিথিলায়ং + এব—মিথিলায়ং যেব।

৪। অনুস্বারের পরবর্ত্তী স্বরের কখনও কখনও লোপ হয়—কিং + ইতি = কিন্তি, বীজং + ইব = বীজংব।

পালি শব্দরূপের আদর্শ

পালি ভাষার শব্দরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্ত হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—পালি শব্দরূপে

দ্বিবচন নাই ; আছে একবচন আর বহুবচন। তবে মধ্যে মধ্যে দ্বিবচনের রূপ বহুবচনের রূপের সঙ্গে যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ফলে—ফলানি ; দুই-ই বহুবচনের রূপ।

শব্দরূপের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—অধিকাংশ শব্দ অ-কারান্তের মত রূপ হইত। যেমন, কম্মায় (কর্ম্মণে) ; মুনিস্‌স (মুনেঃ) ; ভিক্‌খুস্‌স, পিতুস্‌স ইত্যাদি।

শব্দরূপে **সাদৃশ্যজাত পদ** (words formed by Analogy) অনেক আছে। যেমন, দুব্বচো শব্দের সাদৃশ্যে সুব্বচো ; বচসা, মনসা শব্দের সাদৃশ্যে কায়সা, মুখসা ; সর্ব্বস্মিন শব্দের সাদৃশ্যে হস্তীস্মিন্।

বুদ্ধ (**'অ'**—Declension)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বুদ্ধো	বুদ্ধা, বুদ্ধাস
দ্বিতীয়া	বুদ্ধং	বুদ্ধে
তৃতীয়া	বুদ্ধেন	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
চতুর্থী	বুদ্ধায়, বুদ্ধস্‌স	বুদ্ধানং
পঞ্চমী	বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্‌হা, বুদ্ধা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
ষষ্ঠী	বুদ্ধস্‌স	বুদ্ধানং
সপ্তমী	বুদ্ধস্মিন, বুদ্ধম্‌হি, বুদ্ধে	বুদ্ধেসু

মন্তব্য ঃ অ-কারান্ত শব্দরূপ সম্পর্কে এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে—

১। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচনের রূপের সঙ্গে দ্বিবচনের রূপ পাওয়া যায়। যেমন—ফলে, ফলানি এই দুইটিই পালিতে বহুবচনের রূপ।

২। চতুর্থীতে 'আয়'-যুক্ত রূপ (বুদ্ধায়) পাওয়া গেলেও চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ এক হইয়া গিয়াছে।

৩। দ্বিতীয়ার বহুবচন ও সপ্তমীর একবচনে একই রূপ—বুদ্ধে।

৪। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপও এক।

৫। প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ 'বুদ্ধাসে' বৈদিক প্রভাবজাত। বেদে 'আস' বিভক্তি হয় ; যেমন—দেবাস।

পালিতে সকল শব্দরূপকেই অ-কারান্ত শব্দরূপের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার একটা প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। আবার সর্ব্বনাম এবং অন্যান্য শব্দরূপেও অ-কারান্ত

শব্দের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। **সাদৃশ্যজাত পদ** (**words formed by analogy**) পালি শব্দরূপের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'বুদ্ধসা' -এই পদটি দেখা যায়—ইহা মনসা (সংস্কৃত মনস্ শব্দ - তৃতীয়া) শব্দের সাদৃশ্যজাত। পঞ্চমীর একবচনে—স্মা, ম্হা এবং সপ্তমীর একবচনে স্মিন্, ম্হি সর্ব্বনাম শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছে।

রাজন্ = রাজা শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাজা	রাজানো, রাজা
দ্বিতীয়া	রাজানম্	রাজানো
তৃতীয়া	রঞ্‌ঞা, রাজেন, রাজিনা	রঞ্‌ঞাহি, রাজূহি, রাজূভি, রাজেহি, রাজেভি
চতুর্থী	রঞ্‌ঞো, রাজস্স, রাজিনো	রঞ্‌ঞম্, রাজানম্, রাজূনম্
পঞ্চমী	রঞ্‌ঞা, রাজস্মা, রাজম্হা	রঞ্‌ঞাহি, রাজূহি, রাজূভি রাজেহি, রাজেভি
ষষ্ঠী	৪র্থীর অনুরূপ	
সপ্তমী	রঞ্‌ঞে, রাজস্মিং, রাজম্হি, রাজূসু, রাজেসু রাজিনি	
সম্বোধন	রাজ, রাজা	রাজানো, রাজা

মুনি (**'ই'**—Declension)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনি	মুনী, মুনয়ো
দ্বিতীয়া	মুনিং	মুনী, মুনয়ো
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনীহি, মুনীভি
চতুর্থী	মুনিস্স, মুনিনো	মুনীনং
পঞ্চমী	মুনিস্মা, মুনিম্হা	মুনীহি, মুনীভি
ষষ্ঠী	মুনিস্স, মুনিনো	মুনীনং
সপ্তমী	মুনিস্মিং, মুনিম্হি	মুনীসু

মন্তব্য :

১। লক্ষ্য করিতে হইবে তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচন ও বহুবচনে একই রূপ।

২। চতুর্থীর একবচনে 'মুনিস্‌স' অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে, 'মুনিনো' সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের সাদৃশ্যে।

৩। পঞ্চমী ও সপ্তমীর একবচনে মুনিস্মা, মুনিস্মিং, মুনিম্‌হি — সর্ব্বনাম শব্দরূপের সাদৃশ্যে করা হইয়াছে।

ভিক্‌খু ('উ'- Declension)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভিক্‌খু	ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো
দ্বিতীয়া	ভিক্‌খুং	ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো
তৃতীয়া	ভিক্‌খুনা	ভিক্‌খূহি, ভিক্‌খূভি
চতুর্থী	ভিক্‌খুনো, ভিক্‌খুস্‌স	ভিক্‌খুনং
পঞ্চমী	ভিক্‌খুনা, ভিক্‌খুস্‌মা, ভিক্‌খুম্‌হা	ভিক্‌খুহি, ভিক্‌খুভি
ষষ্ঠী	ভিক্‌খুনো, ভিক্‌খুস্‌স	ভিক্‌খুণং
সপ্তমী	ভিকখুস্মিং, ভিক্‌খুম্‌হি	ভিক্‌খুসু

মন্তব্য :

১। এখানেও সাদৃশ্যজাত পদ লক্ষিত হইবে, সংস্কৃত সর্ব্বনাম ব্যঞ্জনান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্যেই ভিক্‌খুনো, ভিক্‌খুস্মা, ভিক্‌খুম্‌হা, ভিক্‌খুস্মিং, ভিক্‌খুম্‌হি প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

২। এখানেও তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে ও বহুবচনে প্রায় একই রূপ।

পিতু (সংস্কৃত পিতৃ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	পিতা	পিতা, পিতরো
দ্বিতীয়া	পিতরং	পিতরো, পিতরে
তৃতীয়া	পিতরা, পিতুনা	পিতরেহি, পিতরেভি পিতূহি, পিতূভি
চতুর্থী	পিতু, পিতুনো, পিতুস্স	পিতরানং, পিতানং পিতূনং, পিতুন্নং
পঞ্চমী	পিতরা, পিতুনা	পিতরেহি, পিতরেভি পিতূহি, পিতূভি
ষষ্ঠী	পিতু, পিতুনো, পিতুস্স	পিতরানং, পিতানং পিতুন্নং, পিতুনং
সপ্তমী	পিতরি	পিতরেসু, পিতূসু

মন্তব্য :

১। লক্ষ্য করিতে হইবে তৃতীয়া ও পঞ্চমীর শব্দরূপে এবং চতুর্থী ও ষষ্ঠীর শব্দরূপে বিশেষ পার্থক্য নাই।

২। পিতুস্স (অ-কারান্ত শব্দের) সাদৃশ্যে জাত (বুদ্ধস্স)।

মাতু (সংস্কৃত মাতৃ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মাতা	মাতা, মাতরো
দ্বিতীয়া	মাতরং	মাতরো, মাতরে
তৃতীয়া	মাতরা, মাতুয়া, মাত্যা	মাতরেহি, মাতরেভি, মাতূহি, মাতূভি
চতুর্থী	মাতু, মাতুয়া, মাত্যা, মাতুস্স	মাতরানং, মাতানং, মাতূনং, মাতুন্নং।
পঞ্চমী	তৃতীয়া বিভক্তির রূপ দ্রষ্টব্য।	
ষষ্ঠী	চতুর্থী বিভক্তির রূপ দ্রষ্টব্য।	
সপ্তমী	মাতরি, মাতুয়া, মাত্যা, মাতুয়ং, মাত্যং।	মাতুসু, মাতরেসু।

লতা

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	লতা	লতা, লতাযো
দ্বিতীয়া	লতং	লতা, লতাযো
তৃতীয়া	লতায়	লতাভি, লতাহি
চতুর্থী	লতায়	লতানং
পঞ্চমী	লতায়	লতাভি, লতাহি
ষষ্ঠী	লতায়	লতানং
সপ্তমী	লতায়, লতায়ং	লতাসু

মন্তব্য :

১। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ তৃতীয়া হইতে সপ্তমীর একবচন পর্য্যন্ত সবই এক।

২। অন্যান্য শব্দরূপের ন্যায় চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ এক হইয়া গিয়াছে।

নদী (ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদী, নদিয়ো, নজ্জো (from নদ্যঃ)
দ্বিতীয়া	নদিং, নদিয়ং	নদী, নদিয়ো, নজ্জো
তৃতীয়া	নদিয়া, নজ্জা (from নদ্যা)	নদীভি, নদীহি
চতুর্থী	নদিয়া, নজ্জা	নদীনং
পঞ্চমী	নদীয়া, নজ্জা	নদীভি, নদীহি
ষষ্ঠী	নদিয়া, নজ্জা	নদীনং
সপ্তমী	নদিয়া, নজ্জা, নজ্জং, নদিয়ং	নদীসু

মন্তব্য ঃ তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত একবচনে ঈ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ এক।

তুম্হ (সংস্কৃত যুষ্মদ্)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বং, তুবং	তুম্হে
দ্বিতীয়া	তবং, তুবং, ত্বং, তং	তুম্হাকং, তুম্হে
তৃতীয়া	ত্বয়া, তয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি
চতুর্থী	তব তুয্‌হং, তুম্হং	তুম্হাকং, তুম্হং
পঞ্চমী	ত্বয়া, তয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি
ষষ্ঠী	তব তুয্‌হং, তুম্হং	তুম্হাকং, তুম্হং
সপ্তমী	ত্বয়ি, তয়ি	তুম্হেসু

অম্হ (সংস্কৃত অস্মদ্)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহং	ময়ং, অম্হে
দ্বিতীয়া	মং, মমং	অম্হাকং, অম্হে
তৃতীয়া	ময়া	অম্হেহি, অম্হেভি
চতুর্থী	মম, মমং, মষ্‌হং, অম্হং	অম্হাকং, অম্হং
পঞ্চমী	ময়া	অম্হেহি, অম্হেভি
ষষ্ঠী	মম, মমং, মষ্‌হং, অম্হং	অম্হাকং, অম্হং
সপ্তমী	ময়ি	অম্হেসু

মন্তব্য ঃ

১। অম্‌হ ও তুম্‌হ শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির বিভিন্ন বচনে বহু বিকল্প পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

২। তৃতীয়া-পঞ্চমী ও চতুর্থী-ষষ্ঠীর রূপে কোন পার্থক্য নাই।

(গ) **ধাতুরূপ ঃ**

পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ—দুইই আছে, কিন্তু আত্মনেপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহা ছাড়া সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখনও কখনও আত্মনেপদে পরিণত করা হইয়াছে। মৃ—মরতি ; বুধ্‌—বুজ্ঝতি ; মন্‌—মঞ্‌ঞতি ; ভূ—ভবতে। পালি ধাতুরূপেও দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে।

কর্ম্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু পালিতে ইহা বৈকল্পিক—দেবদত্তেন ওদনো পচ্চতে, পচ্চতি বা।

সংস্কৃতে কালাদি অনুসারে ধাতুগুলি দশপ্রকারে প্রযুক্ত হয়—লট্‌, বিধিলিঙ্‌, লোট্‌, লঙ্‌, লিট্‌, আশীর্লিঙ্‌, লুট্‌, লৃট্‌, লৃঙ্‌ ও লুঙ্‌। পালিতে আশীর্লিঙ ও লুটের ব্যবহার নাই—সুতরাং পালিতে ধাতুরূপ আটপ্রকার।

১। **বত্তমানা—লট্‌** (Present Tense)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	তি	অন্তি	তে	অন্তে (অরে)[১]
মধ্যম	সি	থ	সে	বে্হ (Vhe)
উত্তম	মি	ম	এ	মেহ

২। **পঞ্চমী—লোট্‌** (Imperative)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	তু	অন্তু	তং	অন্তং
মধ্যম	হি	থ	সস্থু	বে্হা (Vho)
উত্তম	মি	ম	এ	আমসে

১। 'অন্তে' স্থলে এই 'অরে' বিভক্তি অশোকের গির্ণার অনুশাসনে পাওয়া গিয়াছে—আরভরে। বেদেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন, শেরে। পালির প্রয়োগ—সোচরে, লভরে বিজ্জরে (বিদ্যন্তে)।

৩। সত্তমী—বিধিলিঙ্ (Optative)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	এয্য,[২] এ	এয্যুং	এথ	এরং
মধ্যম	এয্যাসি, এ	এয্যাথ	এথো	এয্যবে্হা (Eyyavho)
উত্তম	এয্যামি, এ	এয্যাম	এয্যং, এ	এয্যামে্হ (Eyyamhe)

৪। পরোক্খা লিট[৩] (Past Perfect)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	অ	উ	ত্থ (ttha)	রে
মধ্যম	এ	ত্থ (ttha)	ত্থো (ttho)	বে্হা (vho)
উত্তম	অ	ম্হ (mha)	ই	মে্হ (mhe)

৫। হীয়ত্তনী—লঙ্[৪] (Past Imperfect)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	আ, অ	উ, ঊ, উং	ত্থ	ত্থুং
মধ্যম	ও, অ	ত্থ	সে	ব্হং (vham)
উত্তম	অ, অং	ম্হা (mhā	ইং	ম্হসে mhase)

৬। অজ্জতনী—লুঙ্ (Aorist)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	ই (ঈ)	উং (ইংসু)	আ	উ
মধ্যম	ই (ও)	ইত্থ, এত্থ	সে	ব্হং (vham)
উত্তম	ইং	ইম্হা, ইম্হ	অ, অং	মে্হ (mhe)

২। কখনও কখনও উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও 'এয্য' দেখা যায়—ন চে ত্বং যক্ক এবং ঘঞ্চেয্য। প্রথম পুরুষের একবচনে 'এয্য' ছাড়া 'এয্যাতি' ও যুক্ত হয়—জানেয্যাতি।

৩। পালিতে পরোক্খা লিটের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

৪। পালিতে অতীতকাল অর্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্জতনী বা লুঙ্-এর ব্যবহার হয়—হীয়ত্তনী বা লঙ্-এর ব্যবহার অত্যন্ত অল্প।

৭। ভবিস্‌সন্তী লৃট্ (Future)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	স্‌সতি	স্‌সন্তি	স্‌সতে	স্‌সন্তে
মধ্যম	স্‌সসি	স্‌সথ	স্‌সসে	স্‌সবে্‌হ (ssavhe)
উত্তম	স্‌সামি	স্‌সাম	স্‌সং	স্‌সাম্‌হে (ssāmhe)

৮। কালাতিপত্তি—লৃঙ্ (Conditional)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	স্‌সা, স্‌স	স্‌সংসু	সসথ	স্‌সিংসু
মধ্যম	স্‌সে, স্‌স	স্‌সথ	স্‌সসে	স্‌সবেহ (ssavhe)
উত্তম	স্‌সং	স্‌সম্‌হা, স্‌সম্‌হ	স্‌সং	স্‌সামহসে (ssāmhase)

সংস্কৃতে ধাতুসমূহের দশটি গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

১। ভ্বাদি ২। অদাদি ৩। হ্বাদি ৪। দিবাদি ৫। স্বাদি ৬। তুদাদি ৭। রুধাদি ৮। তনাদি ৯। ক্র্যাদি ১০। চুরাদি।

পালিতে সাতটি গণে ধাতুগুলিকে বিভক্ত করা হইয়াছে—

১। ভুবাদি ২। রুধাদি ৩। দিবাদি ৪। স্বাদি ৫। কিয়াদি ৬। তনাদি ৭। চুরাদি। তবে মনে রাখিতে হইবে এই বিভাগ খুব সুনির্দ্দিষ্ট নহে, কেননা পালিতে একটি গণের অন্তর্ভুক্ত ধাতুর অন্য গণীয় ধাতুর মত রূপ দেখা যায় : যেমন, হন্—হন্তি, হনতি, দা—দেতি, দদাতি , ঠা—ঠাতি, তিট্‌ঠতি , জি—জেতি, জয়তি, জিনাতি।

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের ভিত্তিতে পালিভাষা গঠিত বলিয়া শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বহু বিকল্পরূপ আসিয়া গিয়াছে—অপ্রয়োজনীয় বোধে সে সকল উল্লিখিত হইল না।

পালি ধাতুরূপের আদর্শ

[আত্মনেপদের প্রয়োগ অল্প বলিয়া বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সর্ব্বত্র পরস্মৈপদী রূপ প্রদর্শিত হইল।]

বত্তমানা (Present)

ভূ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	ভবতি	ভবন্তি
মধ্যম	ভবসি	ভবথ
উত্তম	ভবামি	ভবাম

পালিতে 'ভূ' স্থানে বিকল্পে 'হু' আদেশ হয়। তখন তাহার রূপ—

প্রথম	হোতি	হোন্তি
মধ্যম	হোসি	হোথ
উত্তম	হোমি	হোম

ঠা

প্রথম	ঠাতি	ঠন্তি
মধ্যম	ঠাসি	ঠাথ
উত্তম	ঠামি	ঠাম

পালিতে 'ঠা' স্থানে বিকল্পে 'তিট্ঠ' আদেশ হয়—তখন তাহার রূপ---

প্রথম	তিট্ঠতি	তিট্ঠন্তি
মধ্যম	তিট্ঠসি	তিট্ঠথ
উত্তম	তিট্ঠামি	তিট্ঠাম

দিস্

'দিস্' স্থানে বিকল্পে পস্স, দিস্স ও দক্খ আদেশ হয়। তিনটি রূপই প্রদর্শিত হইল।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	পস্সতি, দিস্সতি, দক্খতি	পস্সন্তি, দিস্সন্তি, দক্খন্তি
মধ্যম	পস্সসি, দিস্সসি, দক্খসি	পস্সথ, দিস্সথ, দক্খথ
উত্তম	পস্সামি, দিস্সামি, দক্খামি	পস্সাম, দিস্সাম দক্খাম

জি

প্রথম	জয়তি, জেতি, জিনাতি	জয়ন্তি, জেন্তি, জিনন্তি
মধ্যম	জয়সি, জেসি, জিনাসি	জয়থ, জেথ, জিনাথ
উত্তম	জয়ামি, জেমি, জিনামি	জয়াম, জেম, জিনাম

	অস্		আস্	
প্রথম	অত্থি	সন্তি	অচ্ছতি	
মধ্যম	অসি, অহি	অত্থ	অচ্ছসি	
উত্তম	অম্মি	অম্ম, অম্হ	অচ্ছামি	অচ্ছাম

	হন্		মন্ (ন্য = ঞ্ ঞ)	
প্রথম	হনতি, হন্তি	হনন্তি	মঞ্ ঞতি	মঞ্ ঞন্তি
মধ্যম	হনসি, হনাসি	হনথ	মঞ্ ঞসি	মঞ্ঞথ
উত্তম	হনামি	হনাম	মঞ্ ঞামি	মঞ্ঞাম

সু (শ্রু)

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	সুনোতি, সুনাতি	সুনোন্তি, সুনন্তি
মধ্যম	সুনোসি, সুনাসি	সুনোথ, সুনাথ
উত্তম	সুনোমি, সুনামি	সুনোম, সুনাম

দা

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	দদাতি, দজ্জতি, দেতি	দদন্তি, দজ্জন্তি, দেন্তি
মধ্যম	দদাসি, দজ্জসি, দেসি	দদাথ, দজ্জথ, দেথ
উত্তম	দদামি, দজ্জামি, দেমি	দদাম, দজ্জাম, দেম

পঞ্চমী (Imperative)

	অস্		কৃ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অত্থু	সন্তু	করোতু, কুরুতু	করোন্তু, কুব্বন্তু
মধ্যম	অহি	অত্থ	করোহি, কর	করোথ
উত্তম	অস্মি, অম্হি	অস্ম, অম্হ	করোমি	করোম

	ব্রূ		ভূ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	ব্রূতু	ব্রুবন্তু	ভবতু, হোতু	ভবন্তু, হোন্তু
মধ্যম	ব্রূহি	ব্রূথ	ভব, ভবাহি, হোহি	হোথ
উত্তম	ব্রূমি	ব্রূম	ভবামি, হোমি	ভবাম, হোম

সত্তমী (Optative)

গম্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	গচ্ছেয্য (গচ্ছে)[৫]	গচ্ছেয্যুং
মধ্যম	গচ্ছেয্যাসি (গচ্ছে)	গচ্ছেয্যাথ
উত্তম	গচ্ছেয্যামি (গচ্ছে)	গচ্ছেয্যাম

নী

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	নয়েয্য, নয়ে	নয়েয্যুং
মধ্যম	নয়েয্যাসি, নয়ে	নয়েয্যাথ
উত্তম	নয়েয্যামি, নয়ে	নয়েয্যাম

দা

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	দদেয্য	দদেয্যুং
মধ্যম	দদেয্যাসি	দদেয্যাথ
উত্তম	দদেয্যামি	দদেয্যাম

কর্ (কৃ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	করেয্য, করে, কয়িরা, কুব্বেয্য	করেয্যু' কয়িরুং, কুব্বেয্যুং
মধ্যম	করেয্যাসি, কয়িরাসি, কুব্বেয্যাসি	করেয্যাথ, কয়িরাথ, কুব্বেথ
উত্তম	করেয্যামি, কয়িরামি, কুব্বেয্যং	করেয্যাম, করিয়াম, কুব্বেয্যাম

পরোক্খা[৭] (Past Perfect)

পচ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	পপচ	পপচু
মধ্যম	পপচে	পপচিত্থ
উত্তম	পপচ	পপচিম্হ

৫। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—"এয্য, এয্যাসি, এয্যামি ইচ্চেতেসং বিকপ্পেন একারাদেসো।"

৬। কর্ ধাতুর বিকল্প রূপের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

৭। পূর্বেই বলা হইয়াছে পালিতে পরোক্খা (লিট্—Past Perfect এবং হীয়ত্তনীর লঙ্—Past Imperfect) প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। মহারূপ-সিদ্ধিকার বলিয়াছেন—এই দুই

গম্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	জগম, জগাম	জগমু
মধ্যম	জগমে	জগমিথ
উত্তম	জগম	জগমিম্হ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	বভূব	বভূবু
মধ্যম	বভূবে	বভূবিথ
উত্তম	বভূব	বভূবিম্হ

হ্যীয়ত্তনী (Past Imperfect)

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অভবা	অভবু
মধ্যম	অভবো	অভবথ
উত্তম	অভব, অভবং	অভবম্হা

বচ্

প্রথম	অবচা, অবচ	অবচু, অবচুং
মধ্যম	অবচো, অবচ	অবচুথ
উত্তম	অবচং, অবচ	অবচম্হা

অজ্জতনী (Aorist)

গম[৮]

প্রথম	অগচ্ছি	অগচ্ছুং, অগচ্ছিংসু
মধ্যম	অগচ্ছি, অগচ্ছো	অগচ্ছিত্থ
উত্তম	অগচ্ছিং	অগচ্ছিম্হা, অগচ্ছিম্হ

কালের ক্রিয়ারূপ প্রয়োগানুসারে করিতে হই '—"পরোক্খহীয়ত্তনীসু পুন রূপানি সব্বথ পয়োগমনুগম্ম পয়োজেতব্ব'নি ৷"

ডক্টর সুকুমার সেন ব'লিয়াছেন—"Of the th e Preterite tenses of O.I.A., the Perfect (পরোক্খা) had been lost before M. I. A. started on its career." (Ccmparative Grammar of Middle Indo Aryan—Page 115)

৮। অজ্জতনীতে গম্ ধাতুর বিচিত্র রূপ লক্ষণীয়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অগমী, অগমি, অগমাসি	অগমুং, অগমিংসু, অগমিসুং
মধ্যম	অগমো, অগমি	অগমিথ, অগমুথ
উত্তম	অগমিং	অগমিম্হা, অগমিম্হ
		অগমুম্হ
প্রথম	অগঞ্জি	অগঞ্ছুং, অগঞ্জিংসু
মধ্যম	অগঞ্জো অগঞ্জি	অগঞ্জিথ
উত্তম	অগঞ্জিং	অগঞ্জিমহা, অগঞ্জিম্হ

ভবিস্সন্তী (Future)

কতকগুলি ধাতুর কেবল প্রথম পুরুষেব রূপ লিখিত হইল :—

বস—	বচ্ছতি	বচ্ছন্তি
লভ্—	লচ্ছতি	লচ্ছন্তি
	লভিস্সতি	লভিস্সন্তি
গম্ -	গমিসসতি	গমিস্সন্তি
	গচ্ছিস্সতি	গচ্ছিস্সন্তি
বচ্—	বক্খতি	বকখন্তি
ঞা (জ্ঞা —	ঞস্সতি	ঞস্সন্তি
	জানিস্সতি	জানিস্সন্তি
সু (শ্রু) —	সোস্সতি	সোস্সন্তি
	সুনিস্সতি	সুনিস্সন্তি

কালাতিপত্তি—(Conditional)

ভূ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অভবিস্সা, অভবিস্স	অভবিস্সংসু
মধ্যম	অভবিস্সে, অভবিস্স	অভবিস্সথ
উত্তম	অভবিস্সং	অভবিস্সম্হা, অভবিস্সম্হ

মন্তব্য :

যে কয়টি পালি শব্দরূপ ও ধাতুরূপের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, শব্দ ও ধাতুরূপের অসংখ্য বিকল্পপদ (Alternative forms)

পালি ব্যাকরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার কারণ এই, পালি কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ছিল না—বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান গ্রহণ করিয়াই এই ভাষা গঠিত হইয়াছিল। **পালি ভাষার আদর্শ ছিল সংস্কৃত উপাদান ছিল আঞ্চলিক প্রাকৃতের রূপ।** বিভিন্ন সংঘে যে সকল শব্দ প্রচলিত ছিল—পালি যেন সেই প্রচলিত রূপগুলির সঙ্গেই আপোষ করিয়া লইয়াছিল। সেই কারণেই আমরা শব্দ ও ধাতুরূপে এত বিকল্প পদের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই।

সাধিত ধাতু : Derivative Conjugations

১। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া

সংস্কৃতের স্থায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে য প্রত্যয় হয়। কোথাও কোথাও পূর্ব্ববর্তী ব্যঞ্জনের সহিত এই 'য প্রত্যয়ের সমীকরণ হয়, কোথাও 'য'–ইয়>ইয্য' তে রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতে আত্মনেপদী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়—পালিতে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী—দুই প্রকার ক্রিয়াবিভক্তিই যুক্ত হইতে পারে। যেমন, বচ>বুচ্চতি, বুচ্চতে; দিস>দিস্সতে, ইষ>ইচ্ছীয়তি, কর>করিয়তি, করিয্যতি, করিয্যতে, দা>দীয়তে, দিয্যতি।

২। কারিত ধাতু (ণিজন্ত): Causative

প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হয়—'ণিচ্' এর স্থানে 'অয়' আদেশ হয়, যেমন, গম্+(ণিচ্) লট্তি=গময়তি।

(ক) পালিতেও অয়' যুক্ত হয়—পালিতে 'অয়' হয় এ—যেমন পচ্> পাচেতি, কর্>কারেতি, ভূ>ভাবেতি, দা>দাপেতি।

(খ) পালিতে 'আপয়' প্রত্যয় যোগ করিয়াও 'কারিত' ধাতু গঠিত হইয়া থাকে। আপয় হয় 'আপে'। যেমন, কর্>কারাপেতি, গম্>গচ্ছাপেতি, গহ>গাহাপেতি।

অয়>এ এবং আপয়>আপে—এই দুইটি প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে প্রত্যেক ধাতুরই কারিত রূপ দুইটি হইবে। যেমন—কারেতি, কারাপেতি; পাচেতি, পাচাপেতি, ভোজেতি, ভোজাপেতি।

ডক্টর মূলার 'পাতিমোক্খ' হইতে আর এক প্রকার কারিত প্রত্যয়ের

উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রত্যয়টি হইল—'আপাপে'। যেমন, বি—ঞা +আপাপে লট্ তি=বিঞ্ঞাপাপেতি।

৩। [১]সনন্ত ধাতু বা ইচ্ছার্থক ধাতু : Desiderative

নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সংস্কৃত সনন্ত ধাতুগুলিই সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া পালিভাষায় গৃহীত হইয়াছে :

ভুজ — বুভুক্খতি
পা — পিপাসতি; পিবাসতি
সু (শ্রু) — সুস্সুসতি
দা — দিচ্ছতি
জি — জিগিংসতি
হৃ — জিগিংসতি

জি ও হৃ ধাতুর স্থানে পালিতে 'গি' আদেশ হয়।

৪। [১]যঙন্ত ধাতু : Frequentative or Intensive

ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর যঙ্ পত্যয় হয়। পালি ব্যাকরণে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন সূত্র না থাকিলেও যঙন্ত ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় :—

গম্ — জঙ্গমতি
চল্ — চঞ্চলতি
দল্ (জ্বল্ ধাতুর রূপান্তর ; জ=দ)—দাদল্লতি

৫। নামধাতু : Denominative

নামধাতু সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম সংস্কৃতের মত। কয়েকটি পালি নামধাতুর উদাহরণ :

পব্বতো ইব আচরতি—পব্বতায়তি ; এইরূপ সমুদ্দ—সমুদ্দায়তি ; ধূম—ধূমায়তি। পুত্ত—পুত্তীয়তি ; বের (বৈর)—বেরায়তি। সাধারণত আয়, অয়, ঈয় প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠিত হয়—পব্বতায়তি, কুসলয়তি, পুত্তীয়তি।

১। প্রকৃতপক্ষে ধাতুর উত্তর সন্ বা যঙ্ প্রত্যয় করিবার নিয়ম প্রচলিত বাগ্ধারার অন্তর্গত ছিল না।

৬। কৃদন্ত বিশেষণ : Participles

বর্তমান কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয় অং, অন্ত (>শতৃ), অন ও মান (<শানচ্) প্রত্যয় যোগ করিয়া। সাধারণত পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় 'অং' ও অন্ত—যেমন, গচ্ছং ; গচ্ছন্তো। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় 'মান' ও 'আন'—যেমন, ভাসমানো, পথ্য়ানো।

কিন্তু এই নিয়মের বহু ব্যতিক্রম রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী—সকল প্রকার ধাতুর উত্তর এই সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে।

কর্- কুব্বন্তো, কুরুমানো

খাদ্—খাদন্তো, খাদমানো।

অতীতকালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয় 'ত' (ইত), ন, ও বং প্রত্যয় যোগ করিয়া—

কর্ — কতো

বচ্ — বুত্তো

দা—দিন্নো, চর্—চিন্নো, ভুজ্—ভুত্তবা।

ভবিষ্যৎ কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয়—তব্ব, অনীয়, য এবং স্সন্তু প্রত্যয় যোগ করিয়া। স্সন্তু প্রত্যয়ের উ-কার লুপ্ত হয়।

দা—দাতব্বো

গম্ –গমনীয়ো চর্ - চরিস্সং

নী—নেয্য খাদ্—খাদিস্সং

৭। নিমিত্তার্থক ক্রিয়া : Infinitives

সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর নিমিত্তার্থে তুম্ প্রত্যয় যোগ করিয়া নিমিত্তার্থক ক্রিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—যেমন, স জলং পাতুম্ ইচ্ছতি। পালিতে এই তুম্ প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পালিতে তবে, তুয়ে, তায়ে প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়াও নিমিত্তার্থক ক্রিয়া গঠিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যয়গুলি বৈদিক।

তুম্—কত্তুং, কাতুং (কর্)

হন্তুং, হনিতুং (হন্)

সোতুং, সুনিতুং (সু<শ্রু)

ত্তবে—গন্তবে (গম্)
নেত্তবে (নী)
কাত্তবে (কর্<কৃ)
তুয়ে—মরিতুয়ে (মর্<মৃ)
তায়ে—দক্খিতায়ে (দিস্<দৃশ)।

৮। অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund)

সংস্কৃতে ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে য (ল্যপ্) প্রত্যয় এবং উপসর্গ না থাকিলে ত্বা (ক্তাচ্) প্রত্যয় হয়। পালিতে এইরূপ কোন নিয়ম নাই—উপসর্গ না থাকিলেও য প্রত্যয় হইতে পারে এবং উৎসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রত্যয় হইতে পারে। লক্ষণীয় যে ত্বা=ত্তা হয় না। যেমন, বন্দ+য>বন্দিয়, অভি—বন্দ+য>অভিবন্দিয়, , অভি-বন্দ+ত্বা>অভিবন্দিত্বা।

অন্যান্য উদাহরণ—

কর্+ত্বা>করিত্বা, কত্বা   সু (শ্রু)+ত্বা>সুত্বা
গম্+ত্বা>গন্ত্বা   দিস্ (দৃশ)+ত্বা>পস্সিত্বা, দিস্বা।

সংস্কৃতের ত্বা ও য প্রত্যয় ছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনের জন্য পালিতে আরও দুইটি প্রত্যয় আছে। এই দুইটি প্রত্যয়—ত্বান ও তুন। প্রত্যয় দুইটি বৈদিক।

কর্+ত্বান>কত্বান   দিস্ (দৃশ)+ত্বান>দিস্বান
কর্+তুন>কত্তুন   ছিদ্+ত্বান>ছেত্বান
গম্+তুন>গন্তুন।

পালি ও বাঙ্লা[১৩]

যেহেতু পালিভাষা প্রাচীনতম প্রাকৃতের উপাদান লইয়া গঠিত হইয়াছে, সেই হেতু প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্লার যে সম্পর্ক, পালির সঙ্গেও সেই সম্পর্ক বর্ত্তমান। পালি জন্মলাভ করিয়া পরে ধর্ম্মীয় সাহিত্যের ভাষারূপেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রাকৃত কিন্তু ভাষা পরিবর্ত্তনের পথ ধরিয়া অপভ্রংশ

১৩। এ সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে এ জাতীয় প্রশ্ন দেখিয়াছি—প্রশ্নে পালিভাষার সহিত বাঙলার ধ্বনিগত, রূপগত, পদক্রম ও বাগ্ধারা সম্পর্কিত সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে ছাত্রছাত্রীদিগকে বলা হইয়া থাকে। তাই সংক্ষেপে সম্ভাব্য সাদৃশ্যগুলি প্রদর্শিত হইল।

ও পরে বাঙ্‌লা ও অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্য্যভাষায় পরিণত হইয়াছে। নিম্নের রেখা চিত্র হইতে পালি ও বাঙ্‌লার সম্পর্কটি স্পষ্ট হইবে—
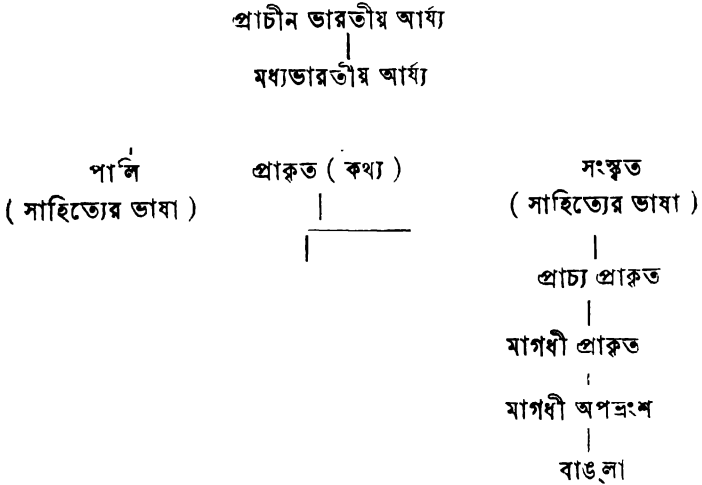
এই চিত্র হইতে বুঝা যাইবে প্রাকৃত অপেক্ষা পালির সহিত বাঙ্‌লার সম্পর্ক দূরবর্ত্তী। বাঙ্‌লা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। বহু সংস্কৃত প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তিত রূপ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লায় চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পালির স্বকীয় কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই বাঙ্‌লা গ্রহণ করে নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে থাকে এবং বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভবের যুগে ইহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহা বৌদ্ধধর্ম্মেরও অবসানের যুগ। সুতরাং পালির প্রভাব বাঙ্‌লায় তেমন লক্ষণীয় নহে। প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লা যেরূপ আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা—পালির সঙ্গে সেরূপ নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লার (এবং অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার) সম্পর্ক বিবেচনার ক্ষেত্রে পালি ও প্রাকৃতকে পৃথকভাবে দেখিলে চলিবে না—কেননা পালি আসলে প্রাকৃতমূলক। বাঙ্‌লা ভাষার স্বরূপ জানিতে হইলে পালি এবং প্রাকৃত উভয়েরই জ্ঞান প্রয়োজন।

মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক

ধারায় পালির স্থান নাই—পালি সংস্কৃতের মতই কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। (এই কথাটি সাবধানে মনে রাখিতে হইবে।) পালি প্রাচীনতম প্রাকৃত ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই হিসাবে প্রাকৃতের সঙ্গে যদি বাঙ্‌লার সম্পর্ক থাকে, পালির সঙ্গেও রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

কয়েকটি বিষয়ে পালির সঙ্গে বাঙ্‌লার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। বাঙ্‌লা সংখ্যাবাচক শব্দগুলির উৎস সন্ধান করিতে গেলে বহু ক্ষেত্রেই আমাদিগকে পালির শরণাপন্ন হইতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

পালি একাদশ, একারস > অর্দ্ধমাগধী এক্কারস > অপভ্রংশ এক্কারহ > এগার।

পালি বারস (প্রাকৃতেও তাই) > বারহ > বার।

পালি পঞ্চদশ, পন্নরস > পন্নরহ > পনের।

পালি (প্রাকৃত) সোলস > সোলহ > ষোল।

পালি তেবীস > অপভ্রংশ তেইস > তেইশ।

বাঙ্‌লার কয়েকটি বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত পালির মিল দেখিতে পাওয়া যায়—

যেমন, বুদ্ধ ভাবেন কম্মং ন অত্থি (বুদ্ধ হইয়া কাজ নাই)।

ভত্তং বড্‌ঢেদি (ভাত বাড়ে)।

অতীতে একো রাজা রজ্জং কারেসি—(অতীত কালে এক রাজা রাজত্ব করিতেন)।

বিসং গিলতি (বিষ গেলে)।

বুদ্ধং জীবন পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি (আজীবন বুদ্ধই আমার শরণ)।

ঘরাবাসং বসিস্‌সসি (ঘরে বাস করিবে)।

পায়সং পায়েমি (পায়স পাইব)।

ন মে কিঞ্চি অফাসুকং অত্থি (আমার কোন অসুখ বিসুখ নাই)।

পিট্‌ঠিত পিট্‌ঠিত = পিঠে পিঠে।

মনং করোতি = মনে করে।

পতিত্তা গতম্‌ = পড়িয়া গেল।

নামতো গণ্‌হাতি = নামতা পড়ে।

সহস্‌সং সহস্‌সেন = হাজার হাজার।

চতুর্থ অধ্যায়

পালি সাহিত্য

[এক]

অনোপমা

অনোপমা (অনুপমা) সাকেতনগরের এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা। ইনি রূপবতী ছিলেন বলিয়া বহু ধনী ব্যক্তি ইহার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুপমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বুদ্ধদেবের শরণ লইয়াছিলেন।

এই কাহিনী থেরীগাথায় রহিয়াছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের বলা হইত থেরী (স্থবিরা)। থেরীগাথা বৌদ্ধবেদ ত্রিপিটকের অন্তর্গত। এই গ্রন্থে ৭৩ জন পূতচরিত্রা রমণীর পদ্যরচনা সুরক্ষিত হইয়াছে।

১। **উচ্চে কুলে অহং জাতা বহুবিত্তে মহদ্ধনে**
বণ্ণরূপেণ-সম্পন্না ধীতা মজ্‌ঝস্‌স অত্তজা।

১। Ucce kule aham jātā bahuvitte mahaddhane
bannarūpena sampannā dhītā Majjhassa attajā

—বহুবিত্ত ও প্রচুর ধন সম্পন্ন উচ্চকুলে আমার জন্ম। আমি 'মজ্‌ঝ' নামক শ্রেষ্ঠীর কন্যা আমি সুবর্ণা ও সুরূপা।

মহদ্ধনে—বহুব্রীহি সমাস' সপ্তমীর একবচন। ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী 'মহৎ'—'মহা' হয় নাই। বিত্ত স্থাবর সম্পত্তি, ধন স্বর্ণরৌপ্যাদি অস্থাবর।

ধিতা—<দুহিতা—দু+হি>ধি Contraction of syllable; হ-কারের প্রভাবে দ-কারের মহাপ্রাণতা, বাংলা 'ঝি' শব্দটি ইহা হইতে আসিয়াছে।

অত্তজা—আত্মজা>অত্তজা। সমীভবনে আত্ম>অত্ত।

ধিতা ও অত্তজা—একই অর্থ। পালিতে এই জাতীয় একার্থবোধক শব্দের বা একই শব্দের পুনরাবৃত্তি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

২। **পত্থিতা রাজপুত্তেহি সেট্‌ঠিপুত্তেহি গিজ্‌ঝিতা**
পিতু মে পেসয়ি দূতং দেথ ময্‌হং অনোপমং।

২। Patthitā rajaputtehi seṭṭhiputtehi gijjhitā
pitu me pesayi dūtam detha mayham Anopamaṃ

—রাজপুত্রগণ আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠীপুত্রগণ আমাকে কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পিতার নিকট দূত পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন—অনুপমাকে আমাকে দান করুন।

গিজ্‌ঝিতা—গৃধ্‌+ক্ত স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'>গিধ্যিতা>গিজ্‌ঝিতা (দিবাদি-গণীয় ধাতুর রূপানুকরণে 'য' যুক্ত হইয়াছে)। ধ্যি>জ্‌ঝি (সমীকরণ)।

পেসয়ি—প্র—ইষ্‌+অদ্যতনী প্রথম পুরুষের একবচনে 'ই'। অদ্যতনীর প্রথম পুরুষের একবচনে 'ই' বিভক্তি হয়—বহুবচনে হয় ইংসু। এখানে 'বহুবচন' হওয়াই সঙ্গত ছিল—কিন্তু কর্তৃপদের কথা স্মরণে না রাখিয়া সাধারণ-ভাবেই একবচনের ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে 'নৈর্ব্যক্তিক প্রয়োগ' (Impersonal use)।

দেথ—'দা' ধাতু লোট মধ্যমপুরুষ একবচন। 'থ' Extended from লট্‌ Second person plural.

অনোপমং—বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে উ>ও Metri Causa অর্থাৎ ছন্দানুরোধে অনুপমা—অনোপমা হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাই হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু এই আখ্যানের শীর্ষনাম হিসাবে যেখানে অনোপমা' রহিয়াছে সেখানে ছন্দের কোন 'অনুরোধ' নাই। প্রকৃতপক্ষে পালি-প্রাকৃতে একটি স্বরের পরিবর্তে অন্য স্বরের ব্যবহার রীতিসিদ্ধ। ইহাকে বলা হয় "Arbitrary interchange of vowels".

ময্‌হং—মহ্যং>ময্‌হং—বিপর্য্যাস (Metathesis)।

৩। **যত্তকং তুলিতা এসা তুয্‌হং ধিতা অনোপমা**
ততো অট্‌ঠগুণং দস্‌সং হিরঞ্‌ঞং রতনানি চ।

৩। Yattakaṃ tulitā esā tuyhaṃ dhitā Anopamā
tato aṭhhagunaṃ dassaṃ hiraññaṃ ratanāni ca

—(দূত আসিয়া বলিত)—তোমার কন্যা অনুপমা যে পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নে তুলিত হইবে তাহার আটগুণ দিব।

তুয্‌হং—এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত যুস্মদ্‌ শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'তুভ্যম্‌' না হইয়া অস্মদ্‌ শব্দের 'মহ্যম্‌' এর সাদৃশ্যে 'তুহ্যম' হইয়াছে। দ্বিতীয়ত এই 'তুহ্যম্‌' প্রযুক্ত হইয়াছে ষষ্ঠীর অর্থে (পালি-প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তির রূপ ষষ্ঠীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিল)। তৃতীয়ত, এখানেও বিপর্য্যাস হইয়াছে—তুহ্যং>তুয্‌হং।

দস্‌সং—<দাস্যামি। ভবিষ্যৎকালে উত্তমপুরুষের একবচনের ক্রিয়াবিভক্তি 'মি'-র পরিবর্তে বহুক্ষেত্রে 'অম্‌' ব্যবহৃত হইয়াছে। করিষ্যামি<করিসসং;

[এই 'অম্' সংস্কৃতের 'ল্ঙ্'—(Conditional) উত্তমপুরুষ একবচনের ক্রিয়া বিভক্তি।] 'মি'-স্থানে 'অম্' ক্রিয়াপদের আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র।

হিরঞ্ঞ্ঞং —<হিরণ্যং ; পালিতে জ্ঞ, ণ্য, ন্য > ঞ্ঞ্ ঞ।

৪। **সাহং দিস্বান সম্বুদ্ধং লোকজেট্ঠং অনুত্তরং**
তস্স পাদানি বন্দিত্বা একমন্তং উপাবিসিং

৪। Sāhaṃ disvāna sambuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ anuttaraṃ
tassa pādāni banditvā ekamantaṃ upāvisiṃ

—সেই আমি লোকশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় সম্বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার চরণবন্দনা পূর্ব্বক এক প্রান্তে (বিজনে) উপবেশন করিলাম।

দিস্বান—পূর্ব্বকালিক ক্রিয়া (Gerund) বুঝাইতে পালিতে বৈদিক ব্যাকরণের অনুকরণে ত্বা, ত্বান, তূন প্রত্যয় হয়। গন্ত্বা, গন্ত্বান্, গন্তূন।

দিশ্ (দৃশ)+ত্বান>দিস্বান ; ত্বা প্রত্যয় করিলে দিস্বা ও পস্সিত্বা হইবে।

উপাবিসিং—উপ—বিস+অজ্জতনী উত্তম পুরুষ একবচনের বিভক্তি ইং[১]।

৫। **সো মে ধম্মং অদেসেসি অনুকম্পায় গোতমো**
নিসিন্না আসনে তস্মিন্ ফুসয়িং ততিয়ং ফলং।

৫। So me dhammaṃ adesesi anukampāya Gotamo
nisinnā āsane tasmin phusayiṃ tatiyaṃ phalaṃ

—তখন অনুকম্পাবশত গৌতম আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। আমি সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই (অনাগমিক নামক) তৃতীয় ফল লাভ করিলাম।

অদেসেসি—দিস্ (দিশ্) ণিচ্ অজ্জতনী প্রথম পুরুষ একবচন ই।

অনুকম্পায়—তৃতীয়া বিভক্তির একবচন। পালিতে আ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়া হইতে সপ্তমীর একবচনে একই রূপ হইয়া থাকে। লতা শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

ফুসয়িং--স্পৃশ্+অজ্জতনী উত্তম পুরুষ একবচনের বিভক্তি ইং। পালিতে ঋ-কার নাই, এখানে ঋ-কার>উ কার। সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী স্পৃ<প্ফু ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণত প্রথমে থাকে না বলিয়া 'প' লুপ্ত।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে—উপ+আ+বিশ্ অজ্জতনী উত্তম পুরুষ ইং। 'আ' উপসর্গ এখানে অপ্রয়োজনীয়। উপ—বিশ্ ধাতুর অর্থই 'বসা—ব্যাখ্যাকর্ত্তা 'পা' ব্যাখ্যা করিতে 'আ' আনিয়াছেন, কিন্তু 'উপ+অবিসিং' সন্ধি করিলেই 'পা' মিলিতে পারে।

ততিয়ং ফলং—তৃতীয় ফল অর্থ 'অনাগমিক' নামে ফল। ইহা লাভ করিতে পারিলে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইত। সোতাপন্ন, সকদাগমী, অনাগমী ও অর্হা এই চারিটি বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনার স্তর।

৬। **ততো কেশানি ছেত্বান পব্বজ্জিং অনগারিয়ং**
সাজ্জ মে সত্তমী রত্তি যতো তণ্হা বিসোসিতা।

৬। Tato kesāni chetvāna pabbajjiṃ anāgariyaṃ
Sājja me sattami ratti yato tanhā visositā

—তখন কেশ ছেদন করিয়া আমি গৃহহীন (অর্থাৎ গৃহত্যাগপূর্ব্বক) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম। যে দিন হইতে আমার তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ আমার সপ্তম রাত্রি।

ছেত্বান—ছিদ্+ত্বান (Gerund) বৈদিক প্রত্যয়।

পব্বজ্জিং—প্র—ব্রজ+অজ্জতনী উত্তম পুরুষ একবচনে ইং।

সাজ্জ—সা+অজ্জ (অদ্য) সন্ধিতে পরবর্তী স্বরের লোপ হইয়াছে।

তণ্হা—তৃষ্ণা শব্দ বিপর্য্যাস ও উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণতায় তণ্হা হইয়াছে। (ষ্ণ>ণ্হ)।

স্বর্গত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই গাথাগুলির পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

উচ্চকুলে জন্ম মম, বহুবিত্ত, রূপবর্ণযুতা
মজ ঝ নামে মহাধনী সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠীবর সুতা;
লভিতে আমারে কত রাজপুত্র শ্রেষ্ঠীপুত্রগণ
পাঠাত পিতার কাছে দূতবর্গে করিয়া যতন।
"যতেক হিরণ্যে রত্নে অনুপমা হইবে তুলিত,
দিব আটগুণ তার"—দূত আসি' এমনি বলিত।
কিন্তু হেরি' লোক-জ্যেষ্ঠে উদ্বুদ্ধ হইল মম প্রাণ
বন্দিয়া চরণ তাঁর বিজনে ধেয়ানে বসিলাম।
অনুকম্পা করি' মোরে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন গৌতম
আসনে বসিয়া আমি লভিলাম ফল মনোরম।
ছেদিয়া কেশের ভার অনাগার লভিনু অমনি—
তৃষ্ণাক্ষয় দিন হতে আজি হল সপ্তম রজনী।

[দুই]

মখাদেব জাতক

অতীতে বিদেহরট্‌ঠে মিথিলায়ং মখাদেবো নাম রাজা অহোসি ধম্মিকো ধম্মরাজো। সো চতুরাসীতি বস্‌ স-সহস্‌সানি কুমারকীলং তথা ওপরজ্জং তথা মহারজ্জং কত্বা দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং কপ্পকং আমন্তেসি 'যদা মে সম্ম কপ্পক সিরস্মিং ফলিতানি পস্‌সেয্‌যাসি অথ মে আরোচেয্‌যাসীতি।

Atīte Videharaṭṭhe Mithilayaṃ Makhādevo nāma rājā ahosi dhammiko dhammarājo. So caturāsīti vassa-sahassāni kumāra kīḷaṃ tathā oparajjaṃ tathā mahārajjaṃ katvā dīghaṃ addhānaṃ kheptvā ekadivasaṃ kappakaṃ āmantesī : 'yadā me samma kappaka sirasmiṃ phalitāni passeyyāsi atha me āroceyyāsīti.

—অতীতে বিদেহ রাষ্ট্রের অন্তর্গত মিথিলাতে মখাদেব নামে একজন ধার্মিক ধর্ম্মরক্ষক রাজা ছিলেন। তিনি চুরাশী হাজার বৎসর বাল্যক্রীড়া, যৌবরাজ্য এবং মহারাজ্যের কর্ত্তব্য করিয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়া (দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া) এক ক্ষৌরকারকে ডাকাইয়া বলিলেন হে ভদ্র ক্ষৌরকার, আমার মাথায় যখনই পক্ককেশ দেখিতে পাইবে, তখনই আমাকে জানাইবে।

বিদেহ রট্‌ঠে –রাষ্ট্রে>রট্‌ঠে ; এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত, পালি ও প্রাকৃতে দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ থাকে না। এই জন্য ষ্ট্র>ষ্ট। দ্বিতীয়ত, এখানে উষ্ম ও স্পর্শ বর্ণের সংযোগ থাকায় সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী স্পর্শবর্ণটিকে মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সহিত উষ্মবর্ণটির সমীকরণ করা হইয়াছে—ষ্ট>ঠ্‌ঠ ; কিন্তু দুইটি মহাপ্রাণ বর্ণ পাশাপাশি থাকিতে পারে না, এই জন্য ঠ্‌ঠ>ট্‌ঠ। তৃতীয়ত, সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—রাষ্ট্রে>রট্‌ঠে।

মিথিলায়ং –অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। যেমন—মাং>মং ; এখানে মিথিলায়াং>মিথিলায়ং।

অহোসি—পালিতে 'ভূ' ধাতু প্রায়ই 'হু'তে রূপান্তরিত হয়। ভবতি> হোতি ; ভবামি>হোমি–এইরূপ দ্বিবিধ রূপ হইয়া থাকে। অজ্জতনীতে অভবি, অহোসি। ভূ+অজ্জতনী প্রথম পুরুষ একবচনে ই।

দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা—(দীর্ঘম্ অধ্বানং ক্ষেপয়িত্বা) দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ; এখানে দীর্ঘ কাল কাটাইয়া—Pali Idiom.

ফলিতানি>পলিতানি। আদি বর্ণের মহাপ্রাণতা (শ্বাসাঘাতের প্রভাবে)।

সিরস্মিং—সর্ব্বনাম শব্দের রূপ-সাদৃশ্যে সপ্তমীর একবচনে – স্মিন্, যেমন, বুদ্ধস্মিং (তুলনীয় সর্ব্বস্মিন্)। অন্ত্য ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া ন্ লোপ—লোপের ক্ষতিপূরণে অনুস্বারের আগম (Compensatory Nasalisation)।

পস্সেয্যাসি—পস্ (দৃশ্)+এয্যাসি (সপ্তমী)—Optative (বিধিলিঙ্) মধ্যম পুরুষের একবচন।

কপ্পকো পি দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং রঞ্ঞো অঞ্জন-বণ্ণানং কেসানং অন্তরে একং এব ফলিতং দিস্বা—দেব, একং তে ফলিতং দিস্সতীতি আরোচেসি। তেন হি মে সম্ম তং ফলিতং উদ্ধরিত্বা পাণিম্হি ঠাপেহীতি চ বুত্তো সুবণ্ণ-সণ্ডাসেন উদ্ধরিত্বা রঞ্ঞো পাণিম্হি পতিট্ঠাপেসি। তদা রঞ্ঞো চতুরাসীতিবস্স-সহস্সানি আয়ু অবসিট্ঠং হোতি।

২। Kappako'pi dīghaṃ addhānaṃ khepetvā ekadivasaṃ rañño añjanabaṇṇānaṃ kesānaṃ antare ekaṃ eva phalitaṃ disvā—Deva, ekan-te phalitaṃ dissatīti ārocesi. Tena hi me samma taṃ phalitaṃ uddharitvā pāṇimhi ṭhapehīti ca vutto suvaṇṇa sandāsena uddharitvā rañño pāṇimhi patiṭṭhāpesi. Tadā rañño caturāsiti vassasassāni āyuṃ avasiṭṭhaṃ hoti.

—ক্ষৌরকারও দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিয়া একদিন রাজার অঞ্জনবর্ণ কেশরাশির মধ্যে একটি মাত্র পক্ককেশ দেখিয়া জানাইল –"দেব, একটি পক্ককেশ দেখা যাইতেছে"। "তবে হে ভদ্র, সেই পক্ককেশ তুলিয়া আমার হাতে রাখ"। এই কথা বলা হইলে পর সে সোনার সাঁড়াশী দিয়া তাহা তুলিয়া রাজার হাতে রাখিল। তখনও রাজার চুরাশী হাজার বৎসর আয়ু অবশিষ্ট ছিল।

দিস্বা—দিস্ (√দৃশ্)+ক্তাচ্।

আরোচেসি—আ—রুচ্+ই অজ্ঞতনী প্রথম পুরুষের একবচন। পালিতে সংস্কৃত রুচ্ ধাতুর অর্থপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃত অর্থ—দীপ্তি পাওয়া এখানে অর্থ—'জানানো' (to inform)।

পাণিম্হি—সর্ব্বনাম শব্দের সপ্তমী একবচনের রূপসাদৃশ্যে পাণিস্মিন্

(তুলনীয় সর্ব্বস্মিন্)। ন্—অন্ত্য ব্যঞ্জন বলিয়া লুপ্ত। 'স্মি' বিপর্য্যাস সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী ম্হি। সুতরাং পাণিস্মিন্>পাণিম্হি।

ঠাপেহি—স্থা+নিচ্-লোট মধ্যম পুরুষের একবচনে 'হি'। সাধারণত সংযুক্ত ব্যঞ্জন পালিতে প্রথমে বসে না—সেইজন্য স্থা>ঠা (স্বতো মূর্দ্ধন্যীভবন)।

বুত্তো—বি—বচ্+ক্ত। সংস্কৃত ব্যুক্ত। ব্যুক্তঃ>বুত্তো।

সণ্ডাসেন—সংদংশেন। দ এর মূর্দ্ধন্যীভবন হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অনুস্বার লোপে পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা হইয়াছে। বাংলা সাঁড়াশি শব্দ এই শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

পতিট্ঠাপেসি - প্রতি (পতি)—স্থা (ট্ঠা)+ণিচ্ অজ্জতনী প্রথম পুরুষের একবচন 'ই'।

এবং সন্তে পি ফলিতং দিস্বা ব মচ্চুরাজানং আগন্ত্বা সমীপে ঠিতং বিঅ অত্তানং আদিত্তপণ্ণসালং পবিট্ঠং বিঅ চ মঞ্ঞমানো সংবেগং আপজ্জিত্বা—বাল মখাদেব যাব ফলিতস্স' উপ্পাদা ব ইমে কিলেসে জহিতুং নাসক্খীতি চিন্তেসি।

Evaṃ sante pi phelitaṃ disvā va maccurājānaṃ angantvā samīpe ṭhitaṃ viya attānaṃ ādittapaṇṇasālaṃ paviṭṭhaṃ viya ca maññamāno saṃvegaṃ āpajjitvā—bala Makhādeva yaya phalitassa' uppādā va ime kilese jahituṃ nāsakkīti cintesi.

—এরূপ হওয়া সত্ত্বেও পক্ককেশ দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মৃত্যুরাজ আসিয়া যেন নিকটে দাঁড়াইয়াছেন—তিনি যেন প্রদীপ্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়াছেন। আবেগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন—মূর্খ মখাদেব, পক্ককেশের আবির্ভাব হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এই সকল (সাংসারিক) ক্লেশ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলে না।

ঠিতং—স্থিতং, সংযুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের প্রথমে বসে না বলিয়া স' লুপ্ত হইয়াছে। 'থ' এর স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন।

উপ্পাদা<উৎপাদাৎ। ৎ ও প এর সমীভবন। পালিতে অন্ত্যব্যঞ্জন থাকে না। তাই পদান্ত 'ৎ' লুপ্ত হইয়াছে।

চিন্তেসি—চিন্ত+অজ্জতনী প্রথম পুরুষের একবচনে ই।

তস্‌স, এবং ফলিতপাতুভাবং আবজ্জন্তস্‌স আবজ্জন্তস্‌স অন্তোডাহো উপ্পজ্জি। সরীরা সেদা মুচ্চিংসু। সাটকা পীলেত্বা অপনেতব্ববকারপ্পত্তা অহেসুং। সো অজ্জ' এব ময়া নিক্‌খমিত্বা পব্বজিতুং বট্টতীতি কপ্পকস্‌স সতসহস্‌সুট্‌ঠানং গামবরং দত্বা জেট্‌ঠপুত্তং পক্কোসাপেত্বা: তাত, মম সীসে ফলিতং পাতুভূতং। মহল্লকোম্‌হি জাতো।

Tass' evaṃ phalita pātubhāvaṃ āvajjantassa āvajjantassa antoḍāho uppajji. sarirā sedā muccimsu. Sāṭakā pīletvā apanetabbā-kārappattā ahesuṃ. So ajj' eva mayā nikkhamitvā pabbajituṃ vaṭṭatiti kappakassa satasahassuṭṭhānaṃ gāmavaraṃ datvā jeṭṭhaputtaṃ pakkosāpetvā: tāta mama sīse phalitaṃ pātubhutaṃ. mahallakomhi jāto.

—এইরূপে পক্ককেশের আবির্ভাব সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল এবং বস্ত্রাদি পীড়াজনক হওয়ায় অপনয়নযোগ্য হইল। অদ্যই নিষ্ক্রমণ করিয়া আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত—ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষৌরকারকে শত সহস্র আয়যুক্ত সুন্দর গ্রাম দানপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, আমার শিরে পক্ককেশ আবির্ভূত হইয়াছে—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।"

পাতুভাবং>প্রাদুর্ভাবং; ঘোষবর্ণ দ-এর অঘোষত্ব লক্ষণীয়। পৈশাচী প্রাকৃতেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

আবজ্জন্তস্‌স—আ—বৃজ+ণিচ্‌শতৃ ষষ্ঠীর একবচন (শতৃ=অন্ত)।

অন্তোডাহো—অন্তঃ+দাহঃ>অন্তোডাহো। দ-কারের স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন।

মুচ্চিংসু—মুচ্‌+ণিচ্‌ অজ্জতনী প্রথম পুরুষের বহুবচন 'ইংসু'।

পীলেত্বা <পীড়য়িত্বা।

অহেসুং—ভূ+অজ্জতনী প্রথম পুরুষের বহুবচন 'উং'; অজ্জতনীর প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'উং' 'ইংসু'—দুইই হইয়া থাকে।

অজ্জ'এব—অজ্জ (অদ্য)+এব; পালি স্বরসন্ধিতে স্বরের পর স্বর থাকিলে একটি লুপ্ত হইয়াছে।

—বট্টতি<বর্ত্ততে; র-কারের প্রভাবে মূর্দ্ধন্যীভবন। (Resultant cerebralisation)।

উট্‌ঠানং <উত্থান (Income) স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন।

সতসহস্‌স+উট্‌ঠানং—পালি স্বরসন্ধি। পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ। উ-কার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত।

অপনেতব্ব কারপ্পত্তা—অপনেতব্যাকারং প্রাপ্তা। (অপনেতব্যাকার প্রাপ্তা—fit for removal)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অপনেতব্য + কারপাত্র ; কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিতে প-কারের দ্বিত্ব ব্যাখ্যাত হয় না। তাহা ছাড়া 'অপনেতব্য করণের পাত্র'এই অর্থও সঙ্গতিহীন। রাজবেশ পীড়াদায়ক ও ত্যাজ্য —ইহাই রাজার বক্তব্য।

সীসে—শীর্ষে>সিস্‌সে>সীসে।

মহল্লকো -বৃদ্ধ (মহৎ+ল+ক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যায় এই ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু 'ল' প্রত্যয়ের অর্থ এখানে স্পষ্ট নয়)। মহৎ+ লোকঃ=মহল্লোকঃ (Aged man) ; অন্তর্ব্বর্ত্তী 'ও' কার 'অ' কার হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যাও কল্পনা করা যাইতে পারে।

ম্‌হি<অস্মি ; শ্বাসাঘাতের অভাবে আদিস্বর লোপ Aphesis স্মি>ম্‌হি ; সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী নাসিকাবর্ণ আগে আসিয়াছে, উষ্মবর্ণ 'হ' হইয়া বিপর্য্যাসের ফলে পরে গিয়াছে। অথবা, মহল্লকো+অস্মি>মহল্লকো+অম্‌হি ; স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

ভুত্তা খো পন মে মানুসকা কামা। ইদানি দিব্যকামে-পরিয়েসিস্‌সামি। নেক্‌খম্মকালো ময্‌হং। ত্বং ইমং রজ্জং পটিপজ্জ। অহং পন পব্বজ্জিত্বা মখাদেবম্ববনুয্‌যানে বসন্তো সমণধম্মং করিস্‌সামী তি আহ। তং এবং পব্বজিতুকামং অমচ্চা উপসংকমিত্বা —দেব, কিং তুম্‌হাকং পবজ্জাকারণং তি পুচ্ছিংসু। রাজা ফলিতং হত্থেন গহেত্বা অমচ্চানং ইমং গাথাং আহ—

উত্তমঙ্গরুহা ময্‌হং ইমে জাতা বয়োহরা
পাতুভূতা দেবদূতা পবজ্জাসময়ো মমা'তি।

Bhuttā kho pana me mānusakā kāmā. Idāni dibba kāme pariyesissāmi. nekkhammakālo mayhaṃ. Tvaṃ imaṃ rajjaṃ paṭipajja. Ahaṃ pana pabbajjitvā Makhādevamba vanuyyāne vasanto ssmaṇa. dhammaṃ karissāmīti āha. Taṃ evaṃ pabbajitukāmaṃ amaccā upasaṃkamitvā—Deva,

kiṃ tumhākaṃ pabajiākāranan-ti pucchiṃsu. Rājā phalitaṃ hatthena gahetvā amaccānaṃ gāthaṃ āha

Uttamaṅgarubā mayhaṃ ime jātā vayoharā
Pātubhūtā devadūtā pabajjā samayo mamāti.

—"আমি মনুষ্যসুলভ কামনা ভোগ করিয়াছি—এখন দিব্য কামনার সন্ধান করিব। আমার নিষ্ক্রমণকাল উপস্থিত, তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া মখাদেবের আম্রবনে বাসপূর্ব্বক শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করিব। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক সেই রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অমাত্যগণ প্রশ্ন করিলেন – "দেব, আপনার প্রব্রজ্যার কারণ কি?" রাজা পক্ককেশটি হাতে লইয়া অমাত্যদের উদ্দেশ্যে এই গাথা বলিলেন—"মস্তকস্থিত এই কেশ আমার বয়োহরণকারী অর্থাৎ ইহারা আমার জরার সূচনা করিতেছে। ইহারা দেবদূতের মতই আবির্ভূত হইয়াছে—ইহাই আমার প্রব্রজ্যার সময়।"

পরিয়েসিস্সামি—পরি+ইষ্ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের একবচন।

নেক্খম্ম<নৈষ্ক্রম্য (নিষ্ক্রম+ষ্য। এখানে তিনটি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথমত ঐ=এ, কেন না পালিতে ঐ-কার নাই, ঐ-কারের পরিবর্ত্তে হয় 'এ'। দ্বিতীয়ত সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী ষ্ক>ক্‌খ। (উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হয় না, সুতরাং ষ্ক>ক্ক হওয়াই নিয়মসঙ্গত। যেমন—দুষ্করঃ>দুক্করং; নিষ্কর্ম্মঃ>নিক্কম্মো)। তৃতীয়ত—ম্য>ম্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের Text-এ আছে নেক্খম্ম, ব্যাখ্যাপুস্তকে আছে 'নেক্খম" পদের বিশ্লেষণ।

পটিপজ্জ--প্রতি+পদ্ পঞ্চমী (লোট) মধ্যম পুরুষের একবচন। সংস্কৃত রূপ প্রতিপদ্যস্ব – পালিতে 'প্রতিপদ্য'-রূপ ধরিয়া আনুষঙ্গিক পবিবর্ত্তনগুলি করা হইয়াছে ১। প্র>প (শব্দের প্রথমে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বসে না)। ২। তি>টি (মূর্দ্ধণ্যীভবন, পূর্ব্ববর্ত্তী র-ফলার প্রভাবে)। ৩। দ্য>জ্জ (সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী);

মখাদেবম্বুবনুয্যানে – মখাদেব+আম্রবন+উদ্যানে। সাধারণতঃ 'দ্য'>জ্জ; কিন্তু এখানে পরাগত সমীভবনে দ্য>য্য। অথবা, মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে উজ্জান>উয্যান হইতে পারে।

পুচ্ছিংসু—পুচ্ছ (প্রচ্ছ) অজ্জতনী ইংসু (প্রথম পুরুষের বহুবচন)।

মমা'তি—মম+ইতি। পালি স্বরসন্ধির নিয়ম—স্বরের পর স্বর থাকিলে

একটি স্বর লুপ্ত হয়। এখানে পরবর্ত্তী স্বর 'ই'কার লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী স্বরের লোপ হইলে কখনও কখনও পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়—মম=মমা। অন্য উদাহরণ—সাধু+ইতি>সাধু'তি ; দেব+ইতি>দেবা'তি। (পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলেও কখনও কখনও পরবর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয় – তথা+উপমং>তথূপমং)।

সো এবং বত্বা তং দিবসম্ এব রজ্জং পহায় ইসিপব্বজ্জং পব্বজ্জিত্বা 'তস্মিঞ্ঞ্ঞেব মখাদেবম্ববনে বিহরন্তো চতুরাসীতিবসস্ সহস্সানি চত্তারো ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা অপরিহীনজ্ঝানে ঠিতো কালং কত্বা ব্রহ্মলোকে নিব্বত্তিত্বা পুন ততো চুতো মিথিলায়াং যেব নিমি নাম রাজা হুত্বা ওসক্কমানং অত্তনো বংসং ঘটেত্বা তত্থ' এব অম্ববনে পব্বজ্জিত্বা ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা পুন ব্রহ্মলোকূপগো ব অহোসি।

So evaṃ vatvā taṃ divasam eva rajjaṃ pahāya isipabbajjaṃ pabbajjitvā tasmiññeva Makhādevambabane viharanto caturāsīti vassasahassāni cattāro brahmavihāre bhāvetvā aparihīnajjhāne thito kālaṃ katvā brahmaloke nibbattitvā puna tato cuto Mithilāyaṃ yeva Nimi nāma rājā hutvā osakkamānaṃ attano vaṃsaṃ ghaṭetvā tatth' eva ambabane Pabbajitvā brahmavihāre bhāvetvā puna brahmalokūpago va ahosi.

এইরূপ বলিয়া তিনি সেইদিনই রাজ্য ত্যাগ করিয়া ঋষি-সুলভ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সেই মখাদেবের আম্রবনে বিহার করিতে করিতে চুরাশি হাজার বছর চারিটি ব্রহ্মবিহারে অবস্থিত থাকিয়াও, তাঁহার ধ্যান শেষ হইল না। তখন মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তারপর সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া মিথিলায় নিমি নামে রাজা হইয়া নিজের প্রবৃদ্ধ বংশের জন্মগ্রহণ করিলেন ; পুনরায় সেই আম্রবনে প্রব্রজ্যা বাসের পর ব্রহ্মবিহারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ব্রহ্মলোকে গমনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন।

বত্বা—বচ্+ক্ত্বাচ্ (Gerund)।

পহায়—প্র হা+ল্যপ্>প্রহায়>পহায়।

তস্মিঞ্ঞ্ঞেব–তস্মিন্+এব। পালি নিগ্গহীত সন্ধির বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথমত 'ন' স্থানে অনুস্বার। 'এব' শব্দের 'এ' পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে ঞ্ঞ হয়।

চত্তারো ব্রহ্মবিহারে—মৈত্রী (friendship), করুণা (compassion) মুদিতা (peacefulness) ও উপেক্ষা (non-attachment) এই চারিটি অবস্থার সহিত মানসিক সংযোগের নামই ব্রহ্মবিহার।

নিব্বত্তিত্বা—নির্—বৃৎ+ক্তাচ্ (Gerund)—জন্মগ্রহণ করিয়া।

হুত্বা—ভূ+ক্তাচ্ (Gerund)। 'ভূ' স্থানে 'হু' আদেশ।

ওসক্কমানং—অবশাখ্যমান অবশাখ+ক্যচ্+কর্ম্মবাচ্যে শানচ্—নাম ধাতু। সঙ্গত রূপ—ওসকৃখমান'। (শাখা ইব আচরতি—শাখয়তি। 'অব' উপসর্গ। অব=ও।)

যেব—মিলিনায়ং+এব। পালি নিগ্গহীত সিন্ধির নিয়ম এই—'হি' ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বার স্থানে **বিকল্পে** 'ঞ' হয়। যেমন, তং+হি=তঞ্হি। 'এব' পরে থাকিলে যদি অনুস্বার স্থানে ঞ্ হয় তবে, তাহার দ্বিত্ব হইবে। যেমন—তং+ব=তঞ্ঞেব।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 'ঞ' হয় বিকল্পে। যখন 'ঞ' হইবে না তখন অনুস্বারের পরে (অনুস্বারের স্থানে নয়) 'য' আগম হইবে। মিথিলায়ং+এব =মিথিলায়ংযেব।

[তিন]

সুভাসিত

পাঠ্যগ্রন্থে 'ধম্মপদ' হইতে কয়েকটি শ্লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছে—শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে 'সুভাষিত'। পালি রচনায় 'ষ'-এর অবস্থান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক। কিন্তু নূতন নামকরণের কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রথম সংস্করণে 'ধম্মপদ'—এই শিরোনাম মুদ্রিত হইয়াছিল। 'ধম্মপদ' নামে আপত্তি কোথায় বুঝা কঠিন। ধম্মপদ ছাব্বিশটি বর্গে (বগ্গ) বিভক্ত। শ্লোকগুলি বিভিন্ন বর্গ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

১। **অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো**
অবলস্সং ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।

১। Appamatto pamattesu suttesu bahujāgaro
abalassam va sīghasso hitvā yāti sumedhaso

—প্রমত্তগণের মধ্যে নিজে অপ্রমত্ত হইয়া, সুপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া পণ্ডিত—দ্রুতগামী অশ্ব যেরূপ দুর্ব্বল অশ্বকে অতিক্রম করে—সেইরূপ শীঘ্রগামী হন।

সীঘস্সো—শীঘ্রাশ্বঃ>সিগ্ঘস্সো>সীঘস্সো।

(ক) পালিতে শ>স ;

(খ) গ্র>গ্‌ ঘ ; (সমীকরণ) ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে আছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস , পরে একটি ব্যঞ্জন গ) লোপ করিয়া স্বরটিকে আবার দীর্ঘ করা হইয়াছে।

(গ) অ কারের পর বিসর্গ>ও।

২। **দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো**
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

২। Dunniggahassa lahuno yattha kāmanipātino.
Cittassa damatho sādhu cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ

—দুর্নিগ্রহ, লঘু, যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তকে উত্তমরূপে দমন করে। দমিত (সংযত) চিত্ত সুখের কারণ হইয়া থাকে।

লহুনো—সংস্কৃত ইন্‌ ভাগান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত (গুণিনো), এইরূপ ভিক্‌খুনো, মুনিনো।

দমথো—পঞ্চমীর (লোট -Inperative) মধ্যম পুরুষের বহুবচন। লট্‌ মধ্যমপুরুষ দ্বিবচনের বিভক্তি 'অস্‌ এখানে যুক্ত হইয়াছে। দমথঃ>দমথো (Extended from Present dual—Second person)। এইরূপ Extension-এর উদাহরণ পালি ও প্রাকৃতে প্রচুর পাওয়া যায় ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে 'দমথো'—ক্রিয়াপদ রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সেখানে বলা হইয়াছে 'দমথো' পুংলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচনের পদ। 'চিত্তস্‌স দমথো সাধু' এই বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে চিত্তের দমন (Restraint) শুভজনক। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'Comparative Grammar of the middle Indo Aryan' গ্রন্থে লট্‌ মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন 'থস্‌' বিভক্তি যে লোট্‌ মধ্যম পুরুষের বহুবচনে প্রযুক্ত হয়, তাহা স্বীকার করিয়াছেন (পৃঃ ১০৯)। ভিক্ষু শীলভদ্র রচিত ধম্মপদের অনুবাদগ্রন্থে এই অংশের অনুবাদ করা হইয়াছে—"চিত্তের দমন শুভজনক"। এই অনুবাদই হয় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে গৃহীত হইয়াছে,

'চিত্তস্‌স'-কর্ম্মকারকের অর্থে ষষ্ঠী—পালিতে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। পঞ্চমীর অর্থেও ষষ্ঠী হইয়া থাকে—যেমন 'সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স।'

দন্তং>দান্তং>দম্‌+ক্ত>সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে আছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়াছে।

৩। **ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং**
অত্তনো ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ।

৩। na paresaṃ vilomāni na paresaṃ katākataṃ
attano' va avekkheyya katāni akatāni ca

—অপরের ত্রুটি, অপরের কৃত বা অকৃত কর্ম্মের আলোচনা করিও না—নিজের কৃত বা অকৃত কর্ম্মের উপরই দৃষ্টি রাখিবে।

পরেসং <পরেষাং—(ক) ষ>স (খ) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

কতাকতং<কৃতাকৃতং—ঋ>অ।

অত্তনোব—আত্মনঃ এব। ব<এব—আদিস্বর লোপ Aphesis অথবা সন্ধিতে 'এ' লোপ।

অবেক্‌খেয্য—অব-ঈক্ষ সপ্তমী (বিধিলিঙ) প্রথম পুরুষের একবচনে এয্য (Pali Optative)।

৪। **যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহূ**
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।

৪। Yathāpi puppharāsimhā Kayirā mālāguṇe bahhū
evaṃ jātena maccena kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ

—পুষ্পরাশি হইতে যেরূপ বহু মাল্য রচিত হয়, সেইরূপ যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকেও বহুল পরিমাণে মঙ্গল কর্ম্ম করিতে হইবে।

পুপ্‌ফরাসিম্‌হা<পুষ্পরাশিস্মাৎ

(ক) ষ্প<প্‌ ফ (সমীকরণ) (খ) অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ৎ'-এর লোপ (গ) স্মা>ম্‌হা বিপর্য্যাস ও উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণতা। সর্ব্বনাম শব্দের রূপ সাদৃশ্যে গঠিত (Analogy)।

কয়িরা—সংস্কৃত কুর্য্যাৎ (বিধিলিঙ প্রথম পুরুষের একবচন)>* কর্যাৎ <*কর্যা>কয্‌রা—বিপর্য্যাস (Metathesis) স্বরভক্তির (Anaptyxis) ফলে 'ই'।

মচ্চেন<মর্ত্ত্যেন (ক) তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না বলিয়া রেফ লোপ (খ) ত্য>চ্চ (অন্যোন্য সমীকরণ)।

৫। **পুত্তা ম'ত্থি ধনংম'ত্থি ইতি বালো বিহঞ্‌ঞতি**
অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং।

৫। Puttā m'atthi dhanaṃ m'atthi iti bālo bihaññati
atta hi attano natthi kuto putto kuto dhanaṃ

—আমার পুত্র আছে, আমি ধনবান এইরূপ চিন্তা করিয়া মূর্খ বিনষ্ট হয়। আমি নিজেই আমার নিজের নই—পুত্র বা ধনই বা কিসে আপনার হইবে?

ম'ত্থি—মে+অত্থি। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একটি স্বরের লোপ হয়। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইয়াছে।

বিহঞ্ঞতি<বিহন্যতে

(ক) পালিতে ন্য=ঞ্ঞ (ন্য অথবা জ্ঞ—এই দুইটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনেরও এইরূপ রূপান্তর হয়)।

(খ) সংস্কৃতের আত্মনেপদ-পরস্মৈপদের পার্থক্য পালিতে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না।

৬। **সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।**

৬। Selo yathā ekaghano vātena na samīrati
evaṃ nindā pasaṃsāsu na samiñjanti paṇḍitā

—সংহত শৈল যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিচলিত হয় না, পণ্ডিতগণও সেইরূপ নিন্দাপ্রশংসায় বিচলিত হন না।

সেলো<শৈলঃ

(ক) শ>স, (খ) ঐ>এ—পালিতে ঐকার নাই (গ) অ-কারের পর বিসর্গ>ও।

সমীরতি—এখানে কর্ম্মবাচ্যের অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। সম্—ঈর্+লট্ তি।

সমিঞ্জন্তি—*সম্+ইঞ্জ ধাতু (Hypothetical)+লট্ অন্তি।

৭। **যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে
একং চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো।**

৭। Yo sahassaṃ sahassena saṃgāne mānuse jine
ekaṃ ca jeyyamattānaṃ sa ve saṃgāmaj' uttamo

—যিনি সহস্রবার সহস্র মানুষকে সংগ্রামে জয় করিয়াছেন (তাহা অপেক্ষা) যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বিজয়ী।

জিনে—<জিনেৎ (অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ)। পালিতে জি ধাতুর রূপ—জেতি, জিনাতি। সংস্কৃতের আদর্শে বিধিলিঙ্-এর রূপ জিনেৎ। Pali optative জেয্য।

জেয্যং—সংস্কৃত জেয়ং (জেতব্য)>জেয্যং Doubling of Consonant due to accent, অর্থ দাঁড়াইবে—যিনি জেতব্য আপনাকে জয় করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে "Read জেয্য" (জেয্যং নহে)—জি+এয্য Optative Third Person Singular. এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে—যিনি নিজেকে জয় করিবেন।

সংগামজুত্তমো—সংগ্রামজিৎ+উত্তমো (ক) অন্ত্যব্যঞ্জন 'ত্'-এর লোপ (খ) সংগামজি+উত্তমো। স্বরসন্ধি—পূর্ব্বস্বরের লোপ। পরবর্ত্তী স্বর জু-কারের সঙ্গে যুক্ত।

স বে—'বে' পাদপূরণের অব্যয়। সে-ই।

৮। **সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো**
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ঘাতয়ে।

৮। Sabbe tasanti daṇdassa sabbe bhāyanti maccuno
attānaṃ upamaṃ katvā na haneyya na ghātaye

—সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়—সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। সকলকে আত্মোপম জ্ঞান করিয়া প্রাণের হানি করিও না—আঘাতও করিও না।

দণ্ডস্স—দণ্ডস্য। অপাদান কারকে পঞ্চমীর স্থানে ষষ্ঠী।

ভায়ন্তি—বৈদিক রূপ 'ভয়তে' সংস্কৃত রূপ 'বিভেতি'।

হনেয্য—হন+সপ্তমী (Optative) প্রথম পুরুষের একবচন।

ঘাতয়ে—ঘাতয়েৎ (হন+ণিচ্ বিধিলিঙ্ প্রথম পুরুষের একবচন)। অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ।

৯। **সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং**
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

৯। Sabbe tasanti daṇdassa sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ
attānaṃ upamaṃ katvā na haneyya na ghātaye

—সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়—জীবন সকলেরই প্রিয়। সকলকে আত্মোপম জ্ঞান করিয়া প্রাণের হানি করিও না বা আঘাত করিও না।

১০। **পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্‌সিতং**
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্‌স নত্থি ধুবং ঠিতি।

১০। Passa cittakataṃ bimbaṃ arukāyaṃ samussitaṃ
āturaṃ bahusaṅkappaṃ yassa natthi dhuvaṃ ṭhiti

—এই বিচিত্রিত, ক্ষতসঙ্কুল, সমুন্নত, ব্যাধিপীড়িত এবং বহু কামনাযুক্ত এই দেহবিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—যাহার কোন ধ্রুব স্থিতি নাই।

চিত্তকতং < চিত্রকৃতং ; ঋ = অ।

ধুবং < ধ্রুবং—শব্দের প্রথমে সাধারণতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া র ফলার লোপ।

অরুকায়ং—অরুষ্‌ + কায়ং। ছিদ্রযুক্ত কায়া।

সমুস্‌সিতং—সমুচ্ছ্রিতং। যাহা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

ঠিতি < স্থিতি (ক) শব্দের আদিতে সাধারণতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া স্‌ লুপ্ত (খ) থিতি > ঠিতি (স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন)।

১১। **অপ্পস্‌সুতা'য়ং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীবতি**
মংসানি তস্‌স বড্‌ঢন্তি পঞ্‌ঞা তস্‌স ন বড্‌ঢতি।

১১। Appassutā'yaṃ puriso balivaddo va jīvati
maṃsāni tassa vaddhanti paññā tassa na vaddhati

—স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি বলীবর্দ্দের ন্যায় জীবন ধারণ করে। তাহার মাংস বর্দ্ধিত হয়, প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হয় না।

অপ্পস্‌সুতা'য়ং—অপ্পস্‌সুতো + অয়ং। পালি স্বরসন্ধির নিয়ম এই যে, স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একটি স্বরের লোপ হয়। পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। এখানে পূর্ব্ব স্বর ও-কার লুপ্ত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী স্বর অ-কার দীর্ঘ হইয়াছে। (মনে রাখিতে হইবে পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলেও পূর্ব্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়—যেমন সাধু + ইতি = সাধূতি ; দেব + ইতি = দেবাতি)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে এই সন্ধিকে বলা হইয়াছে "Contraction f vowels into আ"—এই ব্যাখ্যা পালি ব্যাকরণ-বিরোধী এবং অর্থহীন।

বড্‌ঢন্তি < বর্দ্ধন্তে—মূর্দ্ধন্যীভবন (রেফের প্রভাব, এইজন্য Resultant rebralisation)।

পঞ্ঞা<প্রজ্ঞা (ক) শব্দের আদিতে সাধারণতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না, তাই র-ফলার লোপ। (খ) জ্ঞ>ঞ্ঞ।

১২। **অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং**
জিণ্ণ কোঞ্চা'ব ঝায়ন্তি খীণ মচ্ছে'ব পল্ললে।

১২। Acaritvā brahmacariyaṃ aladdhā yobbane dhanaṃ
jiṇṇa koñca'va jhāyanti khīṇa macche'va Pallale

—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিয়া, যৌবনে ধন উপার্জ্জন না করিয়া, মনুষ্য মৎস্যহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় বৃথাই ধ্যান করে (অর্থাৎ চিন্তা করে)।

যোব্বনে<যৌবনে (ক) পালিতে ঔ>ও (খ) শ্বাসাঘাতের জন্য ব-কারের দ্বিত্ব।

জিণ্ণ কোঞ্চা'ব—জিন্নকোঞ্চ + ইব (জীর্ণক্রৌঞ্চঃ ইব)

স্বরসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী পরবর্ত্তী স্বরের লোপ হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হইয়াছে।

ঝায়ন্তি<ধ্যায়ন্তি—ধ্য>জ্ঝ>ঝ।

১৩। **অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া**
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।

১৫। Attā hī attano nātho ko hi nātho paro siyā
attanā'va sudantena nāthaṃ labhati dullavaṃ

—আপনিই আপনার আশ্রয় (শরণ), অন্য কে আর আশ্রয় হইবে? আপনাকে সুসংযত করিলে দুর্লভ শরণ লাভ হয়।

সিয়া<স্যাৎ (ক) অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ (খ) স্বরভক্তি ই-কারের আগম স্যা>সিয়া।

অত্তনা'ব—অত্তনা (আত্মনা)+এর পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

১৪। **উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে**
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

১৪। Uttiṭṭhe napamajjeyya dhammaṃ sucaritaṃ care
dhammacārī sukhaṃ seti asmiṃ loke paramhi ca

—উত্থানশীল হও, প্রমত্ত হইও না, সুচরিত ধর্ম্ম পালন কর। ধর্ম্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে বাস করেন।

উট্ঠিট্ঠে>উত্তিষ্ঠেৎ (ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ। (খ) ষ্ঠ>ট্‌ঠ (সমীকরণ)।

নপ্পমজ্জেয্য –(ন প্রমাদ্যেত) ন+প্র+মদ্‌-সপ্তমী (বিধিলিঙ) প্রথম পুরুষের একবচনে এয্য। ‘ন’ কারের পরে ‘প্র’ এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ হইয়াছে, সুতরাং ‘ন’ এখানে উপবর্গের ন্যায় ব্যবহৃত।

চরে>চরেৎ—অন্তব্যঞ্জন লোপ। **সেতি**<শেতে।

পরম্‌হি—পরস্মিন্‌। (ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ। (খ) স্মি>ম্‌হি (বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা)।

১৫। **ন কহাপণ বস্‌সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি**
অপ্পস্‌সাদা দুক্‌খা কামা ইতি বিঞ্‌ঞায় পণ্ডিতো।

১৫। Na kahāpaṇa ṽassena titti kāmesu vijjati
appassādā dukkhā kāmā iti viññāya paṇḍito

—সুবর্ণ মুদ্রার বর্ষণেও কামনার তৃপ্তি হয় না। কামনা অল্পস্বাদ ও দুঃখজনক --ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি পণ্ডিত।

কহাপণ--কার্ষাপণ>কস্‌সাপণ>কহাপণ, বাংলার কাহণ শব্দের উৎপত্তি ‘কহাপণ’ হইতে। ইরাণীয় বস্তুমানবাচক ‘কর্শ’ শব্দ হইতে গৃহীত সংস্কৃত “কার্ষাপণ” শব্দ মুদ্রাবিশেষ বুঝাইত।

বিঞ্‌ঞায়<বিজ্ঞায়, জ্ঞ=ঞ্‌ঞ। **তিত্তি**<তৃপ্তি।

১৬। **জয়ং বেরং পসবতি দুক্‌খং সেতি পরাজিতো**
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং।

১৬। Jayaṃ veraṃ pasavati dukkhaṃ seti parājito
upasanto sukhaṃ seti hitvā jayaparājayaṃ

—জয় শত্রুতা সৃষ্টি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে। যিনি শান্তচিত্ত তিনি জয় ও পরাজয় ত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করেন।

জয়ং—কর্তৃকারকের পদ; সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ; এখানে ক্লীবলিঙ্গ পদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। **বেরম**<বৈরম্‌। **উপসন্তো**>উপশান্তঃ—যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ত্তী স্বর হ্রস্ব হইয়াছে।

১৭। **আরোগ্‌গপরমা লাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং**
বিস্‌সাসপরমা ঞাতি নিব্বাণং পরমং সুখং।

১৭। Aroggaparamā lābhā santuṭṭhi paramaṃ dhanaṃ
bissāsaparamā ñāti nibbāṇaṃ paramaṃ sukhaṃ

—আরোগ্য শ্রেষ্ঠ লাভ, সন্তোষ শ্রেষ্ঠ ধন, বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি,[২] নির্ব্বাণ শ্রেষ্ঠ সুখ।

সন্তুট্ঠী—ব্যঞ্জন 'প' পরে থাকায় পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা।

ঞাতি<জ্ঞাতি ; জ্ঞ>ঞ্ঞ>ঞ (শব্দের আদিস্থিত বলিয়া)।

১৮। **মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং**
পিয়ানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং।

১৮। Mā piyehi samāgañchi appiyehi kudacanaṃ
piyānaṃ adassanaṃ dukkhaṃ appiyānañca dassanaṃ

—প্রিয় এবং অপ্রিয়—উভয়েরই সংসর্গ ত্যাগ করিবে। প্রিয়ের অদর্শন দুঃখ, অপ্রিয়ের দর্শন দুঃখ।

সমাগঞ্ছি—এখানে 'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগে লুঙ্ (মাঙি লুঙ্) অর্থাৎ অজ্ঞতনীর প্রয়োগ হইয়াছে। সম্—আ—গম্+ই অজ্ঞতনী মধ্যম পুরুষের একবচন। 'ঞ' বিষমীভবনের উদাহরণ। ব্যাকরণসম্মত রূপ—সমাগচ্ছি। মূল ধম্মপদের কোন কোন সংস্করণে 'সমাগচ্ছি' পাঠ-ই রক্ষিত আছে।

কুদাচনং—'কুদা' শব্দে 'কু' প্রাতিপদিক—'কুত্র' 'কুহ'—প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে। অনুস্বার—অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের একবচনের রূপের সাদৃশ্যে।

১৯। **অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে**
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং।

১৯। Akkodhena jine kodhaṃ asādhuṃ sādhunā jine
Jine kadariyaṃ dānena saccena alīkavādinaṃ

—ক্রোধহীনতা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; দানের দ্বারা জয় করিবে কৃপণকে, সত্যের দ্বারা জয় করিবে মিথ্যাবাদীকে।

জিনে<জিনেৎ। অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

২। ভিক্ষু শীলভদ্র কৃত ধম্মপদের অনুবাদে আছে "বিশ্বস্ত মিত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি।" —কিন্তু মূলে 'মিত্রের' উল্লেখ নাই।

কদরিয়ং<কদর্যং। স্বরভক্তি ই-কারের আগম (Anaptyxis), কদর্য্য শব্দের অর্থ বর্ত্তমানে 'কুৎসিত' হইয়াছে। প্রাচীন অর্থ 'কৃপণ'।

২০। **ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসতি**
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো'তি পবুচ্চতি

১০। Na tena pandito hoti yavatā bahu bhāsati
khemī averī abhayo pandito ti pavuccati

—বহু ভাষণ করিলেই (অর্থাৎ বাচালতা দ্বারা) কেহ পণ্ডিত হয় না। যিনি সহিষ্ণু এবং শত্রুতা ও ভয় হইতে মুক্ত তিনিই পণ্ডিত।

হোতি -পালিতে 'ভূ' ধাতুর অপর একটি রূপ 'হু'—সেই ক্ষেত্রে ইহার বর্ত্তমান কালে ক্রিয়ারূপ হইবে হোন্তি, হোতি, হোসি, হোথ, হোমি, হোম। অন্যত্র ভবতি, ভবন্তি—এই রূপও হইবে।

খেমী<ক্ষেমী, শব্দের আদিতে ক্ষ>খ। ক্ষেম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আছে যাহার।

অবেরী<অবৈরী—পালিতে ঐ>এ।

পবুচ্চতি—প প্র +বাচ্ লট কর্ম্মবাচ্যে, পণ্ডিতো+ইতি>**পণ্ডিতো'তি** —স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

২১। **দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো ব পব্বতো**
অসন্তেত্থ ন দিস্সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা।

২১। Dūre santo pakāsenti himavanto'va pabbato
asant'ettha na dissanti rattikhittā yathā sarā

—তুষারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় সাধুগণ দূর হইতেই প্রকাশিত হন। অসাধুগণ রাত্রিকালে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্ট হয় না।

হিমবন্তো ব -হিমবন্তো+ইব। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

অসন্তেত্থ অসন্তো+এত্থ। স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ, পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ববর্ত্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত।

রত্তিখিত্তা—রাত্রিক্ষিপ্তা (Cast at night) রাত্রি>রত্তি, ক্ষিপ্তা>খিত্তা।

২২। **সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা**
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।

২২। Sukhā matteyyatā loke athò petteyyatā sukhā
sukhā sāmaññatā loke atho brahmaññatā sukhā

--সংসারে মাতা ও পিতার প্রতি আনুগত্য সুখকর—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আনুগত্যও সুখাবহ।

মত্তেয্যতা, পেত্তেয্যতা, সামঞ্ঞতা, ব্রহ্মঞ্ঞতা—এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণবিধি সম্মত নহে। ইহাদের উৎস সম্পর্কে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে --

* মাত্রেয়তা > মত্তেয্যতা
* পৈত্রেয়তা > পেত্তেয্যতা
* শ্রামণ্যতা > সামঞ্ঞতা।
* ব্রহ্মণ্যতা > ব্রহ্মঞ্ঞতা।

প্রতি ক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতের ফলে য কারের দ্বিত্ব হইয়াছে।

**২৩। চক্খুনা সংবরো সাধু সাধু সোতেন সংবরো
ঘাণেন সংবরো সাধু সাধু জিব্হায় সংবরো।**

২৩। Cakkhunā saṃvaro sādhu sādhu sotena saṃvaro
ghāṇena saṃvaro sādhu sādhu jivhāya saṃvaro

—চক্ষুর সংযম মঙ্গল, কর্ণের সংযম মঙ্গল ; নাসিকার সংযম মঙ্গল, জিহ্বার সংযম মঙ্গল।

সোতেন < শ্রোত্রেণ।

জিব্হায় < তৃতীয়ার একবচন। (জিহ্বা = জিব্হা—metathesis)।

**২৪। কায়েন সংবরো সাধু সাধু বাচায় সংবরো
মনসা সংবরো সাধু সাধু সব্বত্থ সংবরো।**

২৪। Kāyena saṃvaro sādhu sādhu vācāya saṃvaro
manasā saṃvaro sādhu sādhu sabbattha saṃvaro

—কায়সংযম মঙ্গল, বাক্সংযম মঙ্গল, চিত্তসংযম মঙ্গল, সর্ব্ব বিষয়েই সংযম মঙ্গল।

বাচায়—স্ত্রীলিঙ্গ 'বাচা' শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

**২৫। যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।**

২৫। Yassa kāyena vācāya manasā natthi dukkataṃ
saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi tam ahaṃ brumi brahmaṇaṃ

যাঁহার কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা কৃত পাপ নাই—যিনি এই তিনটি স্থানে সংযত, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

দুক্কতং <দুষ্কৃতং। (ক) ঋ > অ (খ) 'ষ্ক'-এর সমীকরণে উপসর্গ পূর্ব্বে আছে বলিয়া 'ক' এর মহাপ্রাণতা হয় নাই—কেবল 'ক'-এর সঙ্গে ষ-কারের সমীকরণ হইয়াছে।

সংবুতং <সংবৃতং—ঋ > উ।

তীহি<ত্রীভিঃ। (ক) শব্দের আদিতে ত্রী=তী (খ) ভ=হ্ (গ) বিসর্গ লোপ। অ-কারের পর বিসর্গ ও-কার হয়—অন্য স্বরের পর থাকিলে লুপ্ত হয়। পালি-প্রাকৃতে বিসর্গ নাই।

ব্রূমি—ব্রবীমি, ব্রূবঃ (দ্বিবচন), ব্রূমঃ (বহুবচন)—এই ক্রিয়ারূপের সাদৃশ্যে—'ব্রূমি'।

২৬। ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চং চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

২৬। Na jaṭāhi na gottehi na jaccā hoti brāhmaṇo
yamhi saccaṃ ca dhammo ca so suci so ca brāhmaṇo

—জটা, গোত্র অথবা জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যাহাতে সত্য ও ধর্ম্ম বিরাজিত তিনিই শুচি এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

জচ্চা < জাত্যা। (ক) ত্য=চ্চ (সমীকরণ) (খ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বস্বর হ্রস্ব।

যম্হি<যস্মিন্। (ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ন্' এর লোপ (খ) স্মি>ম্হি।

সুচী<শুচিঃ (ক) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ লোপ (খ) ছন্দের অনুরোধে স্বরের দীর্ঘতা।

২৭। **ধম্মং চরে সুচরিতং**
ন তং দুচ্চরিতং চরে
ধম্মচারী সুখং সেতি
অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

২৭। Dhammaṃ care sucaritaṃ
na taṃ duccaritaṃ care
dhammacārī sukhaṃ seti
asmiṃ loke paramhi ca

—সুচরিত ধর্ম্মের সেবা করিবে, পাপধর্ম্মের সেবা করিও না। ধর্ম্মচারী ইহ-লোকে ও পরলোকে সুখে অবস্থান করেন।

দুচ্চরিতং—দুঃ+চরিতং।

বিসর্গের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয় এবং সেই স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। অন্যান্য উদাহরণ—পুনঃ পুনঃ> পুনপ্পুনো, দুঃখং> দুক্খং।

চরে<চরেৎ—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

অস্মিং—অস্মিন্। (ক) পদান্ত ব্যঞ্জন লোপ (খ) লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে অনুস্বার (Compensatory Nasalisation)। পালিতে অনুস্বার ব্যতীত অন্য কোন ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দের অন্তে থাকিতে পারে না।

পরম্হি—পরস্মিন্। (ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ (খ) স্মি>ম্হি বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা।

মনে রাখিতে হইবে পালিতে স্ম, শ্ম, ষ্ম—এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলির সর্বত্র সমীকরণ হয় না—অর্থাৎ 'ম্হ' হয় না। 'অস্মিন্' এই পদে 'ম্হ' হয় নাই।

২৮। যথা বুব্বুলকং পস্সে
যথা পস্সে মরীচিকং
এবং লোকং অবেক্খন্তং
মচ্চুরাজা ন পস্সতি।

২৮। Yathā bubbulakaṃ passe
yathā passe marīcikaṃ
evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ
maccurājā na passati

—যেমন লোকে বুদ্বুদ দেখে: যেমন দেখে মরীচিকা, যে এই জগৎকে সেইরূপ দেখে তাহাকে মৃত্যুরাজ (যম) দেখেন না।

বুব্বুলকং—বুদ্বুদকং (বুদ্বুদ+স্বার্থে ক)।

দ-কারের ল-কারে পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যা করা কঠিন—কিন্তু এই পরিবর্ত্তন পালি প্রাকৃতে হইয়াছে দেখা যায়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পরিবর্ত্তনের সম্ভাব্য স্তরগুলি নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—d (দ) > ḍ (ড—মূর্দ্ধণ্যীভবন) > ḷ (মূর্দ্ধণ্য ল) > l (দন্ত্য ল) > r (র)। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন 'ল' পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। তুলনীয়: ভদ্র > ভল্ল > ভাল। পঞ্চদশ > পণ্ণডহ > পণ্ণরহ > পনের। কিন্তু ষট্‌দশ > ষোড়শ > ষোলহ > ষোল। এখানে পরিবর্ত্তন 'র' পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।

২৯। এথ পস্‌সথিমং লোকং
চিত্তং রাজরথূপমং
যত্থ বালা বিসীদন্তি
নত্থি সঙ্গো বিজানতং।

২৯। Etha passath'imaṃ lokaṃ
cittaṃ rajarathūpamaṃ
Yattha bāla visīdanti
natthi saṅgo vijānataṃ

—এস, বিচিত্র রাজরথতুল্য এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মূর্খ ব্যক্তিগণ এই স্থানে বিষাদগ্রস্ত হয়—জ্ঞানী ব্যক্তিদের কোন আকর্ষণ নাই।

পস্‌সথিমং—পস্‌সথ + ইমং।

স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ। পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ব ব্যঞ্জনে যুক্ত

রাজরথূপমং—রাজরথ + উপমং।

স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ ও পরবর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা।

বিজানতং < বিজানতাং—ষষ্ঠীর বহুবচন।

৩০। যস্‌স পাপং কতং কম্মং
কুসলেন পিথীয়তি
সো ইমং লোকং পভাসেতি
অব্‌ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।

৩০। Yassa pāpaṃ kataṃ kammaṃ
kusalena pithīyati
so imaṃ lokaṃ pabhāseti
abbhā mutto'va candimā

—যাহার কৃত পাপকর্ম্ম কুশল কর্ম্মের দ্বারা আবরিত হয় সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবীকে প্রভাসিত করে।

পিথীয়তি--অপি—ধা লট্ কর্ম্মবাচ্যে > পিধীয়তে। (অপি ও অব উপসর্গের অ লোপ সংস্কৃত ব্যাকরণে বিহিত)। পিধীয়তে > পিথীয়তি (ধী > থী—ঘোষবর্ণের অঘোষত্ব পৈশাচী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য।) পালিতেও কোথাও কোথাও এইরূপ অঘোষীভবন দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে বলা হইয়াছে—'ধী' has become 'থী' by the influence of the root 'স্থা'। এই ব্যাখ্যা **কষ্টকল্পিত**।

পালি-প্রাকৃতে আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ বিধানের পার্থক্য রক্ষিত হয় না বলিয়া কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়াপদে পরস্মৈপদী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

সো ইমং—কোন কোন 'ধম্মপদ' গ্রন্থে 'সোমং' পদটি দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দানুরোধে তা-ই হওয়া সঙ্গত। 'সোমং' পদে সন্ধি করা হইয়াছে। সন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইয়াছে।

পভাসেতি < প্রভাসয়তি। (ক) শব্দের আদিতে প্র > প, (খ) পালিতে অয় > এ।

চন্দিমা < চন্দ্রমাঃ। (ক) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ লোপ, (খ) পালি-প্রাকৃতে তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না বলিয়া র-ফলার লোপ, (গ) ন্দ > ন্দি—ইমন্ ভাগান্ত শব্দের প্রভাবে। তুলনীয়ঃ

লঘিমন্--লঘিমা।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন, পালিতে "The vowel sequence a a a is often modified to a i a." (Comparative Grammar of Middle Indo Aryan, পৃঃ ১৪)। অন্যান্য উদাহরণ—চরম > চরিম; পরম > পরিম। **পূর্ব > পুরিম**।

৩১। অন্ধভূতো অয়ং লোকো
তনুকেত্থ বিপস্সতি
সকুন্তো জালমুত্তো'ব
অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি

৩১। Andhabhūto ayaṃ loko
tanukettha vipassati
sakunto jāla mutto'va
appo saggāya gacchati.

—এই জগৎ অন্ধ হইয়াছে, এখানে অল্পসংখ্যক লোকই দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। জালে আবদ্ধ হইলে যেমন অল্পসংখ্যক বিহঙ্গ মুক্তি পায়, সেইরূপ অল্প সংখ্যক লোকই স্বর্গে গমন করে।

তনুকো—তনু+স্বার্থে ক, অত্যন্ত অল্পসংখ্যক।

তনুকেত্থ—তনুকো+এত্থ—স্বরসন্ধিতে পূর্ব্বস্বরের লোপ।

জালমুত্তো'ব—জালমুত্তো+ইব—স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। মুক্তঃ<মুত্তো!

৩২। একং ধর্ম্মং অতীতস্স
মুসাবাদিসস্ জন্তুনো
বিতিন্ন-পরলোকস্স
নত্থি পাপং অকারিয়ং।

৩২। Ekaṃ dhammaṃ atītassa
musāvādissa jantuno
vitiṇṇa-paralokassa
natthi pāpaṃ akāriyaṃ.

—যে জীব ধর্ম্মবিধি অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ লঙ্ঘন করিয়া) মিথ্যাভাষী হয় এবং পরোলোকের চিন্তা করে না—তাহার অকরণীয় পাপ কিছুই নাই।

মুসাবাদিস্স—মৃষাবাদিনঃ, অ-কারান্তশব্দের মত রূপ—(a-Declension)

অকারিয়ং—অকার্য্যং। স্বরভক্তি 'ই'

৩৩। ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো
তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ।

৩৩। Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti
bāla have nappasaṃsanti dānaṃ
dhīro ca dānaṃ anumodamāno
teneva so hoti sukhī parattha.

—কৃপণ ব্যক্তিগণ দেবলোকে গমন করে না—নির্ব্বোধ ব্যক্তি কিন্তু দানের প্রশংসা করে না। ধীর ব্যক্তি (জ্ঞানী) দানে আনন্দ লাভ করিয়া পরলোকে সুখী হন।

বে<বৈ ; সংস্কৃত অব্যয় পদ (পালিতে ঐ>এ)।

হবে<হ বৈ ; সংস্কৃত অব্যয় পদ। উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পরত্থ<পরত্র (পরলোক)।

৩৪। **পথব্যা একরজ্জেন সগ্‌গস্‌স গমনেন বা**
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং।

৩৪। Pathavyā ekarajjena saggassa gamanena vā
sabbalokādhipaccena sotāpatti phalaṃ varaṃ.

—পৃথিবীর রাজত্ব, স্বর্গে গমন এবং সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য অপেক্ষা 'স্রোতাপত্তি'ফল শ্রেষ্ঠ।

সব্বলোকাধিপচ্চেন<সর্ব্বলোকাধিপত্যেন।

সোতাপত্তিফলং—স্রোতাপত্তিফলং ; স্রোতের সহিত যুক্ত হওয়ার ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে আছে—

"The fruit of the state of coming to the Stream (of true religion)." বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাধনায় সোতাপত্তি, সকদাগমিক, অনাগমিক ও অর্হা এই চারিটি সাধনাস্তর আছে।

[চার]

মিলিন্দ পন্‌হো

[বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসংগ্রহে (Middle Indo Aryan Reader) 'মিলিন্দ পঞ্‌হ' মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দটি 'মিলিন্দ প্রশ্নঃ'—সুতরাং সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'প্রশ্নঃ' হইবে 'পন্‌হো'—নাসিক্য বর্ণ 'ন' আগে আসিবে, উষ্মবর্ণ 'শ' 'হ' হইয়া পরে যাইবে। প্র>প ; অ-কার পরবর্ত্তী বিসর্গ>ও। এখানে 'ন'-কারের 'ঞ' তে পরিবর্ত্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অবশ্য পালি

নিগ্‌গহীত সন্ধির একটি নিয়ম এই যে 'হ' বা 'হি' পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বার স্থানে বিকল্পে 'ঞ' হয়—কিন্তু এখানে অনুস্বার নাই বলিয়া এই নিয়ম প্রযোজ্য হইতে পারে না।

রাজা আহ; ভন্তে নাগসেন, কেন কারণেন মনুস্‌সা ন সব্বে সমকা অঞ্‌ঞে অপ্পায়ুকা অঞ্‌ঞে দীঘায়ুকা, অঞ্‌ঞে বব্‌হাবাধা (বব্‌হালাভা), অঞ্‌ঞে অপ্পাবাধা, অঞ্‌ঞে দুব্বণ্ণা, অঞ্‌ঞে বণ্ণবন্তো, অঞ্‌ঞে অপ্পেসক্‌খা, অঞ্‌ঞে মহেসক্‌খা, অঞ্‌ঞে অপ্পভোগা, অঞ্‌ঞে মহাভোগা, অঞ্‌ঞে নীচকুলিনা, অঞ্‌ঞে মহাকুলিনা, অঞ্‌ঞে দুপ্‌পঞ্‌ঞা, অঞ্‌ঞে পঞ্‌ঞাবন্তো তি।

১। Rājā āha : Bhante Nāgasena, kena kāranena manussā na sabbe samakā? aññe appāyukā aññe dīghāyukī, aññe bahvābadhā aññe appābādhā anne dubbaṇṇa, aññe vannavanto, aññe appesakkhā; aññe mahesakkhā; aññe appabhogā, aññe mahābhogā, aññe nīcakulinā, aññe mahākulinā, aññe duppañña aññe paññavanto ti.

থেরো আহ: কিস্‌স পন মহারাজ রুক্‌খা ন সব্বে সমকা, অঞ্‌ঞে অম্বিলা, অঞ্‌ঞে লবনা, অঞ্‌ঞে তিত্তকা, অঞ্‌ঞে কটুকা, অঞ্‌ঞে কসাবা, অঞ্‌ঞে মধুরা তি।

Thero āha : Kissa pana mahārajā rukkhā na sabbe samakā? aññe ambilā, aññe lavanā, aññe tittakā, aññe katuka; aññe kasāvā, aññe madhurā ti.

মঞ্ঞামি ভন্তে বীজানং নানাকারনেনা তি।

Maññāmi bhante bijānaṃ nānākāranenā ti.

রাজা বলিলেন—ভদ্র নাগসেন, কি কারণে সকল মানুষ সমান নহে? কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ বহু ব্যাধিগ্রস্ত, কেহ অল্প ব্যাধিগ্রস্ত, কেহ কুৎসিত, কেহ সুন্দর, কেহ নগণ্য, কেহ বিখ্যাত, কেহ অল্পভোগী, কেহ মহাভোগী, কেহ নীচ বংশজাত, কেহ মহাকুলীন, কেহ মূর্খ, কেহ বা বিদ্বান্?

স্থবির বলিলেন—মহারাজ, সমস্ত বৃক্ষ এক প্রকার নহে কেন?—কোনটি

অম্ল, কোনটি লবণাক্ত, কোনটি তিক্ত, কোনটি কটু আবার কোনটি কষায়, কোনটি বা মধুর ?

হে ভদ্র, আমার মনে হয় বীজের বিভিন্নতার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

ভন্তে—ভদন্ত। সম্বোধনে। ভবৎ শব্দের বহুবচনে 'ভবন্ত'—সম্ভবতঃ উহা হইতেই শব্দটির উৎপত্তি।

বহ্বাবাধা—বহ্বী আবাধা (পীড়া) যেষাং, (বহুব্রীহি); "আলাভো" শব্দও গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী 'অপ্পাবাধা' শব্দের সঙ্গে উহার সঙ্গতি নাই।

অপ্পেসক্খা<অল্পে শাখ্যাঃ (শাখ্যঃ—শাখাসম্পর্কীয়—শাখা+য)

Insignificant.

দুপ্পঞ্‌ঞা<দুষ্প্রজ্ঞা

(ক) তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ থাকে না বলিয়া র-ফলার লোপ।

(খ) ষ্প>প্প—উপসর্গ থাকিলে স্পর্শ বর্ণের মহাপ্রাণতা হয় না।

(গ) জ্ঞ>ঞ্‌ঞ।

কিস্‌স—* কি+ষষ্ঠীর একবচন। প্রাচীন বাঙ্‌লায় কীস; আধুনিক বাঙ্‌লায় 'কিসে'।

রুক্খা<বৃক্ষাঃ; ঋ>রু;

বৃক্ষাঃ>*রুক্খা>রুক্খা। প্রাচীন বাঙ্‌লা—'রুখ'—রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ'।

অম্বিলা—অম্ল>*অম্ব->অম্বিল- (স্বরভক্তি ই) বাঙ্‌লা—অম্বল।

কসাবা—কষায়->কসাঅ->কসাব- (বশ্রুতি)।

নানাকারণেনা তি—নানাকারণেন+ইতি;

স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। পরবর্ত্তী স্বরের লোপে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা।

এবং এব খো মহারাজ কম্মানং নানাকারণেন মনুস্‌সা ন সব্বে সমকা……ভাসিতম্‌-পেতং মহারাজ ভগবতাঃ কম্মস্‌সকা মানব সত্তা কম্মদায়াদা কম্মযোনী কম্মবন্ধূ কম্মপটিসরণা। কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীনপ্পণিততায়া তি।

কল্লো সি ভন্তে নাগসেনা তি।

Evaṃ eva kho mahārāja kammānaṃ nānākāraṇena manussā na sabbe samakā ·····bhāsitaṃ-petaṃ mahārāja Bhagabatā :

Kammassakā mānava sattā kammadāyācā kammayonī kammabandhū kammapaṭisaraṇā kammaṃ satte vibhajati yadidaṃ hīnappaṇitatāyā ti. Kallo si bhante Nāgasenā ti.

—মহারাজ, এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মহেতু সকল মানুষ একপ্রকার নহে···মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ এই কথাই বলিয়াছেন—কর্ম্ম মানুষের নিজস্ব, তাহারা কর্ম্মফলের উত্তরাধিকারী। কর্ম্ম হইতেই তাহাদের উৎপত্তি, কর্ম্মই তাহাদের বন্ধন হেতু, কর্ম্মই আশ্রয়। কর্ম্মই তাহাদিগকে উচ্চ ও নীচ—এইরূপে বিভক্ত করিয়াছে।

ভদ্র নাগসেন, আপনি জ্ঞানী।

ভাসিতম পেতং—ভাসিতমপি+এতং ; স্বরসন্ধিতে পূর্ব্বস্বরের লোপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়াছে—

Bhāsitam-p'-etam না হইয়া Bhāsitama-p'-etam হইবে।

কম্মস্সকা<কর্ম্মস্বকাঃ—কর্ম্মই যাহাদের নিজস্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে অর্থ করা হইয়াছে—Bound by one's own actions ; এই অর্থ অসঙ্গত। কম্মবন্ধূ—শব্দটিরও অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'Bound by Karma'—তবে এই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

কম্মদায়াদা—দায়াদ—উত্তরাধিকারী, ধনভাগী। মানুষ কর্ম্মের ফলভোগ করে বলিয়া কর্ম্মের উত্তরাধিকারী—'Successors to Karma'.

কম্মযোনী—যোনি—উৎপত্তিস্থান। মানুষ কর্ম্মানুযায়ী জন্মগ্রহণ করে বলিয়া কর্ম্ম মানুষের উৎপত্তির কারণ। 'Originating from Karma'.

কম্মবন্ধূ—বন্ধু from Sanskrit root বন্ধ্ 'to bind,' অর্থ—কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ ; 'Bound by actions'.

কম্মযোনী (কর্ম্মযোনি) এবং কর্ম্মবন্ধূ (কর্ম্মবন্ধু)—এই দুইটি শব্দের অন্ত্য স্বরের দীর্ঘতা লক্ষণীয়। পালি সন্ধির একটি নিয়ম রহিয়াছে—সুখোচ্চারণ ও ছন্দোরক্ষার জন্য ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। উদাহরণ—

'এবং গামে **মুনীচরে**' (মুনি+চরেৎ)।

'কামতো **জায়তী (জায়তি) সোকো** কামতো **জায়তী (জায়তি) ভয়ং'**

হীনপ্পণিতভায়<হীনপ্রণীততয়া শব্দ—আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার একবচন ; লতা<লতায়)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে পণীত 'পণিত' মুদ্রিত হইয়াছে।

কল্লোসি—কল্লো+অসি। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। কল্যঃ<কল্লো।

রাজা আহ: ভন্তে নাগসেন, তুম্হে ভনথ—কিন্তি ইমং দুক্খং নিরুজ্ঝেয্য অঞ্ঞঞ্চ দুক্খং ন উপ্পজ্জেয্যা তি।

এতদত্থা মহারাজ অম্হাকং পব্বজ্জা তি।

কিং পটিগচ্চে ব বায়মিতেন ননু সম্পত্তে কালে বায়মিতব্বন্তি।

থেরো আহ: সম্পত্তে কালে মহারাজ বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চে ব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

ওপম্মং করোহী তি।

Rājā āha : bhante Nāgasena, tuṃhe bhanatha : kinti imaṃ dukkhaṃ nirujjheyya aññañca dukkhaṃ na uppajjeyyāti etadatthā mahāraja amhākaṃ pabbajjā ti।

Kiṃ paṭigacceva vāyamitena nanu sampatte kāle vāyamitabbaṃ tī.

Thero āha : sampatte kāle mahārāja bāyāmo akiccakaro bhavati paṭigacceva bāyāmo kiccakaro bhavati.

Opammaṃ karohīti.

—রাজা বলিলেন, ভদ্র নাগসেন, আপনি বলুন মানুষ কিরূপে এই দুঃখ দূর করিবে এবং অন্য দুঃখ যাহাতে উপস্থিত না হয় তাহা করিবে?

মহারাজ, এই নিমিত্তই আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

প্রতিকারপূর্ব্বক অর্থাৎ পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, না সময় উপস্থিত হইলে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য?

থের বলিলেন—সময় কালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয়।

রাজা বলিলেন, উপমা দিয়া বুঝাইয়া দিন।

তুম্‌হে<তুষ্মে (বৈদিক)। ইহা হইতেই প্রাচীন বাঙ্‌লায় তুহ্মি>তুমি হইয়াছে।

কিন্তি—কিং+ইতি। পালি সন্ধিতে অনুস্বারের পরবর্ত্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়। কিং+তি>কিন্তি। অনুস্বারের পরস্থিত ব্যঞ্জন যে বর্গীয়—অনুস্বারের স্থানে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়।

নিরুন্ধেয্য—নি—রুধ্‌+সপ্তমী (বিধিলিঙ) এয্য প্রথম পুরুষের একবচন (কর্ম্মবাচ্যে)।

উপ্পজ্জেয্য—উৎ+পদ+এয্য সপ্তমী (বিধিলিঙ) প্রথম পুরুষের একবচন।

অঞ্ঞঞ্চ – অন্যং+চ।

(ক) পালিতে ন্য>ঞ্ঞ

(খ) নিগ্‌গহীত সন্ধির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অনুস্বার যে বর্গের বর্ণের পূর্ব্বে থাকে তাহার স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়। এখানে অনুস্বার স্থানে চ বর্গের পঞ্চমবর্ণ অর্থাৎ 'ঞ' হইয়াছে।

অম্‌হাকং> অস্মাকং।

উষ্ম ও নাসিক্যবর্ণের সমীকরণ। নাসিক্যবর্ণ আগে আসিয়াছে, উষ্মবর্ণ 'হ' হইয়া বিপর্য্যাসের ফলে পরে গিয়াছে।

পটিগচ্চেব—প্রতিকৃত্য+এব

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলা লোপ

(খ) র-ফলার প্রভাবে ত>ট। মূর্দ্ধন্যীভবন

(গ) কৃ>ক। ঋ=অ। ক=গ (ঘোষীভবন)

(ঘ) ত্য>চ্চ (অন্যোন্য সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী)

(ঙ) স্বরসন্ধির ফলে পূর্ব্বস্বরের লোপ।

অকিচ্চকরো<অকৃত্যকরঃ

(ক) কৃ=কি (ঋ=ই)

(খ) ত্য=চ্চ।

করোহী তি—করোহি+ইতি

স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। হি>হী।

থেরো<থইরো<স্থবিরঃ।

তং কিং মঞ্‌ঞাসি মহারাজ ঃ যদা ত্বং পিপাসিতো ভবেয্‌যাসি তদা ত্বং উদপানং খনাপেয্‌যাসি তলাকং খনাপেয্‌যাসি ঃ পানীয়ং পিবিস্‌সামীতি।

ন হি ভন্তে তি।

এমমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চেব বায়ামো কচ্চকরো ভবতি তি।

ভিয্‌যো ওপম্মং করোহী তি।

Tam kiṃ maññasi mahāraja : yadā tvaṃ pipāsito bhaveyyāsi tadā tvaṃ udapānaṃ khanāpeyyāsi talākaṃ khanāpeyyāsi : pāniyaṃ pivissāmīti. Na hi bhante ti, evameva kho mahārāja sampatte kāle bāyāmo akiccakro bhavati paṭigacceva bāyāmo kiccakaro bhavatī ti.

Bhiyyo opammaṃ karohīti.

—মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, যখন আপনি পিপাসার্ত্ত হইবেন, তখন 'জল পান করিব'—এইরূপ ভাবিয়া কি আপনি কূপ খনন করাইবেন, সরোবর খনন করাইবেন ?

না মহাশয়।

সেইরূপ, মহারাজ তৎকালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয়।

আবার উপমা দিন।

তং<ত্বং পালিতে **সাধারণতঃ** শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না। এই পঙ্‌ক্তিতেই "ত্বং পিপাসিতো" প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

মঞ্‌ঞাসি<মন্যসে

(ক) ন্য=ঞ্‌ঞ

(খ) আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদীরূপে ব্যবহৃত।

ভবেয্‌যাসি—ভূ+এয্‌যাসি (বিধিলিঙ্‌—মধ্যম পুরুষের একবচন)।

খনাপেয্‌যাসি—খন্+ণিচ্—সপ্তমী মধ্যমপুরুষের একবচন এয্‌যাসি।

তলাকং<তড়াগং

(ক) ড়>ল. মূর্দ্ধন্য ল (ল্—এই বর্ণটি বৈদিক ভাষা হইতে পালি গ্রহণ করিয়াছে)।

(খ) গ>ক অঘোষীভবন। ইহা পৈশাচী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য।

ভিয্যো <ভূয়ঃ

(ক) ভূ=ভি এই স্বরপরিবর্ত্তন অনিয়মিত—Arbitrary interchange of Vowels.

(খ) যঃ>য্যো, শ্বাসাঘাতের ফলে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

তং কিং মঞ্ঞাসি মহারাজঃ যদা ত্বং বুভুক্খিতো ভবেয্যাসি তদা খেত্তং কসাপেয্যাসি, সালিং রোপাপেয্যাসি, ধঞ্ঞং অতিহরাপেয্যাসি: ভত্তং ভুঞ্জিস্সামী তি।

ন হি ভন্তে তি।

এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতীতি।

ভিয্যো ওপম্মং করোহী তি।

Taṃ kiṃ maññāsi mahārāja: yadā tvaṃ bubhukkhito bhaveyyāsi tadā khettaṃ kasāpeyyāsi, sāliṃ ropāpeyyāsi, dhaññaṃ atiharāpeyyāsi: bhattaṃ bhuñjissāmī ti.

Na hi bhante ti.

Evaṃ eva kho mahārāja sampatte kāle bāyāmo akiccakaro bhavati paṭigacceva bāyāmo kiccakaro bhavatiti.

Bhiyyo opammaṃ karohī ti.

—মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, যখন আপনি বুভুক্ষিত হইবেন, তখন কি আপনি ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন—শালিধান্য রোপণ করাইবেন, 'অন্ন ভক্ষণ করিব' এইরূপ মনে করিয়া ধান্য সংগ্রহ করাইবেন?

না মহাশয়।

এইরূপ মহারাজ, সময়কালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে সফল হয়।

পুনরায় উপমা দিন।

কসাপেয্যাসি –কৃষ+ণিচ্+সপ্তমী এয্যাসি (বিধিলিঙ্ মধ্যম পুরুষের একবচন)।

রোপাপেয্যাসি—রুহ্+ণিচ্+সত্তমী এয্যাসি (বিধিলিঙ্ মধ্যম পুরুষের একবচন)।

ধঞ্ঞং<ধান্যং।

ভত্তং<ভক্তং। তুলনীয় বাংলা 'ভাত'।

অতিহরাপেয্যাসি—অতি-হৃ+ণিচ্+সত্তমী এয্যাসি (বিধিলিঙ্ মধ্যম পুরুষের একবচন)।

তং কিং মঞ্ঞাসি মহারাজ: যদা তে সংগামো পচ্চুপট্ঠিতো ভবেয্য তদা ত্বং পরিখং খনাপেয্যাসি, পাকারং কারাপেয্যাসি, গোপুরং কারাপেয্যাসি, অট্টালকং কারাপেয্যাসি, ধঞ্ঞং অতিহরাপেয্যাসি—তদা ত্বং হত্থিস্মিং সিক্খেয্যাসি, অস্সস্মিং সিক্খেয্যাসি, রথস্মিং সিক্খেয্যাসি, ধনুস্মিং সিক্খেয্যাসি, থরুস্মিং সিক্খেয্যাসী তি।

ন হি ভন্তে তি।

এবমেব খো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

Taṃ kiṃ maññāsi mahārāja: yadā te saṃgāmo paccupaṭṭhito bhaveyya tadā taṃ parikhaṃ khanāpeyyāsi pākāraṃ kārāpeyyāsi, gopuraṃ kārāpeyyāsi, attālakaṃ kārāpeyyāsi, dhaññaṃ atiharāpeyyāsi—tadā taṃ hatthismiṃ sikkheyyāsi, assasmiṃ sikkheyyāsi, rathasmiṃ sikkheyyāsi, dhanusmiṃ sikkheyyāsi tharusmiṃ sikkheyyāsi ti.

Na hi bhante ti.

Evaṃ eva kho mahārāja, sampatte kāle bāyāmo akiccakaro bhavati, patigacceva bāyāmo kiccakaro bhavati

—মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, যখন আপনার সংগ্রাম উপস্থিত হইবে তখন আপনি পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার নির্মাণ করাইবেন, নগরদ্বার (গোপুর) ও অট্টালিকা নির্মাণ করাইবেন, ধান্য (রসদ) সংগ্রহ করাইবেন? আপনি কি তখন হস্তী, অশ্ব ও রথচালনার বিদ্যা শিক্ষা দিবেন? ধনু ও অসিচালনা শিক্ষা দিবেন?

না মহাশয়!

এইরূপ মহারাজ, সময়কালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে।

পচ্চুপট্‌ঠিতো<প্রত্যুপস্থিতঃ

(ক) প্র>প। শব্দের আদিতে বলিয়া

(খ) ত্যু>চ্চু। সমীকরণ

(গ) স্থি>ট্‌ঠি। সমীকরণ

হত্থিস্মিং, অসুসস্মিং, রথস্মিং, থরুস্মিং—সর্ব্বনাম শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত। (Words framed by Analogy)। হস্তিস্মিন্ অশ্বস্মিন্, রথস্মিন্ (তুলনীয় সর্ব্বস্মিন্) অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ—তারপর অনুস্বারের আগম। (Compensatory nasalisation)।

থরুস্মিন্—<ৎসরুস্মিন্। ৎ+স=থ। হিন্দি, ওড়িয়া ও বাংলায় 'তরবাল' 'তরবারি' প্রভৃতি শব্দ বোধহয় ইহা হইতে উৎপন্ন।

ভাসিতম পেতং মহারাজ ভগবতা—

পটিগচ্চেব তং কয়িরা যং জঞ্ঞা হিতং অত্তনো।
ন সাকটিক চিন্তায় মন্তা ধীরো পরক্কমে।
যথা সাকটিকো নাম সমং হিত্বা মহাপথং
বিসমং মগ্‌গং আরুয্‌হ অক্‌খচ্ছিন্নো ব ঝায়তি।
এবং ধম্মা অপক্কম্ম অধম্মং অনুবত্তিয়
মনো মচ্চুমুখং পত্তো অক্‌খচ্ছিন্নো ব সোচতীতি
কল্লো সি ভন্তে নাগসেনা তি।

Paṭigacceva taṃ kayirā yaṃ jaññā hitaṃ attano
na sākaṭika cintāya mantā dhīro parakkame
yathā sākaṭiko nāma samaṃ hitvā mahāpathaṃ
visamaṃ maggaṃ āruyha akkhachinno va jhāyati
evaṃ dhammā apakkamma adhammaṃ anuvattiya
mano maccuṃukhaṃ patto akkhachinno va socatīti
Kallo si bhante Nāgasenā ti.

—মহারাজ, ভগবান বুদ্ধও এইরূপ বলিয়াছেন—পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সেই কার্য করিবে, যাহাতে নিজের মঙ্গল হয়। চিন্তাশীল ধীর ব্যক্তি শকট-চালকের ন্যায় চিন্তা না করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন না। শকটচালক যেরূপ

সমতল রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পথ অবলম্বন করে এবং তাহার ফলে অক্ষদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে বৃথাই চিন্তাগ্রস্ত হয় (ধ্যান করিতে থাকে)— সেইরূপ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া যে অধর্ম্মের পথ অনুসরণ করে তাহার মন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং সে ভগ্নচক্র শকটচালকের ন্যায় অনুশোচনা করে।

ভদ্র নাগসেন, আপনি পরম বিজ্ঞ।

জঞ্‌ঞা < * জন্যাৎ—জন্ ধাতুর বিধিলিঙ্ প্রথম পুরুষের একবচন।

যং জঞ্‌ঞা হিতং –যাহা মঙ্গল উৎপাদন করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে—জানীয়াৎ > * জান্যাৎ > জঞ্‌ঞা— এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া অর্থ করা হইয়াছে—"One should know." এই অর্থ এখানে সঙ্গত মনে হয় না।

মন্তা ধীরো—চিন্তাশীল, ধীর ব্যক্তি

মহাপথং—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী 'মহাপথ' কোন বাঞ্ছনীয় পথ নহে, কিন্তু পালিতে মহাপথ–রাজপথ!

আরুয্হ—<আরুহ্য–বিপর্য্যাস।

পরক্কমে—<পরাক্রমেৎ।

(ক) ক্র > ক্ক

(খ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব

(গ) অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ।

[পাঁচ]

ধনিয় সুত্ত

[সমগ্র কবিতাটি একটি সাধারণ গৃহস্থ ধনিয় গোপ এবং ভগবান বুদ্ধের কথোপকথন। ধনিয় গোপ সুখী গৃহস্থ—ক্ষুদ্র কুটির, গোধন, অনুগত স্ত্রীপুত্র। নিজের উপার্জ্জিত সামান্য বিত্ত—এই সব লইয়াই সে সন্তুষ্ট। এখানে ধনিয় গোপের গার্হস্থ্য জীবনের একটি সুন্দর চিত্র এবং তাহার পাশাপাশি ভগবান বুদ্ধের সংযত ও মুক্ত জীবনের ছবি আমরা দেখিতে পাই। ধনিয় গোপ যে সুখের নীড় রচনা করিয়াছে তাহার আকর্ষণ—'মার' স্বয়ং-ই যেন তুলিয়া ধরিয়াছে বুদ্ধের নিকটে। শেষ পর্য্যন্ত এই মায়া যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, ধনিয়

আত্মসমর্পণ করিল বুদ্ধের কাছে—তখন নেপথ্য হইতে 'মার' আত্মপ্রকাশ করিল। এই কবিতায় মারের প্রসঙ্গ অল্প হইলেও সামান্য নহে।]

ধনিয়ো<**ধন্য:**—স্বরভক্তি 'ই'।

কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন—'ধনিকঃ'। সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা যাইতে পারে—ধনিকঃ>ধনিকো>ধনিও>ধনিয়ো—য শ্রুতি।

১। **ধনিয়ো গোপো**

> **পক্কদনো দুদ্ধ খীরো হং অস্মি**
> **অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো**
> **ছন্না কুটি আহিতো গিনি**
> **অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।**

১। Pakkodano duddha khīro'ham asmi
anutire mahiyā samānavāso
channā kuti āhito gini
atha ce patthayasi pavassa deva

—আমার অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে, দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে—মহীনদীর তীরে আমি সম্মানের সহিত বাস করি। আমার কুটির আচ্ছাদিত, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, বর্ষণ করিতে পার।

দুদ্ধ খীরো + অহং—দুগ্ধক্ষীরোহং। স্বরসন্ধিতে পরবর্তী স্বরের লোপ।

সমানবাসো—কেহ এই শব্দটির অর্থ করিয়াছেন 'সমশ্রেণীর লোক'—কেহ করিয়াছেন 'সমান বয়সী'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুর্বোধ্য এবং অগ্রাহ্য। সমান শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়া সেখানে বলা হইয়াছে—সমান is the present participle (middle voice) of অস্ - to be.

পদটি বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন। মানেন সহ বর্তমানঃ—স মানঃ; সমানঃ বাসং যস্য সঃ।

গিনি<অগ্নিঃ

(ক) আদিস্বর লোপ—Aphesis

(খ) স্বরভক্তি 'ই' - Anaptyxis।

চে<চেৎ (যদি—if)- অন্ত ব্যঞ্জন লোপ।

পত্থয়সী - ছন্দের অনুরোধে ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়।

পবস্‌স<প্রবর্ষ।

২। **ভগবা**

অক্কোধনো বিগতখিলো 'হং অস্মি
অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো।
বিবটা কুটি নিব্বুতো গিনি
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

২। Akkodhano vigatakhilo'ham asmi
anutire mahiy'ekarattivāso
vivatā kuti nibbuto gini
atha ce patthayasi pavassa deva

--আমি ক্রোধহীন অবস্থায়, আমার সমস্ত বন্ধন বিগত। মহীনদীর তীরে আমি একরাত্রি বাস করি। আমার কুটির অনাচ্ছাদিত (অর্থাৎ আমার নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। উন্মুক্ত আকাশতলে আমার বাস) এবং অগ্নি (বাসনাবহ্নি) নির্ব্বাপিত। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, বর্ষণ করিতে পার।

বিগতখিলো+অহং—বিগতখিলো'হং। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। বিগত হইয়াছে খিল অর্থাৎ বন্ধন যাহার।

মহিয়া+একরত্তিবাসো—মহিয়েকরত্তিবাসো। স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ।

বিবটা<বিবৃতা

(ক) ঋ>অ

(খ) ঋ কারের প্রভাবে ত>ট (মূর্দ্ধন্যীভবন)

৩। **ধনিয়ো গোপো**

অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে
কচ্ছে রুলহতিণে চরন্তি গাবো।
বুট্‌ঠিম্‌ পি সহেয্যুং আগতং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

৩। Andhaka makasā na vijjare
kacche rulhatiṇe caranti gāvo

vuṭṭhim pi saheyyuṃ āgataṃ
atha ce patthayasi pavassa deva

—এখানে মশা ও মাছি নাই। তৃণাচ্ছাদিত তীরভূমিতে গাভীগুলি বিচরণ করে। বৃষ্টি আসিলেও তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারিবে। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, যদি ইচ্ছা হয় - বর্ষণ করিতে পার।

অন্ধকমকসা—মাছি ও মশা। মকসা<মশকা, বিপর্য্যাস—Metathesis।

বিজ্জরে—বিদ্+লট্ অন্তে, 'অন্তে' স্থলে 'অরে' বিভক্তি অশোকের গির্ণার অনুশাসনে দেখা যায়। পালির উদাহরণ—লভরে (লভন্তে), সোচরে (শোচন্তে)। এইরূপ প্রয়োগ বেদেও আছে—শেরে (শী ধাতু)।

কচ্ছে<কক্ষে, নিকটবর্তী তীরভূমিতে। বাঙ্‌লা "কাছে" শব্দটি ইহা হইতে আসিয়াছে।

রুলহতিণে<রূঢতৃণে।

সহেয্যুং—সহ্+এয্যু Optative Third person, plural.

৪। **ভগবা**

বদ্ধা হি ভিসী সুসংখতা
তিন্নো পারগতো বিনেয্য ওঘং।
অত্থো ভিসিয়া ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

৪। Baddhā hi bhisī susaṃkhatā
tinno pāragato vineyya oghaṃ
attho bhisiyā na vijjati
atha ce patthayasī pavassa deva.

—আমার ভেলা বাঁধা হইয়াছে এবং তাহা সুসংস্কৃত। (বাসনার) প্লাবন বশীভূত করিয়া আমি অপরতীরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। (এখন আর) ভেলার কোন প্রয়োজন নাই। হে মেঘের দেবতা, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে বর্ষণ করিতে পার।

ভিসী<বৃষি (বৃষী)

(ক) ঋ>ই

(খ) ব-কারের মহাপ্রাণতা (শ্বাসাঘাতের প্রভাবে)

(গ) য>স

সংস্কৃতে বৃষী অর্থ কুশাসন—এখানে তৃণনির্ম্মিত ভেলা-অর্থে প্রযুক্ত।

'ভিসী' শব্দের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে বলা হইয়াছে—"Note spontaneous aspiration." 'স্বতো মহাপ্রাণতা' কথাটি যুক্তিহীন। মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষায় সাধারণতঃ অনাদি অক্ষরে (Non-initial Syllable) শ্বাসাঘাত পড়িত--কিন্তু আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের উদাহরণও দুর্লভ নহে; যেমন, পনসঃ > ফণসো ; পলিতং > ফলিতং ; কুব্জঃ > খুজ্জো ; বিসিণী > ভিসিণী। এই সকল ক্ষেত্রে মহাপ্রাণতা শ্বাসাঘাতজনিত—'spontaneous' নহে। ডক্‌টর শহীদুল্লা বলিয়াছেন—"পালি ও প্রাকৃতের যুগে প্রাথমিক (Primary) শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘস্বরে এবং আনুষঙ্গিক (secondary) শ্বাসাঘাত আদিস্বরে পড়িত।"[৩]

সুসংখতা > সুসংস্কৃতা

(ক) ঋ > অ

(খ) স্ক > খ্‌খ > ক্‌খ > খ।

পালি-প্রাকৃতে তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না।

ভিসিয়া—তৃতীয়ার একবচন (ভিসী শব্দ)।

তুলনীয় : নদী—নদিয়া।

৫। **ধনিয়ো গোপো**

গোপী মম অস্‌সবা অলোলা
দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা
তস্‌সা ন সুনামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

৫। Gopī mama assavā alolā
dīgharattaṃ saṃvāsiyā manāpā
tassā na suṇāmi kinci pāpaṃ
atha ce patthayasī pavassa deva.

—গোপী—আমার স্ত্রী আমার আজ্ঞানুসারিণী (অনুগতা) এবং অচঞ্চলা। সে আমার মনোরমা এবং দীর্ঘকাল সে আমার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছে।

৩। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করেন—"......This stress were usually on the first long syllable from the end of the word and there was a secondary stress on the first syllable" O. D. B. L.; Page 276.

তাহার সম্পর্কে কোন পাপের কথা আমি শুনি নাই। ইহাব পরে, হে মেঘের দেবতা, যদি ইচ্ছা কর তবে বর্ষণ করিতে পার।

অস্সবা < আশ্রবা

(ক) শ্র > স্স

(খ) যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ব্বে আ > অ।

সংবাসিয়া<সংবাস্যা—একত্র বাসের যোগ্য। স্বরভক্তি—'ই'

মনাপা—< * মনঃ+আপা—মনোজ্ঞা।

৬। **ভগবা**

চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং
পাপং পন মে ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

৬। Cittaṃ mama assavaṃ vimuttaṃ
dīgharattaṃ paribhāvitaṃ sudantaṃ
papaṃ pana me no vijjati
atha ce patthayasī pavassa deva

—আমার চিত্ত আজ্ঞাকারী (বাধ্য) এবং যুক্ত। দীর্ঘকাল ধ্যানযুক্ত হওয়ায় উত্তমরূপে বশীভূত। আমার কিন্তু কোন পাপ নাই। ইহার পর হে মেঘের দেবতা, যদি তুমি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

৭। **ধনিয়ো গোপো**

অত্তবেত্তনভতো'হং অস্মি
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা
তেসং ন সুনামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

৭। attavetanabhato' haṃ asmi
puttā ca me samāniyā arogā
tesaṃ na sunāmi kiñci pāpaṃ
atha ce patthayasī pavassa deva

—আমি নিজের শ্রমে যে বেতন পাই তাহাতেই আমার জীবনযাত্রা হয়। আমার পুত্রগণ লোকের সম্মানিত এবং তাহারা স্বাস্থ্যবান। তাহাদের

কোন পাপের কথা আমি শুনি নাই। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে বর্ষণ করিতে পার।

অত্তবেতনভতো'হং—অত্তবেতনভতো+অহং, স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। আত্মবেতনভৃতঃ

(ক) আত্ম>অত্ত (সমীকরণ)।

(খ) ঋ>অ, ভৃতঃ>ভতো।

সমানিয়া<সমান্যা (স্বরভক্তি 'ই')

৮। **ভগবা**

নাহং ভতকো অস্মি কস্সচি
নিব্বিট্ঠেন চরামি সব্বলোকে
অত্থো ভতিয়া ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

৮। Nāhaṃ bhatako asmi kassaci
nibbiṭṭhena carāmi sabbaloke
attho bhatiyā no vijjati
atha ce patthayasī pavassa deva

—আমি কাহারও ভৃত্য নই। আমি বেকার অবস্থাতেই সর্ব্বলোকে বিচরণ করি। আমার বেতনের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে বর্ষণ করিতে পার।

ভতকো 'অস্মি—(ভৃতকো+অস্মি)।

নিব্বিট্ঠেন—বিষ্টি forced labour, নির্ব্বিষ্টেন>নিব্বিট্ঠেন—তৃতীয়ার একবচন; without employment.

ভতিয়া—ভৃতি>ভতি (ঋ>অ) তৃতীয়ার একবচন।

৯। **ধনিয়ো গোপো**

অত্থি বসা অত্থি ধেনুপা
গোধরণিয়ো পবেণিয়োপি অত্থি
উসভো পি গবম্পতী চ অত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

৯। Dhaniyo Gopo
atthi vasā atthi dhenupā
Godharaniyo paveniyopi atthi.
usabho pi gavampati ca atthi
atha ce patthayasi pavassa deva

—আমার বন্ধ্যা দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী আছে—প্রবেণীও (বিনা প্রসবেই যে গাভী দুগ্ধ দেয়—কপিলা, কামধেনু) আছে। গোশ্রেষ্ঠ বৃষও আমার আছে। সুতরাং, হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর—বর্ষণ করিতে পার।

বসা<বশা Barren cow বন্ধ্যা গাভী।

ধেনুপা—Milch cow, দুগ্ধবতী গাভী।

পবেণিয়ো—প্রবেণী—বহুবচন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে—"Cows that would not mate." কপিলা বা কামধেনু নামে একপ্রকার গাভী আছে। ইহারা গর্ভধারণ করে না, সন্তান প্রসবও করে না, অথচ সংবৎসর দুগ্ধ দান করে।

অত্থি—বহুবচনের অর্থে একবচনের প্রয়োগ।

গবম্পতি চ—গবাং+পতি :

ক) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের হ্রস্বতা—গবং। 'পতিঃ' শব্দের বিসর্গ লোপ—অ-কার ভিন্ন স্বরের পরবর্ত্তী বলিয়া।

(খ) গবং+পতি।

নিগ্‌গহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন যে বর্গীয়—সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হইয়াছে।

(গ) ছন্দের অনুরোধে ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়—তাই গবম্পতি+চ<গবম্পতী চ।

উসভো<ঋষভঃ (বৃষ, ষাঁড়)

(ক) ঋ>উ (খ) ষ>স (গ) অ-কারের পরবর্ত্তী বিসর্গ > ও উষভো+অপি—স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

১০। **ভগবা**

নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা
গোধরণিয়ো পবেণিয়ো পি নত্থি
উসভো পি গবম্পতীধ নত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

১০। Bhəgavā
natthī vasā natthi dhenupā
Godharaṇiyo paveṇiyo pi natthi
usabho pi gavampatīdha natthi
atha ce patthayasī pavassa deva
(এই শ্লোকটি নবম শ্লোকের অনুরূপ)

—আমার বন্ধ্যা, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী নাই, (কামধেনু) প্রবেণীও নাই। গোশ্রেষ্ঠ বৃষও আমার নাই। সুতরাং, হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

গবম্পতীধ—গবম্পতি+ইধ

স্বরসন্ধিতে একটির লোপ, অন্যটির দীর্ঘতা। এখানে 'গবম্পতি' শব্দের ই-কার লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী ই-কারের দীর্ঘতা হইবে। আবার 'ইধ' শব্দের ই-কার লুপ্ত হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী 'গবম্পতি' শব্দে ই-কারের দীর্ঘত্ব হইবে। যে ভাবেই সন্ধির সূত্র প্রয়োগ করি না কেন শব্দটি দাঁড়াইবে 'গবম্পতীধ'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে শুধু বলা হইয়াছে—'Note Contraction, ; বলা বাহুল্য, এখানে Contraction-এর প্রশ্ন নাই—একটি স্বর লুপ্ত হইয়াছে এবং অন্যটি দীর্ঘ হইয়াছে। ইহা পালি স্বরসন্ধির একটি প্রধান সূত্র। 'Contraction' বলিলে ব্যাপারটি বুঝা কঠিন হইয়া উঠে।

১১। **ধনিয়ো গোপো**

খীলা নিখাতা অসম্পবেধী
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠনা
নহি সক্খিন্তি ধেনুপাপি ছেত্তুং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

১১। Dhaniyo Gopo
khīlā nikhā ā asampavedhi
dāmā munjamayā navā susanthanā
nahi sakkhinti dhenupāpi chettuṃ
atha ce patthayasi pavassa deva

—(গরুর) খুঁটিগুলি শক্ত করিয়া পোঁতা হইয়াছে—সেইগুলি একটুও নড়ে না। মুঞ্জাতৃণের দড়িগুলি নূতন এবং সুন্দররূপে পাকানো হইয়াছে—দুগ্ধবতী গাভীগুলি তাহা ছিঁড়িতে পারিবে না। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

খীলা<কীলাঃ—শ্বাসাঘাতের প্রভাবে 'ক'-এর মহাপ্রাণতা। চতুর্থ শ্লোকে 'ভিসী' শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে 'Spontaneous aspiration' বলা হইয়াছে। বাংলায় দরজার 'খিল' এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

অসম্পবেধী<অসম্প্রব্যথী (অসম্প্রব্যথিন্ শব্দ)

(ক) তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না বলিয়া র ফলার লোপ।

(খ) থ>ধ ঘোষীভবন (Voicing)।

সুসণ্ঠনা<সুসংস্থানা (well twisted)। (মূর্ধণ্যীভবন হইয়াছে।)

সক্খিন্তি<শক্ষ্যন্তি—শক্ ধাতু লট্ প্রথম পুরুষের বহুবচন। ক্ষ>ক্খ।

১২। **ভগবা**

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি
নাগো পুতিলতং ব দালয়িত্বা
নাহং পুন উপেস্সং গব্ভসেয্যং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

১২। Bhagavā
Usabhoriba chetvā bandhanāni
nāgo pūtilataṃ va dālayitvā
nāhaṃ puna upessaṃ gabbhaseyyaṃ
atha ce patthiyasi pavassa deva

—বৃষের ন্যায় সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, হাতী যেমন পুতিলতাকে দলিত

করে সেইরূপ (সকল বাধা) দলিত করিয়া আমি পুনরায় গর্ভশয্যায় ফিরিয়া আসিব না। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা—যদি তুমি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

উপসেভারিব—উপসেভা+ইব।

পালি স্বরসন্ধির একটি প্রধান সূত্র এই, স্বরের পর স্বর থাকিলে দুই স্বরের মধ্যে—য, ব, ম, দ, ন, ত, র, ল—এই ব্যঞ্জনগুলির আগম হয়। (সূত্র—'য-ব-ম-দ ন-ত-র-লা চাগমা')। এখানে র্-কারের আগম হইয়াছে।

পূতিলতং—পূতি একপ্রকার লতা (বাঙ্‌লা—পুঁই)।

উপেস্‌সং—উপ+ই ল্‌ট উত্তম পুরুষের একবচন।

গব্‌ভসেয্‌যং—প্রাকৃতে 'শয্যা' হয় 'সেজ্জা'। সুতরাং গর্ভশয্যা> গব্‌ভসেজ্জা। দ্বিতীয়ার একবচনে হইবে গব্‌ভসেজ্জং'। মূল শ্লোকে আছে 'গব্‌ভসেয্‌যং। ইহার উৎপত্তি হইয়াছে * 'গর্ভশেয়্যং' শব্দ হইতে।

(ক) র্ভ>ব্‌ভ (সমীকরণ); (খ) শ>স,

(গ) য>য্‌ য (শ্বাসাঘাতের প্রভাবে)

> ১৩। **নিন্নঞ্‌চ থলঞ্‌চ পূরয়ন্তো**
> **মহামেঘো পাবস্‌সি তাবদেব**
> **সুত্বা দেবস্‌স বস্‌সতো**
> **ইমং অত্থং ধনিয়ো অভাসথ।**

> ১৩। Ninnañ ca thalañ ca pūrayanto
> mahāmegho pāvassi tāvadeva
> sutvā devassa vassato
> imaṃ atthaṃ Dhaniyo abhāsatha.

—তখন নিম্ন এবং উচ্চ ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া মহামেঘ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মেঘদেবতার বর্ষণধ্বনি শুনিয়া ধনিয় গোপ এই কথা বলিল।

নিন্নঞ্‌চ—নিম্নং চ

(ক) প্রথমত ম্ন>ন্ন সমীকরণ

(খ) দ্বিতীয়ত—নিগ্‌গহীত সন্ধি। অনুস্বারের পরে ব্যঞ্জন থাকিলে সেই ব্যঞ্জন যে বর্গীয়—অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। এখানে অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চম বর্ণ 'ঞ্‌' হইয়াছে।

থলঞ্চ—থলং+চ

নিগ্গহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চম বর্ণ 'ঞ্'।

পাবস্সি—প্র+বৃষ্ অজ্জতনী প্রথম পুরুষের একবচন 'ই'।

তাবদেব—তাব+এব

স্বরের পর স্বর থাকিলে 'যবমদনতরলা চাগমা' এই সূত্র অনুযায়ী 'দ'-কারের আগম। লক্ষ্য করিতে হইবে 'তাবৎ' শব্দের যে অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছিল তাহাই এখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অভাসথ—ভাষ—লঙ্ (হীয়ত্তনী) প্রথম পুরুষের একবচন 'ত্থ' কখনও কখনও 'থ' আদেশ হয়—যথা, 'সা সামণেরমবোচত্থ'। (পালিপ্রকাশ, পৃঃ ১৭২)

১৪। **লাভা বত নো অনপ্পকা**
যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম।
সরণং তং উপেম চক্খুম
সত্থা নো হোহি তুবং মহামুনি।

১৪। Labhā vata no anappakā
ye mayaṃ Bhagabantaṃ addasāma.
saranaṃ taṃ upema cakkhuma
satthā no hohi tuvaṃ mahāmuni

—আমাদের লাভ নিতান্ত অল্প হইল না—যেহেতু আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিলাম। হে চক্ষুষ্মান্, আমরা তোমার শরণ লইলাম। হে মহামুনি, তুমি শাস্তা (উপদেশদাতা) হও।

অনপ্পকা <অনল্পকা।

ময়ং<বয়ং—মম, মে, ময়া প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে আদি ব্যঞ্জন 'ম' তে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অদ্দসাম—*দ্রশ্—লুঙ্ উত্তম পুরুষের বহুবচন—We have seen *অদ্রশাম>অদ্দসাম (Historical form).

উপেম—উপ+ই লট্মস্। উপ+এম>উপেম।

চক্খুম<(চক্খুমন্) চক্ষুষ্মন্ সম্বোধনের একবচন। অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ। ক্ষু>ক্খু।

সথা<শাস্তা

(ক) স্ত>থ (সমীকরণ)

(খ) শা>স। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

হোহি—ভূ স্থানে 'হু' আদেশ ; হু+লোট্ হি (মধ্যম পুরুষের একবচন)।

তুবং>ত্বং—স্বরভক্তি উ-কার।

১৫। **গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা**
ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে।
জাতি মরণস্স পারগা
দুক্খস্স' স্তকরা ভবামসে।

১৫। Gopi ca ahañ ca assavā
Brahmachariyaṃ sugat: carāmase
jāti maraṇassa pāragā
dukkhass'a ntakarā bhavāmase

—গোপী, আমার স্ত্রী এবং আমি উভয়েই তোমার আজ্ঞাবহ। হে সুগত, আমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব এবং এই ভাবে জন্ম মরণের পারগামী হইয়া দুঃখের অন্তকারী হইব।

অহঞ্চ -অহং+চ

নিগ্গহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঞ্।

চরামসে—চর্+লোট্ (পঞ্চমী) উত্তম পুরুষের বহুবচন—আমসে। পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদে এবং পরস্মৈপদী ধাতু আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে চর্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদী ক্রিয়া বিভক্তি—'আমসে'। এইরূপ—ভবামসে (ভূ+আমসে)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে ভ্রমবশতঃ "প্রথম পুরুষের বহুবচন" মুদ্রিত হইয়াছে। লোট্ উত্তম-পুরুষের বহুবচনের ক্রিয়াবিভক্তি—'আমসে—ব্যাখ্যা-পুস্তকে মুদ্রিত 'মসে' নহে। 'মসে'—এই ক্রিয়াবিভক্তির উৎপত্তি সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও কষ্টকল্পিত।

মন্তব্য : 'মার' এতক্ষণ ধনিয় গোপের মনোরম গার্হস্থ্য জীবন চিত্রের মাধ্যমে নিজের মোহিনী শক্তিকেই বিস্তার করিতেছিল—যখন সে দেখিল তাহার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে এবং ধনিয় গোপ নিজেই ভগবান বুদ্ধের

নিকটে আত্মসপর্পণ করিতেছে তখন সে নেপথ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আত্মসমর্থনে কথা বলিতে আরম্ভ করিল :

১৬। **মারো পাপিমা**

নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা

গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি।

উপধী হি নরস্স নন্দনা

নহি সো নন্দতি যো নিরূপধি।

১৬। Māro pāpimā

Nandati puttehi puttimā

Gomiko gohi tatheva nandati

upadhī hi narassa nandanā

nahi so nandati yo nirūpadhi

—পুত্রগণের দ্বারা পুত্রবান নন্দিত হয়—গাভীসমূহের দ্বারা সেইভাবে আনন্দিত হয় গোমিক। সম্পদই মানুষের আনন্দের কারণ—সম্পদহীন ব্যক্তি আনন্দিত হয় না।

মার—সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ কামদেব। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার অপর নাম 'নমুচি'। ইহাকে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির জনক বলা হয়।

পাপিমা—<পাপিমান্—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

পুত্তিমা<পুত্রবান্ (পুত্রঃ>পুত্তো>পুত্তি+মতুপ=পুত্তিমান্ ; অন্ত্য-ব্যঞ্জনের লোপ)।

গোমিকং—গোধন বিশিষ্ট। বাঙ্‌লা গুঁই উপাধি ইহা হইতে আসিয়াছে।

উপধী—উপধি—সম্পদ (Possessions)—ছন্দানুরোধে ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্তী স্বরের দীর্ঘতা।

নিরূপধি—উ-কারের দীর্ঘত্ব ছন্দানুরোধে।

তথেব—তথা+এব ; স্বরসন্ধিতে পূর্ব্বস্বরের লোপ।

১৭। **ভগবা**

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা

গোমিকো গোহি তথেব সোচতি।

উপধী হি নরস্স সোচনা

নহি সো সোচতি যো নিরূপধি।

১৭। Bhagavā

Socati puttehi puttimā
Gomiko gohi tatheva socati
upadhī hi narassa socanā
nahi so socati yo nirūpadhi

পুত্রবান্ পুত্রগণের জন্যই শোক করে—সেইরূপে গাভীসমূহের জন্য শোক করে গোমিক। সম্পদই মানুষের শোকের কারণ। সম্পদহীন ব্যক্তি শোক করে না।

বৌদ্ধ সাহিত্যে মারের প্রলোভন কাহিনী অতি প্রসিদ্ধ। মারের বহু সেনা—'কাম' তাহাদের মধ্যে প্রধান। 'কামা তে পঠমা সেনা'। বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া মার কিরূপে পরাজিত হইয়াছিল তাহার একটি সুন্দর কাহিনী রহিয়াছে মহাবগ্গের অন্তর্গত সুত্তনিপাতের 'পধানসুত্তে'। বুদ্ধদেবের মার-বিজয়ের আর একটি কাহিনী আছে 'নিদান-কথায়'। পালি সাহিত্যের অন্যত্রও মারের প্রসঙ্গ রহিয়াছে।

আলোচ্য ধনিয় সুত্তে মার একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র শেষের দিকেই সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু আগাগোড়া নেপথ্যে থাকিয়াই সে ধনিয়গোপের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্রটির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বুদ্ধদেবের উপর তাহার স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ধনিয়গোপের সুন্দর জীবনচিত্র প্রকৃতপক্ষে মারেরই মোহিনী মায়া।

———

পঞ্চম অধ্যায়

[প্রাকৃত]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈদিক কথ্য ভাষার বিবর্তনের ফলে প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০—৬০০-র কাছাকাছি সময়ে। এই সময়ে প্রধানতঃ তিন প্রকার প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়—'উদীচ্য' (Northern), 'মধ্যদেশীয়' (Central) ও 'প্রাচ্য' (Eastern)।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনগুলির মধ্যে আমরা প্রাকৃতের চারিটি উপভাষার সন্ধান পাইতেছি—

১। উত্তর-পশ্চিমা (North-Western—শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন)।

২। দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western—গির্ণার অনুশাসন)।

৩। প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central—কালসী ও ছোট অনুশাসনগুলি)।

৪। প্রাচ্য (Eastern—ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)।

পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে প্রাকৃতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ইহার ফলে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, অর্দ্ধমাগধী, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। এই সকল প্রাকৃতের সাহিত্যিক রূপও দেখা দিল। প্রাদেশিক কথ্য প্রাকৃতগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াই নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাকৃত ও নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকে বলা হয় 'অপভ্রংশ'।[1]

প্রাকৃত ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তর

প্রাকৃত ভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাস আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ইতিহাসকে মোটামুটি চারিটি স্তরে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে :—

প্রথম স্তর—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ হইতে—খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক।

১। 'বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"এত প্রাচীনকালে অন্য প্রাকৃতের খবর আমরা পাই না, তবে সম্ভবতঃ অন্য প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল।" (পৃঃ ১০১)

অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তর—খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে - খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক।
দ্বিতীয় স্তর—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক।
তৃতীয় স্তর—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে—খ্রীষ্টীয় দশম শতক।

[**প্রথম স্তর**—খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০]

প্রথম স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন হইতেছে—**অশোকের অনুশাসন** ও **পালি**। প্রথমতঃ অশোকের অনুশাসনের ভাষার সম্পর্কে আলোচনা করা হইল:

১। **উত্তর-পশ্চিমা** (শাহবাজগঢী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন):

প্রথম স্তর অশোকের অনুশাসন

(ক) র-কার ও স কার যুক্ত ব্যঞ্জনের সাধারণতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; যেমন—প্রজা, অস্তি,ব্রমণ (ব্রাহ্মণঃ)। কোথাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন—দিয়ঢ, (দ্বি-অর্দ্ধ), অঠ। অষ্ট)।

(খ) খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত বলিয়া দীর্ঘস্বরের চিহ্ন নাই—দেবনং পিয় (দেবানাং প্রিয়)

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জন রূপে লিখিত—কটːবো (কর্ত্তব্যঃ), পসতি (পশ্যতি), দখতি (দকৃখতি ।

(ঘ) কোথাও কোথাও 'শ' এবং 'ষ' রহিয়া গিয়াছে—যেমন, প্রিয়দশিস রঞো দোষং।

(ঙ) য ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন ও সরলীকরণ—প্রিয়স (প্রিয়স্য), কলণ (কল্যাণ)।

(চ) ঋ=রি, রু এবং ক্বচিৎ র। মৃগঃ>ম্রুগো, ম্রিগে।

(ছ) অনাদিস্থিত হ-কারের কোথাও কোথাও লোপ—ইহ>ইঅ, ব্রাহ্মণ>ব্রমণ।

(জ) 'ত্বা' প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে 'ত্বী'প্রত্যয়ের ব্যবহার—দ্রশেতি (দৃষ্ট্বা)।

২। **দক্ষিণ-পশ্চিমা**—(গির্ণার অনুশাসন—জুনাগড়):

প্রথম স্তরের প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা এখানে পাইতেছি—বৈদিক সংস্কৃতের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল:

(ক) শ, ষ>স।

(খ) ব ও স-যুক্ত ব্যঞ্জনের বহু ক্ষেত্রেই সমীকরণ হয় নাই—অস্তি, সস্তি, সর্ব্বত্র।

(গ) য-যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ ও সরলীকরণ হইয়াছে- কলাণ (কল্যাণ), প্রিয়স (প্রিয়স্য)।

(ঘ) ত্ব, ত্ম > ৎপ। আত্ম > আৎপ , চত্বারঃ > চৎপারো।

(ঙ) অব > ও , অয় > এ—এই পরিবর্ত্তন অনেক ক্ষেত্রে হয় নাই। ভবতি ও হোতি—দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(চ) সপ্তমীর স্মিন্ > ম্হি। তস্মিন্ > তম্হি (অন্যান্য উপভাষায়—।স অথবা স্পি)।

(ছ) আত্মনেপদের প্রয়োগ কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে—আরভরে, মঞতে।

৩। **প্রাচ্যমধ্যা** –(কালসী ও তোপ্রা (দিল্লী) অনুশাসন) :

প্রাচ্যমধ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য—

(ক) 'র' সাধারণতঃ 'ল' হইয়াছে।

(খ) 'শ' এবং 'ষ' কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে।

(গ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ কার এ-কারে পরিণত হইয়াছে—একে মিগে।

(ঘ) পদান্ত অ-কারের আ কার প্রবণতাও প্রাচ্যমধ্যার একটি বৈশিষ্ট্য। আহ > আহা।

(ঙ) স্বার্থিক 'ক' বা 'কি' প্রত্যয়ের প্রয়োগ। 'ক্য' বা 'কি্য'রূপে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। দেবদশিকি্য > দেবদাসী।

(চ পদমধ্যবর্ত্তী ও-কারের এ-কারে পরিণতি—করোতি > কলেতি।

(ছ) য স ও র-যুক্ত ব্যঞ্জনের সর্ব্বত্র সমীভবন ও সরলীকরণ—অষ্ট > অঠ ; অস্তি > অথি।

(জ) 'দ্ব' ছাডা অন্যত্র ব-ফলার সম্প্রসারণ— দ্বাদশ > দুবাদশ , কিন্তু (চত্বারি > চত্তালি)।

(ঝ) স্বর মধ্যবর্ত্তী 'ক'এর ক্বচিৎ ঘোষীভবন—লোকং > লোগং।

৪। **প্রাচ্য**—(ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন) :

প্রাচ্যমধ্যার সহিত প্রাচ্যার মোটামুটি মিল রহিয়াছে। প্রাচ্যাতেও পদান্ত বিসর্গযুক্ত অ-কার এবং পদমধ্যবর্ত্তী 'ও' এ-কারে পরিণত হয়। র > ল হওয়াও প্রাচ্যার একটি লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল—

(ক) শ, ষ > স।[২]

(খ) উত্তম পুরুষ সর্ব্বনামের প্রথমার একবচনে—'হকং' (ইচ্ছামি হকং)।

অশোকের প্রাচ্যা অনুশাসনের প্রধান তিনটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে র > ল; শ, ষ, > স; পদান্ত বিসর্গযুক্ত অ-কার > এ। পরবর্ত্তীকালে প্রাচ্যা প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত মাগধী প্রাকৃতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটি বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ শ, ষ > স) লক্ষিত হয় না। মাগধী প্রাকৃতে স, ষ > শ। কিন্তু অশোকের সমসাময়িক যোগীমারা গুহার সুতনুকা প্রত্নলিপিতে এই বিশেষত্বটি রহিয়াছে—

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে[৩]।

মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের প্রথম স্তরের নিদর্শন অশোকের অনুশাসন ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রত্নলিপি ও তাম্রশাসনে আমরা পাইতেছি। পালি ভাষাও প্রাকৃতের প্রথম স্তরের পরিচয় বহন করিতেছে।[৪]

দেখা যাইতেছে প্রাকৃতের প্রথম স্তরে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমীকরণ ছাড়াও অন্যান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—তাহার মধ্যে পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ একটি। আদিতে বা মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে অথবা একটি স্বরবর্ণ আনিয়া ব্যঞ্জন দুইটি বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন—দ্বাদশ > বারস; অর্হতি > অরিহদি।

প্রথম স্তরের শেষের দিকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিপরিবর্ত্তন স্বর মধ্যবর্ত্তী অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে অশোকের প্রাচ্যা ও প্রাচ্যমধ্যা অনুশাসনেই এই ঘোষীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। যেমন—

২। প্রাচ্যা প্রাকৃতের দুইটি রূপ—পশ্চিমা প্রাচ্যা ও পূর্ব্বী প্রাচ্যা। পূর্ব্বী প্রাচ্যা বলা হইত বলিয়া ইহার নাম 'মাগধী'। অশোকের অনুশাসনে পশ্চিমা প্রাচ্যার নিদর্শন রহিয়াছে। পূর্ব্বী প্রাচ্যার সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে যে পূর্ব্বীতে কেবল 'শ' ব্যবহৃত হইত এবং পশ্চিমায় ব্যবহৃত হইত 'স'। পূর্ব্বী প্রাচ্যার নিদর্শন পাওয়া যায় ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের 'সুতনুকা' লিপিতে।

৩। সুতনুকা নামে এক দেবদাসী—তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী দেবদত্ত নামে এক রূপদক্ষ (শিল্পী)।

৪। পালির আলোচনা কয়েকটি অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করা হইয়াছে।

অচল > অজল (ধৌলি), লোক > লোগ (জৌগড়); লিপি > লিবি (তোপ্‌রা) ইত্যাদি।

অন্তবর্ত্তী স্তর [খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক)]

প্রাকৃতের অন্তর্বর্ত্তী স্তরে অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোষ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে। যেমন -রথ > রধ; রূপ>রূব; বিজয় > বিঅয়; সুরত > সুরদ; প্রথম > পধম। প্রথমে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের শিথিল উচ্চারণের ফলে তাহা ঘোষবৎ হইয়াছে—পরেউষ্মীভূত হইয়া তাহা লুপ্ত হইয়াছে। দুই প্রান্তে ঘোষবৎ স্বরধ্বনি—মধ্যে অঘোষ ব্যঞ্জন; উচ্চারণে কিছু শিথিল হইলেই অঘোষব্যঞ্জনের ঘোষবৎ হইবার পথে কোন বাধা থাকে না। এই শিথিলতা আরও অগ্রসর হইলেই ব্যঞ্জন লোপের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে।

স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জন সম্পর্কে প্রাকৃত ভাষাভাষীদের এই উচ্চারণ-শৈথিল্যকে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—'Spirant pronunciation in M. I. A'।[৫]

অন্তর্বর্ত্তী স্তর

খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর কথ্য প্রাকৃতের ভিত্তিতে গঠিত সাহিত্যিক প্রাকৃতেও (এই প্রাকৃতের প্রয়োগ সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়) স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন ও তাহার লোপের নিদর্শন রহিয়াছে। মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে 'ক'—'গ' হইয়া লুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু 'ত'—'দ' রূপেই রক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ লুপ্ত হয় নাই। অবশ্য মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের লোপ একটি বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃতেও স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছিল—তবে সাহিত্যে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম প্রাকৃতে ব্যাকরণেও তাহার উল্লেখ নাই। শৌরসেনী অপভ্রংশে এইরূপ লোপের প্রচুর উদাহরণ রক্ষিত হইয়াছে। মাগধী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই—তথাপি লোপের অনুমান অযৌক্তিক নহে। লোপ না হইলে মাগধী প্রাকৃত হইতে বহু বাঙ্‌লা শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা সম্ভব হইত না।[৬]

৫। O. D. B. L., page 85.

৬। মাগধী পাদ → পা অ → পা; চলতি → চলদি → চলই → চলে, শব্দ → শদ্দে → শদ্দ → শ।

বস্তুতঃ স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জনের ঘোষীভবন সুরু হইয়াছে অন্তর্বর্ত্তী স্তরে—লোপের উদাহরণও কিছু কিছু এই স্তরেই মিলিতেছে।

দ্বিতীয় স্তর[৭]—[খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে ষষ্ঠ শতক]:

দ্বিতীয় স্তর

প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে স্বরমধ্যবর্ত্তী ঘোষবৎ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হইলে লুপ্ত হইয়াছে—মহাপ্রাণ হইলে হ-কারে পরিণত হইয়াছে। গতঃ>গদো>গও ; তেভিঃ>তেহি। অন্তর্বর্ত্তী স্তরে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল তাহাই দ্বিতীয় স্তরে পরিণতরূপ লাভ করিয়াছে। এই স্তরের কথ্য প্রাকৃতের ভিত্তিতেই সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত গঠিত হইয়াছিল। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম তিনশতাব্দীর কতকগুলি প্রত্নলিপিতে দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় স্তর—[খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে দশম শতক]:

এই স্তরের প্রাকৃতকে বলা হয় অপভ্রংশ। অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(ক) পদান্ত দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন—আ>অ ; এ, ও>ই, উ

(খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ম' স্থানে 'ঁব'

(গ) ষষ্ঠীর একবচনে 'হ' বিভক্তি

(ঘ) কারক গঠনে বিভক্তিহীনতা

(ঙ) একটি স্বরের পরিবর্ত্তে অন্য স্বর ("স্বরাণাং স্বরাঃ প্রায়োঽপভ্রংশে")

(চ) স্বার্থিক প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য (-ইল্ল,-অল্ল;-ড প্রভৃতি)

(ছ) ছন্দে সমমাত্রিকতা ও অন্ত্যানুপ্রাস

(জ) প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা বা 'উ' (প্রাকৃত 'ও' হইতে উৎপন্ন)

(ঝ) তৃতীয়ার বিভক্তি—এং, হিং, ; পঞ্চমীর বিভক্তি—অহু, হুং, হে ; ষষ্ঠীর বিভক্তি -অহ, -আহ, অস্‌সু হে, হো।

৭। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন, দ্বিতীয় উপস্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী (ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৮২)। কিন্তু অন্যত্র এই দ্বিতীয় স্তরের তিনটি উপস্তর কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, আদি উপস্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক (পৃঃ ৯০)।

অপভ্রংশের যুগে প্রাকৃত ভাষার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ব্বে অপভ্রংশের যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল—তাহাকে বলা হইয়াছে অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট)। অবশ্য নব্যভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির উদ্ভবের পরেও 'অবহট্‌ঠ' ভাষা সাহিত্যের বাহনরূপে চলিত ছিল।

তৃতীয় স্তর অপভ্রংশ

প্রাকৃত ভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাসে কখন এই অপভ্রংশ বিশেষত্বগুলি দেখা দিয়াছিল তাহা ভাষাতত্ত্বের এক জটিল প্রশ্ন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার O. D. B. L. গ্রন্থে (পৃঃ ৮৭) এই প্রশ্নটি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই আলোচনা অনর্থক জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। 'পউম-চরিঅ' নামক প্রাকৃত গ্রন্থের (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) সাক্ষ্য তিনি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই, অথচ এই গ্রন্থে কতকগুলি অপভ্রংশ লক্ষণ অস্বীকার করা কঠিন। প্রাকৃত ধম্মপদেও (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) অপভ্রংশের লক্ষণ রহিয়াছে (ও > উ)—ইহাকেও তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন কি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) কয়েকটি অপভ্রংশ গান রহিয়াছে -সেইগুলিও তাঁহার মতে প্রক্ষিপ্ত।

অপভ্রংশের সূচনা

মূল কথা এই যে, যে ভাষা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতেছিল। তাহা ছাড়া বৌদ্ধ সংস্কৃতও নিয়া প্রাকৃতের[৮] সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করিলে অপভ্রংশের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ওঠে না।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অপভ্রংশ গানগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নয় তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। প্রধান কথা এই, অপভ্রংশ ভাষায় যে সকল বৈশিষ্ট্য পরবর্ত্তী কালে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা অপভ্রংশ যুগের প্রথম দিকেই লক্ষিত হইবে এমন আশা অসঙ্গত। সুনীতি বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—এই অপভ্রংশ গানের ভাষায় ম—বঁ হয় নাই, এখানে স্বার্থিক প্রত্যয়—অল্ল, ইল্ল, ড প্রভৃতি নাই—সুতরাং অপভ্রংশের পূর্ণরূপ এখানে আমরা পাইতেছি না।

৮। 'নিয়া' চীনীয় তুর্কীস্থানের অন্তর্গত শান্‌শান্ রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। এখানকার বালুকাস্তূপ হইতে যে সকল প্রত্নলিপি উদ্ধার করা হইয়াছে—তাহার ভাষাকে বলা হইয়াছে 'নিয়া' প্রাকৃত। লিপিগুলি প্রধানতঃ খরোষ্ঠীতে এবং অংশত ব্রাহ্মীতে লেখা। লিপিগুলি উত্তর-পশ্চিমা উপভাষায় রচিত—কেবল স্থানের নাম অনুযায়ী 'নিয়া প্রাকৃত' নামে পরিচিত। ইহার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী।

পূর্ণরূপ না থাকুক, থাকিবার কথাও নয়,—অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে দুইটি অভিনব লক্ষণে পাইতেছি—বিভক্তিহীনতা ও অন্ত্যানুপ্রাস।

সাহিত্যিক প্রাকৃত

সাহিত্যিক প্রাকৃত কখনও কথ্যভাষা ছিল না। সংস্কৃত নাটকগুলিতে সাহিত্যিক প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—ইহা মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার দ্বিতীয় স্তরের কথ্যরূপকে ভিত্তি করিয়া গঠিত একপ্রকার সাহিত্যের ভাষা। প্রাকৃত বৈয়াকরণ এই সাধুভাষার রূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কথ্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ধীরে ধীরে নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার স্তরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রাকৃত পরবর্ত্তী নাট্যকারদের রচনাতেও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গিয়াছে।

সাহিত্যিক প্রাকৃত

প্রাকৃত ব্যাকরণে যে প্রধান প্রাকৃত ভাষাগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। মহারাষ্ট্র ও শৌরসেনীর মূলে দক্ষিণ-পশ্চিমা, অর্দ্ধমাগধীর মূলে মধ্যপ্রাচ্য, মাগধীর মূলে প্রাচ্য। ও পৈশাচীর মূলে উত্তর-পশ্চিমা।

১। মহারাষ্ট্রী—

দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' বলিয়াছেন—'মহারাষ্ট্রশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ'। প্রাকৃত ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রকেই মূল প্রাকৃত ধরিয়া লইয়া অন্যান্য প্রাকৃতের লক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে।

স্বরমধ্যবর্ত্তী অল্পপ্রাণ অঘোষবর্ণের ঘোষবর্ণে রূপান্তর এবং পরে লোপ; স্বরমধ্যবর্ত্তী ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের হ-কারে রূপান্তর—এই পরিবর্ত্তন পদ্ধতি সকল প্রাকৃতে চলিতে থাকিলেও দক্ষিণাঞ্চলের[৯] মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেই সর্ব্বপ্রথম সুসম্পন্ন হইয়াছে[১০]। উত্তরাঞ্চলের শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃতে অঘোষবর্ণের ঘোষবৎ রূপ আরও অধিককাল রক্ষিত হইয়াছিল। অর্দ্ধমাগধীতে তাই।

৯। ডক্টর সুকুমার সেন মহারাষ্ট্রীকে কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "There is no reason to assign Maharastri to a fixed dialect area"—(Comparative Grammar of the Middle Indo-Aryan, পৃঃ ১৫)।

১০। "It is the most advanced, as regards phonetic change, of the M. I. A. dialects of the second stage" (Comparative Grammar of the Middle Indo-Aryan, পৃঃ ১৫)।

স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জন লোপের ফলে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মাধুর্য্য অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় অধিক। এই জন্য সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত গান বা কবিতা প্রায়ই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড বধ (গোউড়বহো), প্রভৃতি প্রাকৃত কাব্যের ভাষাও মহারাষ্ট্রী। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে:

মহারাষ্ট্রী

(ক) স্বরমধ্যবর্ত্তী অল্পপ্রাণ অঘোষ ব্যঞ্জনের লোপ এবং স্বরমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণের হ-কারে রূপান্তর। চতুর্থী>চউত্থী, কথম্>কহং।

(খ) কর্ম্মবাচ্যে O. I. A. য>ইজ্জ (শৌরসেনী 'ঈয়'), গম্যতে> গমিজ্জই।

(গ) ক্ষ>চ্ছ (শৌরসেনী 'ক্খ')—ইক্ষু>উচ্ছু।

(ঘ) আত্মা>অপ্পা (শৌরসেনী ও মাগধী অত্তা)।

(ঙ) কখনও কখনও 'স' স্থানে 'হ'—তস্য>তাহ।

(চ) সপ্তমী বিভক্তির স্মিন্>ম্মি (শৌরসেনী ম্হি)।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের আরও বহু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে মহারাষ্ট্রীর পার্থক্য এইখানে যে, শৌরসেনী প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী 'দ' ও 'ধ' রহিয়া গিয়াছে। কথয়তি>কধেদি (শৌরসেনী)>কহেই (মহারাষ্ট্রী)।

মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর পার্থক্য

মহারাষ্ট্র প্রাকৃতের নিদর্শন—

অহিনঅমহুলোহভাবিও
তব পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং
কমলবসঈমেত্ত নিব্বুও
মহুঅর বিসরিও' সি ণং কহং।[১১] (শকুন্তলা)

১১। রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

নবমধু-লোভী ওগো মধুকর
চুতমঞ্জরী চুমি'
কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছো
কেমনে ভুলিলে তুমি?

কবির অনুবাদে সামান্য ভুল রহিয়া গিয়াছে। মূলে 'কমল' শকুন্তলাকে বুঝাইতেছে এবং 'চুতমঞ্জরী, বুঝাইতেছে হংসপদিকাকে। অনুবাদে বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে অর্থাৎ 'কমল' অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে হংসপদিকা।

প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সঙ্গে শৌরসেনীর কোন মৌলিক পার্থক্য নাই—এই দুইটি ভাষাই দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃতের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রাকৃতেরই পরবর্ত্তী পরিণত রূপ।[১২] তাহা ছাড়া শৌরসেনী সংস্কৃতের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অন্যান্য প্রাকৃত অপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছে।

২। **শৌরসেনী**—

শৌরসেনী প্রাকৃতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(ক) স্বরমধ্যবর্ত্তী দ-কার ও ধ-কারের অবস্থিতি—তথা > তধা ; সাম্প্রতং > সংপদং।

(খ) ক্ষ > ক্‌খ—ইক্ষু > ইক্‌খু ; কর্ম্মবাচ্যের য > ঈয় গম্যতে > গমীয়দি ; সপ্তমীর স্মিন্ > ম্‌হি। সর্বস্মিন্ > সব্বম্‌হি।

(গ) ক্ত্বা > ইয়, উঅ—কদুঅ, করিঅ ; গদুঅ, গমিঅ। কেবলমাত্র কৃ ও গম্ ধাতুর উত্তর ইয় এবং উঅ প্রত্যয় হয়, অন্যত্র কেবল ইয়। যেমন, পঠ্—পঠিঅ।

শৌরসেনী প্রাকৃতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনী শিক্ষিতা নারীর ও নীচ শ্রেণীর পুরুষের ভাষা। সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন—

> পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্ [১৩]
> শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশানাঞ্চ যোষিতাম্
> তাসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
> চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা
> বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাম্।
> উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃত ক্বচিৎ।

অর্থাৎ মধ্যম বা উত্তম প্রকৃতির শিক্ষিতা নারীগণ শৌরসেনী প্রাকৃত প্রয়োগ করিবেন। ঐ সকল রমণীরই সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রয়োগ করিতে হইবে। চেটীগণ মধ্যম ও উত্তম প্রকৃতির হইলেও শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলিবে।

১২। "Maharastri is a latter phase of Sauraseni"—(Dr. D. Sarkar—"A Grammar of the prakrit language")।

১৩। কৃতাত্মনাম্ পণ্ডিতানাঞ্চ ইত্যর্থঃ—টীকা।

বালক, ষণ্ড, নীচ, দৈবজ্ঞ ও আতুর ব্যক্তির জন্যও শৌরসেনী ভাষাই বিহিত—তবে উহারা কখনও কখনও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে পারে।

কিন্তু উপরে যাহা বলা হইল তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা। সংস্কৃত নাটকে শাস্ত্রীয় ভাষা বিভাগের বিধি অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হইয়াছে।[১৪]

৩। **মাগধী—**

মাগধী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(ক) ষ, স > শ। পুরুষঃ > পুলিশে।

(খ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ কার > এ , এষঃ > এশে।

(গ) র > ল। রাজা > লাআ , দারুণ > দালুণ।

(ঘ) জ > য। জানাতি > যানাদি। জায়তে > যায়দে। 'য' কারের স্থিতি। যথা > যধা।

(ঙ) স্বরমধ্যবর্ত্তী দ' 'ধ' রক্ষিত হইয়াছে—ভবিশ্শদি , মালেধ।

(চ) মাগধী প্রাকৃতে অনেক স্থলে সমীকরণের নিয়মগুলি পালিত হয় নাই , যেমন –'**হস্তিস্কন্ধ**' শমালোবিদে' (শকুন্তলা)[১৫]। অনেকক্ষেত্রে নূতন মাগধী নিয়মে সমীকরণ হইয়াছে। যেমন, মৎস > মচ্ছ > মশ্চ অর্থাৎ চ্ছ > শ্চ। এইরূপ, র্ত > স্ট—ভর্তা > ভস্টা , ক্ষ > স্ক—প্রেক্ষামি > পেস্কামি , র্থ > স্ত বিক্রয়ার্থ > বিককৃঅস্তং।

(ছ) অ কারান্ত শব্দের সম্বোধনে আ কার হে পুরুষ > হে পুলিশা।

(জ) অ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ' বিভক্তি – চালুদত্তাহ (চারুদত্তস্য)।

(ঝ) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার ভর্তৃকাঃ > ভস্টকে।

পৈশাচী ও মাগধী প্রাকৃতের মূলে রহিয়াছে শৌরসেনী। প্রাকৃত ব্যাকরণে মাগধীর কয়েকটি উপভাষাও আলোচিত হইয়াছে , যেমন – শাকারী, চাণ্ডালী, ইত্যাদি। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন -"মাগধীর ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে ছিল শুধু হাস্যকৌতুকের জন্যই—যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটকে

১৪। "MSS. and texts often assign the dialects contrary to the rules of Poetics and the statements of commentators" A. C. Woolner—Introduction to Prakrit, page 90.

১৫। "Where other Prakrits say হত্থো Magadhi says হশ্তে"—Introduction to Prakrit (A. C. Woolner), page 6.

ঝি-চাকর-বামুনের মুখে বঙ্গালীর অথবা ঝাড়খণ্ডীর বিকৃত রূপ দেওয়া হইত।”[১৬] এই দুইটি উক্তিই ভ্রান্ত—কেননা, সংস্কৃত নাটকে সকল ক্ষেত্রেই মাগধী প্রাকৃতের সাহায্যে হাস্যকৌতুক সৃষ্টি করা হয় নাই, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙ্‌লা নাটকে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে ভাবগম্ভীর করুণ রসাত্মক নাটক রচিত হইয়াছে। বঙ্গালী বা ঝাড়খণ্ডী যাহাই হউক—তাহার মধ্যে হাস্যরসের উপকরণ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

৪। **অর্দ্ধমাগধী** –

অর্দ্ধমাগধীতে শৌরসেনী ও মাগধী—দুইয়েরই লক্ষণ রহিয়াছে—অর্থাৎ

(ক) র—ল দুইই আছে।

(খ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ-কার ‘এ’ এবং ‘ও’—দুইই হয়।

(গ) ষ, শ নাই—‘স’ আছে।

(ঘ) স্বরমধ্যবর্ত্তী লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে য শ্রুতির প্রয়োগ—স্থিত > ঠিয়, সাগর > সায়র।

(ঙ) স্বর মধ্যবর্ত্তী ‘গ’ কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে—লোকস্মিন্ > লোগংসি।

(চ) স্ম > ং স। অস্মি > অংসি।

(ছ) স্ন > স। এক্ষেত্রে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। বর্ষ > বস্‌স > বাস।

অর্দ্ধমাগধী

অর্দ্ধমাগধীর ব্যবহার জৈন সাহিত্যে দেখা যায়। জৈনদের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় মহারাষ্ট্রীও ব্যবহার করিতেন। অর্দ্ধমাগধীর প্রভাব থাকায় এ ভাষাকে বলা হয় জৈন মহারাষ্ট্রী। দিগম্বর সম্প্রদায় শৌরসেনীও ব্যবহার করিতেন—অর্দ্ধমাগধীর প্রভাবযুক্ত এই শৌরসেনীকে জৈন শৌরসেনী বলা হইয়া থাকে।

৫। **পৈশাচী**—

পৈশাচী প্রাকৃতেই গুণাঢ্য তাঁহার ‘বৃহৎ কথা’ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লুপ্ত হইলেও সংস্কৃত অনুবাদের মধ্যে কাহিনীগুলি রক্ষিত হইয়াছে। পৈশাচীর মূলে রহিয়াছে উত্তর-পশ্চিমা বা গান্ধারী। শৌরসেনীর সহিত ইহার মিল রহিয়াছে।

১৬। ভাষার ইতিবৃত্ত, (ডঃ সুকুমার সেন) পৃঃ ৯৩।

পৈশাচীর প্রধান লক্ষণগুলি এই :

(ক) স্বরমধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের অঘোষবর্ণে রূপান্তর।

পৈশাচী — নগর>নকর ; রাজা>রাচা ; গগন>গকন ; মেঘো>মেখো ; দশ-বদনো>দশবতনো ; মাধবো>মাথপো।

(খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের অলোপ।

(গ) স্বরভক্তি—কষ্ট>কসট ; স্নেহ>সনেহো ; ভার্য্যা∧ভারিআ।

(ঘ) ণ>ন। তরুণী>তলুনী।

(ঙ) মহারাষ্ট্রীর মত ত-লোপ হয় নাই, শৌরসেনীর মত 'ত' 'দ' হয় নাই, কিন্তু 'দ' 'ত' হইয়াছে—মদনো>মতনো।

(চ) ত্বা>তূন। গন্তূন, কাতূন।

পৈশাচীর একটি উপভাষার নাম—চূলিকা পৈশাচী। হেমচন্দ্র তাঁহার ব্যাকরণে এই প্রাকৃতের বিবরণ দিয়াছেন।

পৈশাচী প্রাকৃতের মূলে ছিল উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত বা গান্ধারী প্রাকৃত। বররুচির 'প্রাকৃত প্রকাশের' দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী প্রাকৃতের বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু দশম (পৈশাচী), একাদশ (মাগধী) ও দ্বাদশ (শৌরসেনী) পরিচ্ছেদ বররুচির রচনা নহে—পরবর্ত্তীকালের যোজনা—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। যাহা হউক, 'প্রাকৃত প্রকাশের' দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী প্রাকৃতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে—

১। বর্গের আদিতে না থাকিলে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হয়—কেশবঃ>কেশপো ; মেঘঃ>মেখো।

২। ণ>ন। তরুণী>তলুনী।

৩। ক্ত্বা>তূন। কৃত্বা>কাতূন।

হেমচন্দ্র তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। বৈশিষ্ট্যটি হইল স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জনের অলোপ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ত' মহারাষ্ট্রীর মত লোপ হয় না—শৌরসেনীর মত 'দ'-তেও রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু 'দ'—'ত' হয়, যেমন ; মদনঃ>মতনো।

পৈশাচীতে স্বরভক্তির উদাহরণও দুর্লভ নয়—কষ্টং>কসটং ; ভার্য্যা>ভারিআ।

পৈশাচীতে কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয় ইয্য। গীয়তে>গিয্যতে। এইরূপ

দিয্যতে (দীয়তে), পঠিয্যতে (পঠ্যতে)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি 'এয্য'। 'এয্য' প্রকৃতপক্ষে বিধিলিঙ (optative)-এর ক্রিয়া বিভক্তি। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া 'এয্য' ভবিষ্যতের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—হুবেয্য (ভবিষ্যতি)।

প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ বর্ণিত হইলেও প্রাকৃত সাহিত্যে কোনো পৈশাচী রচনার সন্ধান মেলে না। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুণাঢ্য পৈশাচী প্রাকৃতে 'বৃহৎ কথা' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে—কাহিনীগুলি রহিয়া গিয়াছে কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে।[১৭] এই গ্রন্থগুলি হইল সোমদেব ভট্ট রচিত 'কথাসরিৎসাগর', ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বৃহৎ কথা মঞ্জরী' এবং বুধস্বামীর লেখা 'বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ'। পৈশাচীর আলোচনায় বৈয়াকরণদের বিশ্লেষণ এবং বিক্ষিপ্ত দু' একটি শ্লোকই একমাত্র অবলম্বন।

বিভিন্ন প্রাকৃতের আরও বহু উপভাষা রহিয়াছে—অপ্রয়োজন বোধে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না। নিম্নে বিভিন্ন প্রাকৃতের কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইল।[১৮]

বিভিন্ন প্রাকৃতের নিদর্শন

শৌরসেনী—তক্খণং সো মম পুত্ত কিদও মঅ সাবও উবত্থিদো। তদো তএ অঅং দাব পঢমং পিবদু ত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো। ন উণ দে অবরিচিদস্স হত্থাদো উদঅং অবগদো পাদুং। পচ্ছা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কদো তেণ পণও। (শকুন্তলা—৫ম অঙ্ক)

—সেই সময়ে আমার পালিতপুত্র মৃগশাবক সেখানে উপস্থিত হইল। আপনার কাছে জল পান করিবে এই আশায় আপনি তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে আপনার হাত হইতে জল পান করিতে আসিল না। পরে আমি সেই জল গ্রহণ করিলে সে প্রণয় প্রকাশ করিল।

মাগধী—অধ একদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅন্তং গং দংশঅন্তে য্যেব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুণা মালেধ কুস্টের বা।

১৭। ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থগুলিকে বৃহৎ কথার অনুবাদ বলিয়াছেন (তাঁহার ইতিবৃত্ত —পৃঃ ৯৪)। কিন্তু এইগুলি ঠিক অনুবাদ নয়—তবে 'বৃহৎ কথা' অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ বটে।

১৮। মহারাষ্ট্রীর নিদর্শন পূর্বে শকুন্তলা নাটকের হংসপদিকার সঙ্গীতটিতে দেওয়া হইয়াছে ।

—তারপর একদিন এক রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে গিয়া তাহার উদরের মধ্যে এই মহারত্নোজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কটি দেখিতে পাই। পরে বিক্রয়ের জন্য এখানে দেখাইবার সময় আপনাদের হাতে ধরা পড়িয়াছি। এইটুকুই ইহার বৃত্তান্ত। এখন মারুন অথবা কাটুন।

অর্দ্ধ মাগধী—পোলাসপুরে ন'ম নয়রে, সহস্সম্ববন উজ্জানে জিয়সত্তু রায়া। তত্থ ণং পোলাসপুরে নয়রে, সদ্দালপুত্তে নামং কুম্ভকারে আজীবিওবাসএ পরিবসই।

—পলাসপুর নামে এক নগর ছিল, সেখানে সহস্রাম্রবন নামে এক উদ্যানে জিতশত্রু নামে এক রাজা ছিলেন। সেই পলাসপুর নামক নগরে সদ্দালপুত্ত নামে এক কুম্ভকার বাস করিতেন—তিনি ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায় ভুক্ত।

পৈশাচী—

নচ্চন্তস্স য লীলাপাতুকখেবেন কম্পিতা বসুথা।
উচ্ছয়ন্তি সমুদ্দা সইল নিপতন্তি তাং হলং নমথ।

যাঁহার নৃত্য করিবার সময়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বসুধা কম্পিত হয়, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, পর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়ে—সেই হলধরকে প্রণাম কর।

(হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ,
চতুর্থ অধ্যায়, ৩২৬ সংখ্যক সূত্র)

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাকৃত ব্যাকরণের মূল সূত্র

[এক]

ধ্বনি-পরিবর্ত্তন

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে আদর্শ ধরিয়া লইয়া সাধারণভাবে প্রাকৃতের স্বরূপটি বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। প্রাকৃত ভাষায় ধ্বনিগত পরিবর্ত্তনের প্রশ্নটিই এখানে সঙ্ক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

১। একক বা অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের (Single Consonants) কথা—

(ক) শব্দের আদিতে ন, য, শ, ষ - এই কয়টি ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য ব্যঞ্জন সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে। ন' এর মূর্দ্ধন্যীভবন ঘটে, মাগধী প্রাকৃত বাদে অন্যত্র 'য' হয় 'জ', মাগধী প্রাকৃতে 'শ' থাকে—অন্যত্র শ -ষ > 'স'।

(খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী না হইলেও 'তাবৎ' এবং 'তে' এই দুইটি শব্দের 'ত' ঘোষবৎ হয়—দাব, দে।

(গ) কোথাও কোথাও **অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা ঘটে**— পনস > ফনস ; কুব্জ > খুজ্জ। প্রাকৃতের যুগে কখনও কখনও আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িত তাই এই মহাপ্রাণতা।

একক ব্যঞ্জন
Single Consonant

(ঘ) কোথাও কোথাও **উচ্চারণস্থানের পরিবর্ত্তন** ঘটিয়াছে— তিষ্ঠতি > চিট্‌ঠদি (দন্ত্যবর্ণ স্থানে তালব্য)। কৃত > কট (দন্ত্যবর্ণ স্থানে মূর্দ্ধন্য)।

(ঙ) শব্দের মধ্যে ধ্বনিপরিবর্ত্তন বেশী হইয়াছিল।

স্বরমধ্যবর্ত্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, য -এই কয়টি ব্যঞ্জন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে—(কগচজতদপবযাং প্রায়ো লোপঃ)। এই লোপের প্রধান প্রতিনিধি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত—মোদক > মোঅঅ ; গতো > গও ; হৃদয় > হিঅঅ।

স্বরমধ্যবর্ত্তী খ, ঘ, থ, ধ, ফ এবং ভ—মহাপ্রাণ বর্ণগুলি হ-কারে পরিণত হইয়াছে—সখি > সহি ; পৃথিবী > পুহবী ; বিভব > বিহব ('ভ' শব্দের আদিতে থাকিলেও হ-কারে পরিণত হইয়াছে- ভবতি > হোদি।)

শব্দের শেষেও একক ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—

(ক) ম্ স্থানে অনুস্বার। গৃহম্ আনয়তি—গেহং আণেদি।

(খ) অ-কারের পরে বিসর্গ>ও; অন্য স্বরের পরে বিসর্গ লোপ। পুত্রঃ>পুত্তো, দেবেভিঃ>দেবেহি।

(গ) অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ—পশ্চাৎ>পচ্ছা।

২। এইবার সংযুক্ত ব্যঞ্জনের (Conjuncts) কথা—

প্রথম কথা এই—শব্দের প্রথমে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বসিবে না।

শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে—হয় স্বরভক্তির সাহায্যে তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে—না হয় তাহাদের সমীকরণ হইয়াছে।

সমীকরণের প্রধান নিয়ম এই :

(১) দুইটি সমান অর্থাৎ এক শ্রেণীর বর্ণ হইলে পরেরটি থাকিবে—দুইটি অসমান হইলে যাহার শক্তি[১] বেশী সেই থাকিবে।

যেমন, যুক্ত>যুত্ত, দুগ্ধ>দুদ্ধ (দুইটি স্পর্শ—সুতরাং দুইটি সমান; সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী পরেরটি রহিয়াছে)।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন
Conjunct
Consonants

অগ্নি>অগ্‌গি; যুগ্ম>যুগ্‌গ (স্পর্শ ও নাসিক্য; নাসিক্য কম শক্তিশালী—তাই স্পর্শবর্ণটি রহিয়াছে)।

কাব্য>কব্ব; বিস্র>বিস্‌স—এখানেও শক্তিশালীর জয় হইয়াছে।

সমীকরণের ইহাই সাধারণ সূত্র। কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নিম্নে আলোচিত হইল।

সমীকরণের নিয়ম

(২) স্পর্শবর্ণের সঙ্গে উষ্মবর্ণের সংযোগ ঘটিলে—স্পর্শবর্ণ যদি পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া 'চ্ছ' হইবে বৎস> বচ্ছ; মৎস>মচ্ছ; কক্ষ>কচ্ছ।

যদি উষ্মবর্ণ পূর্ব্বে থাকে তাহা হইলে স্পর্শবর্ণটিকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিয়া তাহার সহিত উষ্মবর্ণের সমীকরণ হইবে—হস্ত>হত্থ; আশ্চর্য> অচ্ছরিঅ।

১। A. C. Woolner তাঁহার 'Introduction to Prakrit' গ্রন্থে (গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য) সমীকরণের কৌশলটি বুঝাইবার জন্য শক্তি অনুসারে ব্যঞ্জনগুলিকে এইভাবে সাজাইয়াছেন :

(১) স্পর্শবর্ণ (নাসিক্য বাদে); (২) নাসিক্য; (৩) ল স ব র য (যথাক্রমে); (৪) হ।

কিন্তু পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা ঘটিবে না—অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গেই উষ্মবর্ণের সমীকরণ হইবে। নিষ্ক>নিক্ক।

(৩) দন্ত্যবর্ণের সঙ্গে য ফলা যুক্ত থাকিলে—প্রথমে দন্ত্যবর্ণটিকে তালব্যবর্ণে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সহিত য-ফলার সমীকরণ করিতে হইবে। সত্য>সচ্চ, মিথ্যা>মিচ্ছা; অদ্য>অজ্জ; মধ্য>মজ্‌ঝ।

(৪) উষ্মবর্ণের সঙ্গে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত থাকিলে, নাসিক্যবর্ণ যদি পরে থাকে, তবে তাহাকে পূর্ব্বে আনিতে হইবে—উষ্মবর্ণ হ-কার রূপে পরে চলিয়া যাইবে। প্রশ্ন>পণ্‌হ; গ্রীষ্ম>গিম্‌হ; উষ্ণ>উণ্‌হ। (ব্যতিক্রম রশ্মি>রস্‌সি)।

মাগধী প্রাকৃতে বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথক নিয়মে সমীকরণ হইয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

[দুই]

প্রাকৃত ধ্বনি পরিবর্ত্তনের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম :

১। **সমীভবন** (Assimilation—সমীভবনবিধির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উদাহরণ—প্রাপ্নোতি>পপ্পোতি, দৃষ্টি>দিট্‌ঠি।

২। **বিষমীভবন**—(Dissimilation)—সদৃশ ধ্বনিগুলির মধ্যে একটিকে পৃথক ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত করিবার নাম বিষমীভবন - লাঙ্গল>নঙ্গল; ললাট> নলাট।

ধ্বনিপরিবর্ত্তনের নিয়ম

৩। **সাদৃশ্যজাত পদ** (Words formed by analogy)—শব্দের সাদৃশ্যে শব্দগঠনের দৃষ্টান্ত প্রাকৃতে রহিয়াছে—কায়েন= কায়সা (তুলনীয় 'মনসা'); সুবচঃ=সুব্বচো (তুলনীয় 'দুব্বচো')।

৪। পরিপূরক বৃদ্ধি (Compensatory lengthening) একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা—অর্হৎ>অরহা, পরিষৎ>পরিসা, সিংহো> সীহো।

৫। **বিপর্য্যাস** (Metathesis)—শব্দের মধ্যে দুইটি ব্যঞ্জনের স্থান পরিবর্ত্তন হ্রদ>দহ; মশক>মকস।

৬। **বিপ্রকর্ষ** বা **স্বরভক্তি** (Anaptyxis, Vowel Augmentation, Intrusive vowel)—যুক্ত ব্যঞ্জনের দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরবর্ণের আগম—অর্হতি>অরিহদি; ভার্য্যা>ভরিয়া; আর্ষ>অরিষ।

৭। **অপিনিহিতি** (Epenthesis)

পদমধ্যবর্ত্তী ই-কার বা উ-কার স্বস্থানে থাকিয়া (বা না থাকিয়া) পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের আগেই উচ্চারিত হইবার নাম অপিনিহিতি। প্রাকৃতের অপিনিহিতি সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—"বৈদিকের বিকারে জাত প্রাকৃতেও ক্বচিৎ এইরূপ পূর্ব্বাভাসাত্মক 'ই' ও 'উ' বর্ণের বিপর্য্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ আছে : যথা—সংস্কৃত কার্য্য = কার্ইঅ > কাইর্অ > হ-কাইর > কের ; ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হিসাবে প্রাকৃতে এই 'কের' পদ প্রচলিত হয়, পর্য্যন্ত = পর্যন্ত = পর্ই অন্ত > পইরন্ত > পেরন্ত ; পর্ব্ব = পর্উঅ > পউর > পোর—ইত্যাদি দুই চারিটি পদ প্রাকৃতে পাওয়া যায় এবং এগুলি এই পূর্ব্বাভাসাত্মক বিপর্য্যয় বা আগমের ফল। ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদগণ স্বর্-ধ্বনির এই প্রকার গতির নামকরণ করিয়াছেন Epenthesis"।[২]

সংস্কৃতে 'য' ইয়-রূপে উচ্চারিত হইত। সুনীতিবাবু এই ই-কারেরই অপিনিহিত অবস্থার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। A. C. Woolner এই সকল ক্ষেত্রে প্রথমে স্বরভক্তির কথা বলিয়াছেন এবং স্বরভক্তির দ্বারা যে ই-কারের আগম হইয়াছে তাহারই অপিনিহিতি হইয়াছে - এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন, আর্য্য > অরিঅ > অইর > এর ; পর্য্যন্ত > পরিঅন্ত > পইরন্ত > পেরন্ত ; আশ্চর্য্য > অচ্ছের (< অচ্ছইর < অচ্ছরিঅ ; কার্য্য > কের।

যাহাই হউক—এইগুলি যে অপিনিহিতির উদাহরণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"প্রাকৃতে অপিনিহিতি একেবারেই নাই। প্রাকৃতে (এবং বাঙ্‌লায় কখনো কখনো) যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন বলিয়া চলে তাহা আসলে **স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাসেরই** নিদর্শন"।[৩]

মন্তব্যটি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ—'স্বর-ধ্বনি-বিপর্য্যাস' বলিতে তিনি ঠিক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে একটি স্বর ও একটি ব্যঞ্জনের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—দুইটি স্বরের মধ্যে নহে। কার্য্য >

২। বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—পৃঃ ৭৫।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত—পৃঃ ২২৫।

কারিঅ > কাইর > কের—এখানে ই-কার র-কারের পরে ছিল, আগে আসিয়াছে—র-কার ই-কারের আগে ছিল, পরে আসিয়াছে—ইহাকে স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাস বলিব কি? বিপর্য্যাস তুইটি ব্যঞ্জনেরই হইয়া থাকে—তুইটি স্বরের বিপর্য্যাস হয় না। তা ছাড়া এখানে স্বরের সংখ্যাও মাত্র একটি।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্‌লায় **কখনো কখনো** যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন বলিয়া চলে, তাহাকেও তিনি 'স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাস' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু 'কখনো কখনো' কেন? বাঙ্‌লায় **সকল সময়** যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার একটি প্রধান উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য; যেমন—কইর‍্যা > করিয়া। ইহাকে কি অপিনিহিতি না স্বরধ্বনি বিপর্য্যাস বলা হইবে?

প্রাকৃতে অপিনিহিতি একেবারে নাই—এই বিশ্বাস বশে সুকুমারবাবু বাঙ্‌লা ষষ্ঠীর—র এর বিভক্তির উৎস সন্ধান করিতে গিয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে কারক-বিভক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--

১। এই বিভক্তি আসিয়াছে -কর, -কার, -কের হইতে।

২। এই বিভক্তি-স্থানীয় অনুসর্গগুলি অপভ্রংশে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হইত এবং এই বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ হইতেই বাঙ্‌লায় -কর, -কার, -কের আসিয়াছে।

৩। কার্য্য হইতে '-কের' আসিতে পারে না। স্মরণার্থক কৃ' ধাতু হইতে পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (তুলনীয় বৈদিক 'কেরু')।[৪]

প্রাকৃত স্তরে অপিনিহিতির সম্ভাবনা স্বীকার করিলে বাংলা ষষ্ঠী বাচক বিভক্তির উৎপত্তি বিচারসম্মত হয়।

৮। **অভিশ্রুতি** (Umlaut)

প্রাকৃতে অভিশ্রুতির কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নাই। তবে উপরে উদ্ধৃত অপিনিহিতির উদাহরণগুলিতেই অভিশ্রুতির নিদর্শন রহিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অপিনিহিত ই-কার বা উ-কার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সহিত মিলিত হইয়া নূতন স্বর সৃষ্টি করিয়াছে। কার্য্য > কারিঅ > কাইর > কের।

৯। **মূর্দ্ধন্যীভবন**

প্রাকৃতে মূর্দ্ধন্যীভবনের উদাহরণ প্রচুর মিলিবে। যখন বিনা কারণে স্বাভাবিক ভাবেই দন্ত্যবর্ণ মূর্দ্ধন্য বর্ণে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলে

৪। কিন্তু 'ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হইয়াছে—ষষ্ঠীর 'র' এবং 'এর' আসিয়াছে যথাক্রমে 'কর', 'কার্য্য', শব্দ হইতে। (পৃঃ ১৫৯)।

স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation); যেমন—পতাকা> পডাআ। যখন কোন মূর্দ্ধন্য বর্ণের প্রভাবে এই পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহাকে বলে Resultant Cerebralisation; যেমন—প্রতিবর্দ্ধতে>পটিবড্ঢই; মৃত্তিকা>মট্টিআ; প্রতিমা>পড়িমা।

১০। **আদিস্বরলোপ** (Aphesis)

প্রাকৃতে অনাদি স্বরে শ্বাসাঘাতের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনাদিস্বর লুপ্ত হইয়াছে। যেমন—অরণ্যং>রণ্ণং; অপি>পি (বি); ইদানীং>দাণিং; অলাবু>লা-উ। সংস্কৃত অপিহিত>পিহিত।

১১। **মধ্যস্বর লোপ** (Syncope)

যেমন - বদরং>বোরং; লবণং>লোণং, নবমালিকা>নোআলিআ; ময়ূরো>মোরো; চতুর্থী>চোত্থী।

১২। **আদিবর্ণাগম** (Prothesis)

স্ত্রী>ইত্থী।

১৩। **সমাস্বর লোপ** (Haplology)

পাশাপাশি দুইটি সমান অক্ষরের মধ্যে একটিকে লুপ্ত করা হয় প্রপা—পালিকা প্রপালিকা>পবালিআ। *করিসিসি>করিসি (অপভ্রংশ)।

১৪। **নাসিক্যীভবন** (Nasalisation)

নাসিক্য বর্ণ লুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের অনুনাসিকতা—কুসুমানি>কুসুমাইঁ। সংযুক্ত বর্ণের একটি লুপ্ত হইলেও অনুস্বারের আগম হয়—(Compensatory Nasalisation) অশ্রু>অস্সু>অংসু।

১৫। **শ্রুতিধ্বনি** (Glides)

একমাত্র য-শ্রুতি অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে দেখা যায়। যেমন—নগর>নঅর>নয়র।

[তিন]

(স্বরবর্ণের রূপান্তর)

(ক) প্রাকৃতে 'ঋ' স্বরধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ ঋ-কারের পরিবর্ত্তে অ, ই, উ এবং কখনও কখনও 'এ' হইয়াছে। মৃগঃ>মিগো; মৃতঃ>মও; মৃণালং>মুণালো; গৃহ>গেহ।

(খ) ঐ>এ; ঔ>ও; শৈলঃ>সেলো; ওষধানি>ওসধাণি।

(গ) অয় > এ ; অব > ও ; পূজয়তি > পূজেদি ; ভবতি > ভোদি।

(ঘ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও অনুস্বারের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব—কাব্যং>কব্বং ; মাং>মং।

রূপ পরিবর্ত্তন

প্রাকৃত রূপতত্ত্বের (Morphology) কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হইতেছে।

শব্দরূপ – প্রাকৃতে পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়, তাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলি স্বরান্ত শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছিল। দ্বিবচনের স্থান অধিকার করিয়াছিল বহুবচন। চতুর্থী ও ষষ্ঠী মিশিয়া গিয়াছিল। শব্দরূপে সকল শব্দকেই অ-কারান্ত শব্দের মত রূপ করিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, পুত্র শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে পুত্তস্স, সেইরূপ মুনি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনেও মুনিস্স। পুত্র শব্দের সপ্তমীর একবচনে পুত্তম্মি—অগ্নি শব্দেরও সপ্তমীর একবচনে অগ্‌গিম্মি। চতুর্থীতে পুত্তায় শব্দের সাদৃশ্যে 'কন্মায়'>কম্মাঅ।

প্রাকৃত শব্দরূপের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এখানে সাদৃশ্যনীতিই (Principle of analogy) কাজ করিয়াছে বেশী। অ-কারান্ত, ই কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ সর্ব্বনাম 'সর্ব্ব' শব্দের সপ্তমীর একবচনের মত—পুত্তম্মি (*পুত্রস্মিন্), অগ্‌গিম্মি (*অগ্নিস্মিন্), বায়ুম্মি (বায়ুস্মিন্)। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত গুণিন্ শব্দের মত অগ্নি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হয় অগ্‌গিণো (মহারাষ্ট্রী 'অগ্‌গিস্স'— পুত্ত শব্দের মত)। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ 'অগ্‌গিণো'- গুণিন্ শব্দের মত। বায়ু শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'বায়ুস্স', বায়ুণো দুইটি পদই হয়—একটি পুত্ত শব্দের সাদৃশ্যে—একটি সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে। ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ পিতৃ > পিদু > পিউ—অন্ ভাগান্ত রাজন্ > রাঅ, আত্মন্ > অত্ত>অপ্প, অ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মালা (লতা), ঈ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নদী—ও সর্ব্বনাম শব্দগুলির রূপরচনায় অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রাকৃত শব্দরূপ পুংলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দরূপের ছাঁচে ঢালিবার একটা ঝোঁক রহিয়াছে—একথা বলা অপেক্ষা বলা সঙ্গত—প্রাকৃত শব্দরূপে সাদৃশ্যনীতি কাজ করিয়াছে বেশী অর্থাৎ প্রাকৃতে

এক শব্দরূপের সাদৃশ্যে অন্য শব্দের রূপগঠন করিবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৫]

অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃতে সংস্কৃত অন্, অৎ; মৎ ও বৎ-ভাগান্ত শব্দগুলির অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত করিয়া অ-কারান্ত শব্দে পরিণত করা হইয়াছে এবং সেই সকল শব্দের কোন কোন বিভক্তির রূপ অ-কারান্ত 'পুত্ত' শব্দের মত। (অৎ=অন্ত; মৎ=মন্ত; বৎ=বন্ত)—মহতঃ > মহন্তস্‌স।

প্রধানতঃ অ কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের ষষ্ঠীর স্‌স, এবং সপ্তমীর —স্মিন্‌ অন্য শব্দ গ্রহণ করিলেও সেই সকল শব্দের রূপ পৃথক রীতিতেই করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ পদ গঠনকে সাদৃশ্যজাত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত।[৬]

ধাতুরূপ

প্রাকৃতে ধাতুরূপের বৈচিত্র্য কম। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে—আত্মনেপদ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষায় কিছু কিছু আত্মনেপদী রূপ রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের অতীতকালের বিচিত্র সম্পদ লঙ্‌, লিট্‌ ও লুঙ্‌ লুপ্ত হইয়াছে—প্রাকৃতে অতীতকালে ক্রিয়া গঠন করা হইয়াছে কৃদন্ত প্রত্যয়ের সাহায্যে। কোথাও এই কৃদন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সহকারী ক্রিয়া থাকে—কোথাও বা নাই। সুতরাং সংস্কৃতের বিচিত্র ক্রিয়ারূপের মধ্যে প্রাকৃতে এই কয়টি মাত্র বাঁচিয়া আছে—

১। লট্‌—বর্ত্তমান (Present Indicative)।
২। লোট্‌—অনুজ্ঞা (Imperative)।
৩। বিধিলিঙ্‌ (Optative)।
৪। লৃট্‌—ভবিষ্যৎ (Future)।
৫। কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়া (Active & Passive)।

৫। "Prakrit declension differ from those of Sanskrit mainly through the simplification effected by transferring words from one declension to another i e. by analogy" A. C. Woolner (Introduction to Prakrit, page 33)

৬। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"অধিকাংশ শব্দ অ-কারান্তের মত রূপ হইত" (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৮১)—ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলে এই জাতীয় উক্তিতে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (অষ্টম অধ্যায়ে প্রদত্ত—শব্দরূপ ও ধাতুরূপ দ্রষ্টব্য।)

৬। কৃদন্ত (Participles)।

৭। প্রেরণার্থক ণিজন্ত ক্রিয়া (Causative)।

৮। তুমুন অন্তক ক্রিয়া (Infinitive)।

৯। ক্ত্বা-ল্যপ্-অন্তক পূর্বকালিক ক্রিয়া (Gerund)।

প্রাকৃত ধাতুরূপকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) অ-গণ, (খ) এ গণ (ই গণ) এবং (গ) অন্যান্য গণ।

(ক) অ গণ (কর্মবাচ্যের রূপ ও অ-গণের অন্তর্গত),

পুচ্ছদি, পুচ্ছই ; পুচ্ছসি ; পুচ্ছন্তি।

কর্মবাচ্য—পুচ্ছীআদি, পুচ্ছিজ্জই।

(খ) এ-গণ (অয়>এ ; এই গণের অন্তর্গত প্রেরণার্থক ও নামধাতু) :

কধেদি, কহেই ; কধেসি , কধেন্তি, কহেন্তি।

প্রেরণার্থক—আণবেদি (আজ্ঞাপয়তি), কারাবেই (কারাপয়তি- Double Causative)।

নামধাতু—সুখেতি (সুখয়তি)।

(গ) অন্যান্য গণ—(O.I.A.—নো—শক্নোতি) সক্কুণোমি ; (O I. A—'ও' করোতি) করোদি ; (O I A—'না') সুনাদি, অস্তি>অত্থি ইত্যাদি।

সকল ধাতুরূপকেই ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মত (অর্থাৎ অ-গণীয় ধাতুর মত) একটি ছাঁচে ঢালিবার একটা প্রবণতা প্রাকৃতে লক্ষিত হয় বটে—কিন্তু "সকল ধাতুর রূপ ভ্বাদিগণীয়ের মত"[১] একথা বলা চলে না।

ক্রিয়া বিভক্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য—

(ক) বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের একবচনে ম্হি>ম্মি এবং বহু বচনে 'ম্হ' যুক্ত হয়। এই বিভক্তি আসিয়াছে অস্ ধাতুর লটের উত্তম পুরুষের বিভক্তি হইতে। অস্মি>অম্হি ; স্ম>ম্হ। গচ্ছমহি ; গচ্ছম্হ।

(খ) অপভ্রংশের শেষ যুগে উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'হুঁ' বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় লভহুঁ, অচ্ছহুঁ। ডক্টর সুকুমার সেন ইহার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই ভাবে—*মভ্যাম্ (তুভ্যাম্-এর সাদৃশ্যে) >মহুঁ > অহুঁ।

১। 'ভাষার ইতিবৃত্ত', পৃঃ ৮২। (ডঃ সুকুমার সেন)

'অহম্' হইতেও ইহার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা চলে—অহকে>হগে>হএ> হঁউ>হোঁ>হুঁ। এই ব্যুৎপত্তিই সহজ ও স্বাভাবিক।

(গ) অনুজ্ঞা (লোট্) মধ্যম পুরুষের বহুবচনেও উক্ত 'হু' বিভক্তি হয়। অপভ্রংশে ইহার প্রয়োগ আছে—ছড্ডহু (Give up,[৮] লট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন 'থ' (থস্ নহে) এখানে প্রসারিত হইয়াছে। থ>হ>হু।

(ঘ) প্রাকৃতে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া-প্রাতিপদিক গঠিত হইয়াছে নিম্ন-লিখিত প্রত্যয়গুলির সাহায্যে—

১। ইস্স (> ইষ্য)- পুচ্ছিস্সদি; পুচ্ছিস্সং।

২। -ইহি (ইষ্য>ইসিঅ>ইসি>ইহি)—পুচ্ছিইহি, পেক্‌খিহিমি।

৩। ক্‌খ—ভক্‌খতি>ভক্ষ্যতি।

৪। অনেক ক্ষেত্রে দুইটি প্রত্যয় করা হইয়াছে—হোহিস্সামো।

(ঙ) বিধিলিঙের প্রয়োগ অর্দ্ধমাগধীতে এবং জৈনমহারাষ্ট্রীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীতে বিধিলিঙের প্রয়োগ খুব কম- অন্যান্য প্রাকৃতে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন রূপ - লহেঅং, ভবেঅং, লহে, ভবে, গচ্ছে, চরে, পডিগহে।

প্রাকৃতে সংস্কৃত প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তিত রূপ—যাৎ— জ্জা (জ্জ)

যাস্ - জ্জাসি (জ্জাহি)

যাম্—জ্জা (জ্জ)

বট্টেজ্জা, বট্টেজ্জাসি, বট্টেজ্জামি (-'মি' লটের উত্তম পুরুষের একবচনের রূপসাদৃশ্যে)। এইরূপ - জানীয়াৎ, জাণিজ্জা, জাণেজ্জা।

(চ) **কর্ম্মবাচ্য** (Passive)

সংস্কৃতে কর্ম্মবাচ্যে 'য' প্রত্যয় যুক্ত হইত—প্রাকৃতে কোথাও কোথাও এই 'য'-কারের (১) পূর্ব্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমীকরণ হইয়াছে। আবার কোথাও (২) য>ইয়, আবার কোথাও (৩) য>ইয়>ইজ্জ হইয়াছে।

শৌরসেনী ও মাগধীতে 'ইয়' এবং প্রাকৃতে 'ইজ্জ'। এই 'ইয়' অথবা

৮। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার Comparative Grammar of M.I.A গ্রন্থে (পৃ: ১০৯) 'হু' বিভক্তিকে প্রথম পুরুষের একবচনের বিভক্তিরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—লট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন 'থস্' (?) এখানে ধার করা হইয়াছে। 'থস্' হইতে হু-বিভক্তির উৎপত্তি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Middle Indo Aryan Reader-এর ব্যাখ্যা পুস্তকে ইহাকে মধ্যম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তিরূপে দেখানো হইয়াছে। ডক্টর সেন ঐ গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

'ইজ্জ' কোথাও মূল ধাতুর সঙ্গে, কোথাও আবার বর্ত্তমান কালের (লট্) রূপের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

উদাহরণ—(১) সমীকরণ (পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে)—মহারাষ্ট্রী দৃশ্যতে > দিস্সই ; গম্যতে > গম্মই।

(২) ইয়—গমীয়দি, গচ্ছীয়দি (শৌরসেনী), ইশ্চীয়দি (মাগধী)।

ইষ্যতে > ইচ্ছ্যতে > ইশ্চীয়দি।

(৩) ইজ্জ—গমিজ্জই (মহারাষ্ট্রী)।

(ছ) **প্রেরণার্থক ধাতু** (Causative)

সংস্কৃতে 'অয়' (ণিচ্) বিকরণ যোগ করিয়া প্রেরণার্থক ধাতু গঠিত হয়—গময়তি, কারয়তি। 'অয়' প্রাকৃতে 'এ' হইয়াছে। সংস্কৃতে আ-কারান্ত ধাতুর পরে 'প' যুক্ত হইয়া 'অয়'—'পয়' হইয়াছে। 'পয়' প্রাকৃতে পে > বে হইয়াছে।

উদাহরণ—এ—কারয়তি > কারেই।

বে—নির্ব্বাপয়তি > নিব্বাবেদি ; স্থাপয়তি > ঠাবেই ; আজ্ঞাপয়তি > আণবেদি ; দর্শাপয়তি > দর্শাবেতি (Double Causative)।

(জ) **নামধাতু** (Denominative)

প্রাকৃতে নামধাতুর রূপ অনেকটা প্রেরণার্থক ধাতুর রূপের মতই। অশোকের ধৌলী অনুশাসনে 'দুখীয়তি', গীর্ণার অনুশাসনে 'সুখাপয়ামি' পালিতে 'ধনীয়তি', 'মমায়তি' (> মম), 'সুখাপেতি' প্রভৃতি পদ পাওয়া যায়। নিয়া প্রাকৃতে—'কম্মবেতি', অর্দ্ধমাগধীতেই 'বেঢ়াবেই'।

(ঝ) **তুমুন্-অন্তক ক্রিয়া** (Infinitive)

সংস্কৃতের তুম্-প্রত্যয় শৌরসেনী ও মাগধীতে হইয়াছে—দুম্, মহারাষ্ট্রীতে হইয়াছে—উম্। এই প্রত্যয় কখনও মূল ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, কখনও বর্ত্তমানকালের লট্ রূপের সহিত যুক্ত হইয়াছে—

শৌরসেনী—গচ্ছিদুং, গমিদুং, কাদুং, করিদুং, (কর্ত্তুম্), পুচ্ছিদুং।

মহারাষ্ট্রী—কাউং (কর্ত্তুম্) পুচ্ছিউং।

(ঞ) **ক্ত্বা-ল্যপ্-অন্তক—পূর্ব্বকালিক ক্রিয়া** (Gerund)

সংস্কৃতে ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে ল্যপ্ প্রত্যয় যুক্ত হইত—না থাকিলে 'ক্ত্বা' যুক্ত হইত। প্রাকৃতে এই নিয়ম রক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ উপসর্গ না থাকিলেও 'ল্যপ্' (য) প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে।

য—পুচ্ছিঅ, গমিঅ, সুণিঅ করিঅ, ওদারিঅ (অবতীর্য)—শৌরসেনী।

ত্বা—জাণিত্তা, পুচ্ছিত্তা, আগমিত্তা (অর্দ্ধমাগধী) ;

কিত্বা, হিত্বা, সুত্বা (খরোষ্ঠী ধম্মপদ)।

শৌরসেনী প্রাকৃতে **কৃ** ও **গম্** ধাতুর পরে **'দুঅ'** প্রত্যয় বিকল্পে হইয়া থাকে—কদুঅ (করিঅ), গদুঅ (গমিঅ)। পক্ষে "দূণ", "উণ" প্রত্যয়ের প্রয়োগও দেখা যায় ; যেমন—পেক্খিউণ। তবে শৌরসেনী প্রাকৃতে য>ইয় রূপটিই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে দূণ>উণ—যেমন পুচ্ছিউণ ; মাগধীতেও তাই—হোউণ, হসিউণ, কাউণ। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে প্রাকৃতে পূর্ব্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) গঠনের জন্য নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—

১। ত্বা, ত্তা

২। ইঅ

৩। দূণ, উণ

৪। দুঅ

৫। ত্বী (উত্তর-পশ্চিমা গান্ধারী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য—আলোচেতি, তিট্ঠিতি)

(ট) **কৃদন্ত** (Participles)

প্রধান প্রত্যয়গুলির কথা নির্দ্দেশিত হইল :

বর্ত্তমানকালের প্রত্যয় (Present Participle)

১। -অন্ত—

জানন্ত, পিঅন্ত, হোন্ত।

২। -অন্তক (স্বার্থিক ক প্রত্যয়)—

খলন্তআ (স্খলন্তক), কলেন্তআ—মাগধীপ্রাকৃতে সম্বোধনের পদ।

৩। -মান—পেচ্ছমাণ ; সুণমাণ (অর্দ্ধমাগধী), লোদমাণ (মাগধী), পুচ্ছমাণ।

৪। -আন—কুব্বাণ।

(ঠ) **অতীতকালের প্রত্যয়** (Past Participle)

১। -ন—দিন্ন, (দত্তঃ) পপলীণ (প্রপ্রলীনঃ)।

২। -ইত—জাণিদ, গহিদ, জণিদ (জন্)।

(ড) **ভবিষ্যৎকালের প্রত্যয়** (Future Participle—Passive)

সংস্কৃত 'তব্য' 'অনীয়' 'য'—এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে একমাত্র 'তব্য' প্রত্যয় প্রাকৃতের সর্ব্বস্তরে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপভ্রংশের শেষ স্তরে আসিয়া এই 'তব্য' হইতেই বাঙ্লা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া প্রাতিপদিক 'ইব' উদ্ভূত হইয়াছিল।

১। তব্য—হোদব্ব, জাণিদব্ব।

২। অনীয়—পূঅণীয়।

৩। য—পে য্ য (পেয়)।

(ঢ) **সনন্ত ও যঙন্ত ক্রিয়া** (The Desiderative and the Intensive)

এই শ্রেণীর ক্রিয়া প্রাকৃতে প্রচলিত বাগ্ধারার অন্তর্গত ছিল না। সংস্কৃত সনন্ত ও যঙন্ত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তিত রূপ কিছু কিছু প্রাকৃতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—জিগিংসতি (জিগীষতি), জুউচ্ছই (জুগুপ্সতে), ববক্খতি (বিবক্ষতি), দদ্দল্লতি (জাজ্বলতে)।

(ণ) **অতীতকালের যৌগিক ক্রিয়া** (Periphrastic Past)

এই শ্রেণীর ক্রিয়া গঠিত হইত অতীতকালের কৃদন্ত ক্রিয়ার সহিত 'অস্' ধাতু যোগ করিয়া—গদেসি (গতঃ অসি), হদোম্হি (হতঃ অস্মি)।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাকৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ

ক। শব্দরূপের আদর্শ

শব্দরূপের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই—চতুর্থী বিভক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দরূপও নাই।

নিম্নে যে কয়েকটি শব্দরূপের নিদর্শন দেওয়া হইতেছে তাহাতে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী রূপ থাকিবে—প্রয়োজন বোধে মাগধী রূপও দেওয়া হইবে।

১। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

পুত্ত (পুত্র)

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	পুত্তো (মাগধী পুত্তে)	পুত্তো	পুত্তা	পুত্তা
দ্বিতীয়া	পুত্তং	পুত্তং	পুত্তে	পুত্তা, পুত্তে
তৃতীয়া	পুত্তেণ	পুত্তেণ	পুত্তেহিং	পুত্তেহিং পুত্তেহি
চতুর্থী	পুত্তস্স	পুত্তাঅ	পুত্তাণং	পুত্তাণং
পঞ্চমী	পুত্তাদো	পুত্তাও	পুত্তেহিংতো	পুত্তেহিংতো
ষষ্ঠী	পুত্তস্স (মাগধী—পুত্তাহ)	পুত্তস্স	পুত্তাণং	পুত্তাণং
সপ্তমী	পুত্তে	পুত্তস্মি, পুত্তে	পুত্তেসু	পুত্তেসু

২। ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

অগ্‌গি (অগ্নি)

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	অগ্‌গী	অগ্‌গী	অগ্‌গীও, অগ্‌গিণো	অগ্‌গিণো অগ্‌গী
দ্বিতীয়া	অগ্‌গিং	অগ্‌গিং	অগ্‌গিণো	অগ্‌গিণো

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
তৃতীয়া	অগ্‌গিণা	অগ্‌গিণা	অগ্‌গীহিং	অগ্‌গীহি
চতুর্থী	অগ্‌গিণো	অগ্‌গিস্‌স	অগ্‌গীণং	অগ্‌গীণ
পঞ্চমী[১]	অগ্‌গীদো	অগ্‌গীও	অগ্‌গীহিং	অগ্‌গীহি
ষষ্ঠী	অগ্‌গিণো	অগ্‌গিস্‌স	অগ্‌গীণং	অগ্‌গীণ
সপ্তমী	অগ্‌গিম্মি		অগ্‌গীসু	অগ্‌গীসু

৩। উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

বাউ (বায়ু)

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	বাউ		বাউণো	বায়ু
দ্বিতীয়া	বাউং		বাউণো	
তৃতীয়া	বাউণা	-	বাউহিং	বাউহি
চতুর্থী	বাউণো	বাউস্‌স	বাউণং	বাউণ
পঞ্চমী	বাউদো	বাউও	বাউহিং	বাউহি
ষষ্ঠী	বাউণো	বাউস্‌স	বাউণং	বাউণ
সপ্তমী	বাউম্মি		বাউসুং	বাউসু

পিউ (পিতৃ)

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	পিদা	পিআ	পিদরো	পিঅরো
দ্বিতীয়া	পিদরং	পিঅরং	পিদরো, পিদরে	পিঅরো, পিঅরে
তৃতীয়া	পিদুণা	পিউণা	পিদুহি	পিউহিং
চতুর্থী	পিদুণো	পিউণো	পিদুণং	পিউণং
ষষ্ঠী	পিদুণো	পিউণো	পিদুণং	পিউণং
সপ্তমী	পিদরে	পিঅরে	পিউসু	পিউসুং

১। পঞ্চমীর প্রয়োগ কম এবং রূপও বহুবিধ।

৪। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ[২]

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মালা	মালাও
দ্বিতীয়া	মালং	মালা, মালাও, মালাউ
তৃতীয়া	মালাএ	মালাহিং, মালাহি
চতুর্থী	মালাএ	মালাণং, মালাণ
পঞ্চমী	মালাদো, মালাও	মালাহিংতো, মালাসুংতো
ষষ্ঠী	মালাএ	মালাণং, মালাণ
সপ্তমী	মালাএ	মালাসু, মালাসুং

৫। ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ (নদী)

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা		গঈ		গঈও, গঈ
দ্বিতীয়া		গঈং		গঈও, গঈ
তৃতীয়া		গঈআ, গঈএ		গঈহিং, গঈহি
চতুর্থী		গঈআ, গঈএ		গঈণং, গঈণ
পঞ্চমী	গঈদো,	গঈআ, গঈএ		গঈহিংতো, গইসুংতো
ষষ্ঠী		গঈআ, গঈ এ		গঈণং, গঈণ
সপ্তমী		গঈআ, গঈএ		গঈসু গঈসুং

৬। রাঅ (রাজন্) শব্দের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাআ	রাআণো
দ্বিতীয়া	রাআণং	রাআণো
তৃতীয়া	রণ্ণা (= রাজ্ঞা), রাইণা (স্বরভক্তি)	রাএহিং, রাহেহি
চতুর্থী	রণ্ণো, রাইনো, রাঅস্স	রাআনং, রাআণ

২। মাতৃ > মাতা > মা আ—মালা শব্দের মত রূপ হইবে।

	একবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	রাআদো, রাআহু	রাআহিংতো, রাআসুংতো
ষষ্ঠী	রণ্ণো, রাইণো	রাআণং, রাআণ
সপ্তমী	রাএ, রাঅম্মি	রাএসু, রাএসুং

৭। অত্ত, অপ্প (=আত্মন্) শব্দের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অত্তা, অপ্পা	অত্তাণো, অপ্পাণো
দ্বিতীয়া	অত্তং, অপ্পং, অপ্পাণং	অত্তাণো, অপ্পাণো
তৃতীয়া	অত্তণা, অপ্পণা	অত্তেহিং, অত্তেহি, অপ্পেহিং, অপ্পেহি
চতুর্থী	অত্তণো, অত্তস্স, অপ্পণো, অপ্পস্স	অত্তাণং, অত্তাণ, অপ্পাণং, অপ্পাণ
পঞ্চমী	অত্তাদো, অপ্পাদো	অত্তাহিংতো, অত্তাসুংতো, অপ্পাহিংতো, অপ্পাসুংতো
ষষ্ঠী	অত্তণো, অত্তস্স, অপ্পণো, অপ্পস্স	অত্তাণং, অত্তাণ, অপ্পাণং, অপ্পাণ
সপ্তমী	অত্তে, অত্তম্মি, অপ্পে, অপ্পম্মি	অত্তেসুং, অত্তেসু, অপ্পেসুং, অপ্পেসু

৮। উত্তমপুরুষ সর্ব্বনাম শব্দের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহং, হং, অহম্মি, ম্মি, অহকং (স্বার্থিক ক) (মহারাষ্ট্রী-অহঅং) (মাগধী-অহকে, হকে, হগে)	অম্হে (মাগধী-অস্মে)
দ্বিতীয়া	মং, মমং, অহম্মি, ম্মি	অম্হে, ণো (মাগধী-অস্মে)
তৃতীয়া	মএ, মই, মমাই	অম্হেহিং, অমহেহি
চতুর্থী	মম, মে, মহ	অম্হাণং, ণো
পঞ্চমী	মত্তো, মমাদো, মমাও	অম্হাহিংতো, অম্হাসুংতো
ষষ্ঠী	মম, মে, মহ, মজ্ঝ	অমহাণং, ণো
সপ্তমী	মই, মমম্মি, মমস্মিং	অম্হেসু, অম্হেসুং

৯। মধ্যমপুরুষ সর্ব্বনামের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুমং (মহারাষ্ট্রী-'তং')	তুম্‌হে, তুজ্‌ঝে
দ্বিতীয়া	তুমং, তে	তুজ্‌ঝে, তুম্‌হে, বো
তৃতীয়া	তএ, তুএ, তই, তুমএ, তুমে, তে, দে	তুম্‌হেহিং তুজ্‌ঝেহিং, তুম্‌হেহি, তুজ্‌ঝেহি, তুম্মেহিং
চতুর্থী	তুহ, তে, দে, তুজ্‌ঝ, তুম্ম, তুম্‌হ	তুম্‌হাণং, তুজ্‌ঝাণং, বো
পঞ্চমী	তত্তো, তইত্তো, তুমাদো, তুমাহি	তুম্‌হাহিংতো, তুম্‌হাসুংতো
ষষ্ঠী	তুহ. তে, দে, তুজ্ঝ, তুম্ম, তুম্‌হ	তুম্‌হাণং তুজ্‌ঝাণং, বো
সপ্তমী	তই (মহারাষ্ট্রী—তুমম্মি)	তুম্‌হেসু, তুজ্‌ঝেসু

১০। প্রথমপুরুষ সর্ব্বনামের রূপ (পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সো, (মাগধী—শে)	তে
দ্বিতীয়া	তং	তে
তৃতীয়া	তেণ, তিণা	তেহিং, তেহি
চতুর্থী	তস্‌স, তাস, সে	তাণং, তাণ
পঞ্চমী	তত্তো, তদো, তো	তাহিংতো, তাসুংতো, তেহিং, তেহি
ষষ্ঠী	তস্‌স, তাস, সে	তাণং, তাণ
সপ্তমী	(শৌরসেনী) তস্‌সিং, (মহারাষ্ট্রী) তম্মি, তহিং, তস্‌সি, তম্‌হি	তেসুং, তেসু

খ। ধাতুরূপের আদর্শ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সংস্কৃতের বহুবিচিত্র ধাতুরূপের মধ্যে প্রধানতঃ লট্ (বর্ত্তমান), লোট্ (অনুজ্ঞা), লৃট্ (ভবিষ্যৎ) এবং বিধিলিঙ বর্ত্তমান ছিল। কয়েকটি ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যের রূপ প্রদর্শিত হইল :

লট্

অ-গণীয় রূপ

গম্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	গচ্ছদি (শৌরসেনী)	গচ্ছন্তি (শৌরসেনী)
	গশ্চদি (মাগধী)	গশ্চন্তি (মাগধী)
মধ্যম	গচ্ছসি (শৌরসেনী)	গচ্ছধ (শৌরসেনী)
	গশ্চশি (মাগধী)	গশ্চধ (মাগধী)
উত্তম	গচ্ছামি (শৌরসেনী)	গচ্ছামো (শৌরসেনী)
	গশ্চামি (মাগধী)	গশ্চামো (মাগধী)

পুচ্ছ—(প্রচ্ছ)

প্রথম	পুচ্ছদি, (মহারাষ্ট্রী পুচ্ছই)	পুচ্ছন্তি
মধ্যম	পুচ্ছসি	পুচ্ছধ, (মহারাষ্ট্রী পুচ্ছহ)
উত্তম	পুচ্ছামি	পুচ্ছামো

এ-গণীয় রূপ

কধ -(কথ্)

প্রথম	কধেদি (মহারাষ্ট্রী কহেই)	কধেন্তি (মহারাষ্ট্রী—কহেন্তি)
মধ্যম	কধেসি („ কহেসি)	কধেধ („ কহেঅ)
উত্তম	কধেমি („ কহেমি)	কধেমো („ কহেমো)

লোট্

পুচ্ছ

প্রথম	পুচ্ছদু (মহারাষ্ট্রী-পুচ্ছউ) মাগধী—পুশ্চদু	পুচ্ছন্তু
মধ্যম	পুচ্ছ, পুচ্ছসু	পুচ্ছধ (মহারাষ্ট্রী-পুচ্ছহ) মাগধী—পুশ্চধ
উত্তম	পুচ্ছামু	পুচ্ছমূহ

হস্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	হসদু (মহারাষ্ট্রী-হসউ, হসেউ)	হসন্তু, হসেন্তু
মধ্যম	হসস্থু	হসধ (মহারাষ্ট্রী-হসহ)
উত্তম	হসমু, হসেমু	হসামো, হসেমো

লৃট্ **কৃ**

প্রথম	করিস্সই, করিস্সদি, করিহিই (মহারাষ্ট্রী),	করিস্সন্তি
মধ্যম	করিস্সসি, করিহিসি (মহারাষ্ট্রী)	করিস্সধ (শৌরসেনী) করিস্সহ (মহারাষ্ট্রী)
উত্তম	করিস্সামি, করিস্সং	করিস্সামো

হস্

প্রথম	হসিহিই	হসিহিন্তি
মধ্যম	হসিহিসি	হসিহিহ, হসিহিথ
উত্তম	হসিস্সং, হসিস্সামি	হসিস্সামো
	হসিহামি, হসিহিমি	হসিহিমো

বিধিলিঙ্ (Optative)

বিধিলিঙের প্রয়োগ অর্দ্ধমাগধী ও জৈন মহারাষ্ট্রীতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—মহারাষ্ট্রীতে খুবই কম এবং অন্য প্রাকৃতে প্রায় দুর্লভ।

প্রথম—গচ্ছেৎ > গচ্ছে	গচ্ছেজ্জা, গচ্ছেজ্জ
*গচ্ছেয়াৎ > গচ্ছেজ্জা	
*গচ্ছেয়ৎ > গচ্ছেজ্জ	
মধ্যম—গচ্ছেঃ > গচ্ছে	
*গচ্ছেয়সি > গচ্ছেজ্জাসি, গচ্ছেজ্জসি	গচ্ছেজ্জাহ
গচ্ছেজ্জাহি, গচ্ছেজ্জহি	গচ্ছেজ্জহ
উত্তম—গচ্ছেয়ম্ > গচ্ছেজ্জং	গচ্ছেজ্জাস
*গচ্ছেয়ামি > গচ্ছেজ্জামি	

———

অষ্টম অধ্যায়

প্রাকৃত ভাষার ইতিহাস

(ক) লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত—প্রাকৃত ভাষা এই দীর্ঘ ভ্রমণ পথে লৌকিক সংস্কৃত দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছে তাহা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ ভাঙ্গিয়া প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছিল—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতকে (অশোকের অনুশাসনে আমরা এই নিদর্শন পাই) আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া পাণিনি আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে লৌকিক সংস্কৃতের (Classical Sanskrit) রূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই লৌকিক সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের ভাষা। এই ভাষাতেই পরবর্ত্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার—কাব্য, নাট্য, আখ্যান, ও মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

প্রাকৃত ছিল সংস্কৃতের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা। রামায়ণ ও মহাভারতে বহু প্রাকৃত শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে—পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ সবিনয়ে ইহাদিগকে 'আর্য' প্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন পুরাণের বহু শ্লোক প্রথমতঃ প্রাকৃতে রচিত হইয়া পরে সংস্কৃতায়িত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতেন তাঁহারা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করিতেন মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা (অর্থাৎ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত), নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা অথবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। সুতরাং বিভিন্ন যুগের এই সকল কথ্যভাষার প্রভাব তাঁহাদের সাহিত্যের ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে[১] আসিয়া পড়িবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শব্দভাণ্ডার, পদক্রম ও

১। পাণিনির যুগে সংস্কৃত জীবন্ত ভাষা ছিল, কেন না সেই যুগে প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"During his age it was a living language, current as a sort of Hindostani of the upper class, and as such it had local variations and approximations to local vocabularies and idioms which it was impossible to bring under rule" (O. D. B. L. Page 51). সংস্কৃত নাটকে উচ্চশ্রেণীর পাত্রের মুখে সংস্কৃত ভাষা দেওয়া হইয়াছে—এই প্রথা সংস্কৃতের উদ্ভবের প্রথম যুগের সামাজিক ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ

বাগ্‌ভঙ্গী—এই সকল বিষয়েই উল্লিখিত প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা কখনও প্রাকৃতের প্রভাব হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। কেবল প্রাকৃত শব্দ বা ধাতু নহে, প্রাকৃতের মাধ্যমে দ্রাবিড়, কোল, এমন কি বিদেশী গ্রীক, ফারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দও সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের উপর প্রাকৃতের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে প্রাকৃতের উপরও সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষিত হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের ভিত্তিতেই প্রাকৃতের আদি স্তরে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে পালি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ প্রাকৃতকে কিছুটা মর্য্যাদা দিবার জন্যই সংস্কৃতের মিশ্রণ ঘটাইয়া গাথা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ভাষার নাম মিশ্র সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ সংস্কৃত। এই ভাষায় বহু ক্ষেত্রে প্রাকৃত শব্দকেও সংস্কৃতায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতের উদাহরণ—

সো দানি লোণং চ অলোণকং চ
লুখং অলুখং অরসং সরসং চ
পরিভুঞ্জসি তং চ জুগুপ্সমানো
ইদং পি তে আশ্চরিয়ং ভদন্ত।

হে ভদন্ত, ইহা তোমার আশ্চর্য্য মহিমা যে তুমি ঘৃণা ভরেও লবণাক্ত ও লবণহীন, রুগ্ন এবং অরুগ্ন, নীরস এবং সরস সবই ভোজন করিতেছ।

সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির মধ্যে একমাত্র শৌরসেনী প্রাকৃতই সংস্কৃত ভাষার প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শূরসেন (অর্থাৎ) মথুরা অঞ্চল ছিল সংস্কৃত অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র এবং এই সংস্কৃত পরিবেশেই দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত শৌরসেনী প্রাকৃতের উদাহরণ—

অহো অচ্চাহিদং। পরিহাসেণ বি ইমং বক্কলং উবণঅন্তীএ মম এত্তিকং ভঅং আসী কিং পুণ লোভেণ পরধণং হরন্তস্স। হসিদুং বিঅ ইচ্ছামি। নখু এআইনীএ হসিদব্বং। (ভাস-প্রতিমা নাটক)

অহো, কি বিপদ! পরিহাসচ্ছলে এই বল্কল সরাইয়া লইতে আমার এত ভয়। না জানি যাহারা লোভের বশে পরের ধন হরণ করে তাহাদের কি অবস্থা। আমার হাসি পাইতেছে। কিন্তু একাকিনী হাসাও ঠিক নয়।

করাইয়া দেয়। কেন না, প্রাকৃতের আদি যুগে যখন সংস্কৃতের উদ্ভব হইয়াছিল তখন অভিজাত ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলিতেন এবং জনসাধারণ সেই ভাষা বুঝিতে পারিত।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে উদয়গিরি পাহাড়ে কলিঙ্গরাজ খারবেলের যে অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী) তাহা সংস্কৃত গদ্যরীতির আশ্রয়ে রচিত। এই অনুশাসন প্রাকৃতের উপর সংস্কৃত প্রভাবের এক সুন্দর নিদর্শন। ইহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল :

…কলিঙ্গাধিপতিনা সিরিখারবেলেন পন্দরস বসানি
সিরিকড়ার শরীরবতা কীড়িতা কুমারকীড়িকা।
ততো লেখরূপ গণনাববহারবিধিবিসারদেন
সববিজাবদাতেন নব বসানি যোবরজং পসাসিতং।

—কলিঙ্গাধিপতি শ্রীখারবেল পনের বৎসর শ্রীকড়ার শরীর ধারণ করিয়া বাল্যক্রীডা করিয়াছিলেন। তাহার পর লেখরূপগণনা ব্যবহার বিধি-বিশারদ এবং সর্ব্ববিদ্যাভূষিত হইয়া নয় বৎসর যৌবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর যে কয়টি প্রাকৃত প্রত্নলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে অকৃপণ ভাবেই ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।[২]

(খ) প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি

প্রাকৃত ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 'প্রাকৃত' কথাটির প্রথম অর্থ স্বাভাবিক। স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত তাহার নাম প্রাকৃত, অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা যাহার কোন সংস্কার করা হয় নাই তাহা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে যাহা আগত তাহা প্রাকৃত[৩]। যাহার সংস্কার করা হইয়াছে তাহার নাম সংস্কৃত, যাহার তাহা হয় নাই তাহা প্রকৃতি—অর্থাৎ জাত হইয়া যাহা ঠিক সেইরূপই আছে তাহা প্রাকৃত।

প্রাকৃত শব্দের আর একটি অর্থ—'প্রকৃতি হইতে আগত'। এই প্রকৃতি কি? কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত[৪]।

২। 'This fact of Sanskrit interfering with natural development of the language by being always ready to supply new words......is a note-worthy thing in the development of Middle and New Indo-Aryan" (Dr. S. K. Chatterjee O. D. B. L. Page 54).

৩। ব্যাকরণাদিভিরনাহিত-সংস্কারো বাগ্‌ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ।
তত্রঃ আগতং সৈব বা প্রাকৃতম্—কাব্যালঙ্কার বৃত্তি, রুদ্রট।

৪। প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবং, তত আগতং বা প্রাকৃতম্—হেমচন্দ্র।
প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্—প্রাকৃত চন্দ্রিকা।
প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ—প্রাকৃত সঞ্জীবনী।

প্রাকৃত ভাষা—এই কথাটির আর একটি অর্থ প্রকৃতি অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা। প্রাকৃত সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা ছিল বলিয়াই এই নাম।

যাঁহারা বলেন—'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্'—তাঁহাদের মন্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে। প্রথম বক্তব্য—প্রকৃতি শব্দের অর্থ 'সংস্কৃত' বলিবার যুক্তি কোথায়? দ্বিতীয় বক্তব্য এই 'সংস্কৃত' বলিতে আমরা কোন্ সংস্কৃত বুঝিব?—বৈদিক সংস্কৃত না লৌকিক সংস্কৃত? বস্তুতঃ সংস্কৃত বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই প্রধানতঃ বুঝা যায়—এবং যাঁহারা বলেন প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে জাত—তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতই প্রাকৃতের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ হইতেই প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে—অর্থাৎ 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্'। এখানে সংস্কৃত বলিতে বৈদিক সংস্কৃতকেই বুঝিতে হইবে। এই সংস্কৃত পাণিনি পতঞ্জলির সংস্কৃত নয়। বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ ভাঙ্গিয়া প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল এবং পাণিনির সমকালীন উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতকে (কেননা এই প্রাকৃতই ছিল ধ্বনিতত্ত্বে এবং রূপতত্ত্বে বৈদিক সংস্কৃতর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী) ভিত্তি করিয়া সাহিত্যের ভাষা লৌকিক সংস্কৃত (Classical Sanskrit) গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাণিনির যুগে অবশ্য এই ভাষা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ স্বীয় সমাজে কথাবার্ত্তার ভাষা হিসাবেও ব্যবহার করিতেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কথ্যভাষা প্রাকৃতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইল—এবং লৌকিক সংস্কৃত ক্রমে সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হইল।

সুতরাং লৌকিক সংস্কৃত, অর্থাৎ পাণিনি যে ভাষার রূপ সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া প্রাকৃতের জন্ম হয় নাই। প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছিল আরও আগে, বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপের বিকৃতির ফলে। প্রাকৃত ও লৌকিক সংস্কৃত পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে – এই পর্য্যন্ত। পাণিনির পরে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষারূপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া—এই ভাষার বিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। দীর্ঘ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যে সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহার ভাষারূপ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গিয়াছে।

তথাপি কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে লৌকিক সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছে এবং এই সংস্কৃত কথ্যভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ সংস্কৃতের এতদূর অনুরাগী যে তাঁহারা মনে করেন যে শুধু প্রাকৃত কেন, ভারতের প্রত্যেকটি ভাষা—এমন কি দুনিয়ার তাবৎ ভাষাই নাকি 'সংস্কৃত'

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোন জোরাল যুক্তি পাওয়া যায় না।

(গ) প্রাকৃত ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য :

মধ্যভারতীয় আর্য্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের এমন কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা তাহাকে একদিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত এবং অন্য দিকে নব্যভারতীয় আর্য্য অর্থাৎ বাঙ্‌লা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে ?

ধ্বনিতত্ত্বে দেখিতেছি বৈদিক সংস্কৃতে ঋ, ঌ, এ, ঐ—সমগ্র ব্যঞ্জন বর্ণমালা, শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জন এবং সর্ব্বপ্রকার সংযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আছে তিনটি বচন, তিনটি লিঙ্গ এবং আটটি কারক। রূপতত্ত্বে শব্দ ও ধাতুরূপের জটিল বৈচিত্র্য—সনন্ত, যঙ্‌ন্ত, নামধাতু, নিজন্ত তুমুনন্ত, কর্ম্মবাচ্য, কর্ত্তৃবাচ্য এবং ক্রিয়ার আরো অনেক বিচিত্র রূপ।

প্রাকৃতের প্রথম স্তরেই ঋ, ঌ, এ, ঐ লুপ্ত হইয়াছে—যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ হইয়াছে—অন্ত্য ব্যঞ্জন ও বিসর্গ লুপ্ত হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে 'য' লুপ্ত হইয়াছে—কোথাও দেখিতেছি 'স'—কোথাও 'শ'। দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধন্যীভবন—একটি প্রধান পরিবর্ত্তন। শব্দরূপ অনেক সরল হইয়াছে—দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে, চতুর্থী ষষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ধাতুরূপের জটিলতাও কমিয়াছে। অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তরে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের ঘোষীভবন সুরু হইয়াছে। প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে এই সকল ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে, স্বরমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণবর্ণ 'হ'-তে পরিণত হইয়াছে। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আরও সরল হইয়াছে। সকল শব্দকেই অ-কারান্ত শব্দের মত এবং সকল ধাতুকেই 'ভ্বাদিগণীয়' ধাতুর মত রূপ করিবার একটা প্রবণতা এই যুগে লক্ষিত হয়। অতীত কাল বুঝাইতে কৃদন্ত ধাতুর ব্যবহার এই যুগের প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। (অগচ্ছম্—গদোম্হি)।

প্রাকৃতের তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ অপভ্রংশ যুগে ভাষার ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিভিন্ন কারকের অর্থে অনুসর্গের ব্যবহার এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্তরের একটি বিশেষ লক্ষণ কারক গঠনে বিভক্তিহীনতা।

নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার বাংলার স্তরে বিভক্তির স্বল্পতার জন্যই বিভিন্ন অনুসর্গের প্রয়োগ ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। প্রাকৃতের যুগে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইবার ফলে যে উদ্বৃত্ত স্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল, নব্য-ভারতীয় আর্য্যভাষায় যেখানে য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি আসিয়াছে (সাগর>সাঅর>সায়র ; ধৌত>ধোঅ>ধোওয়া) ; কোথাও দুইটি স্বর যৌগিক স্বরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

—মধু>মহু>ম-উ>মৌ। প্রাকৃতে সমীকরণের ফলে যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সৃষ্টি হইয়াছিল, নব্যভারতীয় আর্য্য ভাষায় সেখানে একটি ব্যঞ্জনকে লুপ্ত করিয়া পূর্ব্বস্বরকে দীর্ঘ করা হইয়াছে (Compensatory Lengthening)--হস্ত> হত্থ>হাত : কর্ম্ম>কর্ম্ম>কাম।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে – উচ্চারণে, শব্দরূপে ও ধাতুরূপে—সর্ব্ববিষয়ে সরলতা প্রাকৃত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈদিক সংস্কৃতের ব্যাকরণগত জটিলতা প্রাকৃত সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছিল। উচ্চারণে সরলতা আনিতে গিয়াই যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ হইয়াছিল—ব্যাকরণের এই সরলতা এবং সরলতাজনিত সমীকরণ বৈদিক সংস্কৃতে নাই। সমীকরণ বাঙলায় আছে—যেমন, হাত+দেখা>হাদ্দেখা ; নাত্+জামাই>নাজ্জামাই ; পাঁচ+সের> পাঁস্সের। কিন্তু প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বাঙ্লায় নাই—তাহা হইল স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জনের শিথিল উচ্চারণ। এই শিথিল উচ্চারণের জন্যই প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছিল। বাংলায় স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ এবং ঘোষবৎ ব্যঞ্জন যথাযথ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—শ্বাসাঘাতের অভাবে আদিস্বরের লোপ (Aphesis)—অরণ্যং>রন্নং ; ইদানীং>দাণিং ; অপি>বি। বাঙ্লায় (পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষায়) আদিস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে বলিয়াই আদিস্বর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রাদেশিক ভাষায় অনাদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়িলেও আদিস্বর লুপ্ত হয় না।

(ঘ) প্রাকৃত ও বৈদিক সংস্কৃত :

বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে– তাই বৈদিক সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে এই সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল :

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রয়োগ নাই, অর্থাৎ প্রাকৃতে অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে। যেমন—তাবৎ>দাব ; পশ্চাৎ>পচ্ছা। বেদে উভয় রূপই দেখিতে পাওয়া যায়—পশ্চাৎ, পশ্চা।

২। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের, পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—কাব্য>কব্ব ; কার্য্য>কজ্জ। বেদেও এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে—রোদসীপ্রা>রোদসিপ্রা।

৩। প্রাকৃতে অব>ও ; অয়>এ হয়। ভবতি>ভোদি ; আজ্ঞাপয়তি> আণবেদি। বেদে—শ্রবণা>শ্রোণা ; অন্তরয়তি>অন্তরেত্তি।

৪। স্বরভক্তির প্রয়োগ : প্রাকৃতে—ক্লেশ>কিলেস ; অর্হতি>অরিহদি ; বেদে – স্বর্গঃ>সুবর্গঃ ; রাত্র্যা>রাত্রিয়া ; ইন্দ্র>ইন্দর।

৫। প্রাকৃতে অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—লতাং>লতং ; মালানাং>মালানং। বৈদিক প্রয়োগ—যুবাং>যুবং।

৬। প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই– তাহার স্থানে বহুবচন প্রযুক্ত হয়। দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনের প্রয়োগ বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—মিত্রাবরুণৌ স্থলে মিত্রাবরুণা। অবশ্য মিত্রাবরুণৌ পদের প্রয়োগ আছে।

আদি স্তরের প্রাকৃতের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতই ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়া বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছে।[৫] কয়েক শতাব্দী পরবর্ত্তী অশোকের উত্তর-পশ্চিমা অনুশাসনের (শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা) ভাষা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে মধ্যদেশ বা প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষা অপেক্ষা ইহার সহিত বৈদিক সংস্কৃতের ধ্বনিগত সাদৃশ্য অনেক বেশী।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে বৈদিক সংস্কৃতের শ, ষ, স উত্তর পশ্চিমা প্রাকৃতেই রক্ষিত হইয়াছে। দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধণ্যীভবন এই প্রাকৃতেই অধিক লক্ষিত হয়—এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক। বিশেষ ক্ষেত্রে বৈদিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনটিই রহিয়া গিয়াছে—সমীকরণ হয় নাই। যেমন, র-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জন (প্রিয়, অস্তি)।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"দক্ষিণ পশ্চিমা প্রাকৃত, বৈদিক সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি।" (ভাষার ইতিবৃত্ত—পৃঃ ৮৩)। সুকুমার বাবু যাহাকে দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যা প্রাকৃত বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তীকালে 'মধ্যদেশীয় প্রাকৃত' এই একটি নামেই পরিচিত হইয়াছিল। সুনীতিবাবু উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য) প্রাকৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্যের কথা বলিতে গিয়া কৌশীতকী ব্রাহ্মণ (মধ্যদেশীয়) হইতে মধ্যদেশীয় পণ্ডিতবর্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তস্মাদ্‌ উদীচ্যাম্‌ দিশি প্রজ্ঞাতরা বাগ্‌ উদ্যত, উদঞ্চ উ এব যান্ত

৫। "The Speech of the northwest was nearest the vedic in Phonetics"
Dr. S. K. Chatterjee, O. D. B. L. Page 49.

"The Udicya peoples, according to the testimony of one of the Brahmanas, spoke the Aryan tongue with greater purity than the people of the midland."—Dr. S. K. Chatterjee, O. D. B. L. Page 44.

বাচং শিক্ষিতুং, যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি।৬ (O. D. B. L. Page 54)।

তাহা ছাড়া উদীচ্য অঞ্চলই ভারতে আর্য্যগণের প্রথম বাসভূমি—সেই অঞ্চলে বাস করিবার সময়ে আর্য্যগণের কথ্য ভাষা (উত্তরপশ্চিমা বা উদীচ্য প্রাকৃত) বৈদিক সংস্কৃতের আদর্শ হইতে অধিক ভ্রষ্ট হয় নাই। আর্য্যগণ যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহাদের ভাষাও বৈদিক সংস্কৃত হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

উদীচ্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ যে আর্য্য-ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার ব্যাপারে অধিকতর যত্নশীল ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা প্রাচ্য অঞ্চলে 'প্রাকৃত' অভ্যাসগুলিকে বাধা দিয়াছিলেন তাহা কয়েক শতাব্দী পরবর্ত্তী অশোকের উত্তর পশ্চিমী (শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা) অনুশাসনের ভাষার দ্বারা সমর্থিত হয়। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে, কেননা প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষায় বৈদিক ভাষার আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই অর্থাৎ কোশল, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলেই আর্য্য ভাষার দ্বিতীয় স্তরের প্রথম সূচনা হইয়াছে। যাহাকে আমরা প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য (Prakritic habits of the Aryan speech) বলিয়া থাকি তাহা পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই ক্রমশঃ পশ্চিমাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৬। উদীচ্য অঞ্চলে অধিকতর জ্ঞান ও প্রযত্নের সহিত বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভাষা শিক্ষার জন্য উদীচ্য অঞ্চলেই মানুষ যাইয়া থাকে। যে সেই অঞ্চল হইতে আসে, তাহার কথা সকলে শুনিতে ইচ্ছা করে।

নবম অধ্যায়

অপভ্রংশ ভাষার ইতিকথা

মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার দ্বিতীয় স্তর—সাহিত্যিক প্রাকৃত বা নাটকের প্রাকৃত এবং নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার (বাঙ্‌লা, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী প্রভৃতি) মধ্যবর্ত্তী স্তরকেই বলা হইয়াছে অপভ্রংশ। ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রাকৃত (শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী প্রভৃতি) ও আধুনিক কথ্যভাষার মধ্যবর্ত্তী একটি করিয়া 'অপভ্রংশ' স্তর কল্পনা করিয়াছেন। যেমন—শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ > পশ্চিমা হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ > মারাঠী, মাগধী প্রকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > বাঙ্‌লা, উড়িয়া, মৈথিলী ইত্যাদি; লাটি, সৌরাষ্ট্রী, আভীরী, আবন্তী প্রাকৃত > নাগরক অপভ্রংশ > রাজস্থানী ভাষাবর্গ। অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্দ্ধমাগধী অপভ্রংশ > পূর্ব্বী হিন্দী।

এই সকল অপভ্রংশের মধ্যে কেবলমাত্র নাগরক অপভ্রংশ এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শৌরসেনী প্রভাবিত নাগরক অপভ্রংশের মূলে ছিল রাজস্থান ও গুজরাটে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা সমূহ। শৌরসেনী মধ্যদেশীয় প্রাকৃত—এই প্রাকৃত ভাঙ্গিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশের উদ্ভব হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত শৌরসেনী অপভ্রংশ সমগ্র উত্তর ভারতে সাহিত্যের ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ব ভারতে অশোকের মাগধী প্রাকৃতের তেমন অনুশীলন হইত না। নাটকেও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মুখে মাগধী প্রাকৃত দেওয়া হইত—অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত একরূপ উপেক্ষিত ছিল বলা চলে। এই জন্যই অর্দ্ধমাগধী এবং মাগধী অঞ্চলে সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। অপভ্রংশের যুগে পূর্ব্বাঞ্চলীয় কবিগণ স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ মাগধী অপভ্রংশ ত্যাগ করিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশ ব্যবহার করিতেন। শৌরসেনী অপভ্রংশে এই সাহিত্য রচনার ধারা নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাগুলি উদ্ভবের পরও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১]

১। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রাকৃতপৈঙ্গলে শৌরসেনী অবহট্‌ঠে যে শ্লোকগুলি রহিয়াছে সেগুলি ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে অপূর্ব্ব। অবহট্‌ঠ ভাষায় মৈথিল কবি বিদ্যাপতিও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে 'কীর্ত্তিলতা' রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় অন্যান্য রচনা—অজ্ঞাতনামা জৈন কবির বজ্জালগ্‌গ। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে অবহট্‌ঠে রচিত যে গাথাগুলি সংগৃহীত আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্রী, অর্দ্ধমাগধী ও মাগধী প্রাকৃতেরও এই অপভ্রংশ স্তর নিশ্চয় ছিল—কিন্তু এই স্তরের কোন নিদর্শন আমরা পাই না। তথাপি বাঙ্‌লা, মৈথিলী, উড়িয়া প্রভৃতি মাগধী ভাষাগুলির প্রাচীনতম রূপ আলোচনা করিয়া শৌরসেনী ও অন্যান্য অপভ্রংশের ভিত্তিতে এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা মাগধী অপভ্রংশের একটা কাঠামো কল্পনা করিয়া লইতে পারি। এই অপভ্রংশ স্তরেই আর্য্যভাষা তাহার প্রত্যয় ও বিভক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে নূতন প্রত্যয় ও অনুসর্গ যুক্ত হইয়াছে।

প্রাকৃতভাষার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ স্তরকেই অপভ্রংশ বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের প্রাচীন প্রাকৃত—খ্রীষ্ট-পর যুগের প্রাকৃত—তারপর অপভ্রংশ। নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অপভ্রংশের যে রূপ, তাহাকে বলা হয় 'অবহট্‌ঠ'। নব্যভারতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠার পরেও সাহিত্যের বাহন রূপে অবহট্‌ঠ প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বররুচি 'প্রাকৃত প্রকাশ' রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে অপভ্রংশের কোনো উল্লেখ নাই। হেমচন্দ্র (খ্রীষ্টীয় ১০৮৮—১১৭২) 'সিদ্ধ হেমশব্দানুশাসন' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে অপভ্রংশ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পুরুষোত্তমদেবও ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক—হেমচন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি তাঁহার 'প্রাকৃতানুশাসন' গ্রন্থের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে অপভ্রংশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন[২]। পুরুষোত্তমদেব অপভ্রংশ ভাষার প্রধানতঃ তিনটি আঞ্চলিক রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—নাগরক, ব্রাচড়ক এবং উপনাগরক[৩]। ইহাদের মধ্যে নাগরক প্রধান।

(ক) **নাগরক অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য—**

১। লিঙ্গ সম্পর্কে অনিয়ম (ব্যত্যয়ো লিঙ্গানাম্‌) অর্থাৎ এক লিঙ্গের পরিবর্ত্তে অন্য লিঙ্গ প্রয়োগ।

২। শ, ষ > স; য > জ; ন > ণ।

২। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan' গ্রন্থে (পৃঃ ১৮) বলিয়াছেন—'Purushottama is the first Prakrit Grammarian to discuss Apabhransa and that more fully than anybody else'.

৩। শেষকৃষ্ণ নামক প্রাকৃত ব্যাকরণকার অপভ্রংশের সাতাশটি বিভাষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। স্বার্থিক প্রত্যয়—ডী অথবা ডি (স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে); ডা (পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দে)। ইহা ছাড়া, স্বার্থে 'উল্ল' প্রত্যয় হইত।

৪। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারক ও কর্ম্মকারকের একবচনে উ; স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারক ও কর্ম্মকারকের বহুবচনেও 'উ' হয়।

৫। ক্রিয়াপদের সর্ব্বত্র পরস্মৈপদের প্রয়োগ—"ধাতবঃ পরস্মৈপদিনঃ"।

৬। তৃতীয়ার একবচনে এন > এং > এঁ বিভক্তি।

৭। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ (ত্রৈকাল্যে শতৃ)।

(খ) **ব্রাচড়ক অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য**—

১। ষ; স > শ।

২। চ-বর্গের স্পষ্ট তালব্য উচ্চারণ—(চবর্গঃ স্পষ্টতালব্যঃ)।

৩। ত-কার ও ধ-কারের শিথিল উচ্চারণ (তথৌ চাস্পষ্টৌ)।

৪। পদের আদিতে ত ট-রূপে এবং ড দ-রূপে উচ্চারিত—(পদাদৌ তডয়োঃ টদৌ চ)।

(গ) **উপনাগরক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য**—

উপনাগরক অপভ্রংশে নাগরক ও ব্রাচড়কের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। (দ্বয়োঃ সাঙ্কর্য্যাৎ—পুরুষোত্তম)।

হেমচন্দ্র অপভ্রংশের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

১। স্বরমধ্যবর্ত্তী একক ম > বঁ—কমলং > কবঁলু।

২। সার্থিক প্রত্যয়—অ, ড উল্ল; এই সকল প্রত্যয় যুক্তরূপেও স্বার্থিক প্রত্যয় হিসাবে প্রযুক্ত হইয়াছে—ডঅ, উল্লড, উল্লডঅ। হৃদয়ং > হিঅডউং; বাহুবলং > বাহুবলুল্লডউ।

৩। উ-কারের পূর্ব্বে ব-কারের লোপ—আহব > আহউ; স্বভাব > সহাউ। বস্তুতঃ 'ব' স্থানে 'উ' হইত।

৪। অ-কার ও উকারের পূর্ব্বে ম-কারের লোপ—যমুনা > জউণা; দুর্গম < দুগ্গউ।

৫। অন্ত্য ই-কার ও উ-কারের অনুনাসিকতা—ভণতি < ভণইঁ; ভণিত > ভণিউঁ।

৬। দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা—কারণ > করণ; বাণিজ্য > বণিজ্জ।

৭। স্বরের সংকোচন—অন্ধকার > অন্ধার।

৮। যুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা—সহস্র> সহস্‌স>সহাস।

হেমচন্দ্র প্রধানতঃ নাগরক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ অনুযায়ী নিম্নে অপভ্রংশ শব্দ ও ধাতুরূপের নিদর্শন প্রদত্ত হইল—

পুত্ত

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	পুত্তু	পুত্ত
দ্বিতীয়া	পুত্তু	পুত্ত
তৃতীয়া	পুত্তে	পুত্তহি (ঁ)
পঞ্চমী	পুত্তহে, পুত্তহু	পুত্তহুঁ
চতুর্থী ও ষষ্ঠী	পুত্তস্‌সু, পুত্তসু, পুত্তহো, পুত্তহ	পুত্তইঁ
সপ্তমী	পুত্তি, পুত্তহিঁ	পুত্তহিঁ

পুচ্ছ—লট্ (বর্ত্তমান)

প্রথম	পুচ্ছই	পুচ্ছহিঁ
মধ্যম	পুচ্ছসি, পুচ্ছহি	পুচ্ছহু
উত্তম	পুচ্ছউঁ	

লট্ ক্রিয়াবিভক্তি -প্রথম পুরুষ হিঁ ; মধ্যম পুরুষ—হি, হু।

উত্তম পুরুষ—উঁ, হুঁ।

সুতরাং—কুর্ব্বন্তি>করহিঁ ; রোদিষি>রুঅহি ; ইচ্ছথ>ইচ্ছহু

গম্ লট্ (বর্ত্তমান)

প্রথম	গচ্ছই	গচ্ছহিঁ
মধ্যম	গচ্ছসি, গচ্ছহি	গচ্ছহু, গচ্ছহ
উত্তম	গচ্ছমি, গচ্ছউঁ	গচ্ছহুঁ

লোট্ (অনুজ্ঞা)

প্রথম	গচ্ছউ	গচ্ছন্তু
মধ্যম	গচ্ছ, গচ্ছহি, গচ্ছসু	গচ্ছহ, গচ্ছহু
উত্তম	গচ্ছামু	গচ্ছমহ

কৃ—লৃট্—(ভবিষ্যৎ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	করীসই	করিহিন্তি
মধ্যম	করীহিসি	করিহিহ
উত্তম	করিহিমি	করিস্সহুঁ, করীহসু

সাহিত্যের বাহন হিসাবে অপভ্রংশ সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতের প্রভাবহীনতা অপভ্রংশের একটি প্রধান লক্ষণ।

প্রাচীন অপভ্রংশের নিদর্শন—

মইং জানিঅ মিঅলোঅণী ণিসঅরু কোই হরেই—
জাব ণু ণভতলি সামল ধারাহরু বরিসেই।[৪]

(কলিদাস-বিক্রমোর্ব্বশী)

অর্ব্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের নিদর্শন—

বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুঞি এক্ক নারী
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হামারি।[৫]

(প্রাকৃত পৈঙ্গল)

৪। আমি ভাবিয়াছিলাম মৃগলোচনাকে (উর্ব্বশীকে) কোন নিশাচর হরণ করিতেছে। কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) শ্যামল মেঘ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিতেছে।

৫। বালকপুত্র ছয়মুণ্ডধারী, একা নারী আমি নিরুপায় ভিখারী (শিব) দিবারাত্রি বিষ পান করেন। আমার গতি কি হইবে!

দশম অধ্যায়

প্রাকৃত সাহিত্য

[এক]

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—কয়েকটি নির্ব্বাচিত শ্লোক

ভাষা—মহারাষ্ট্রী

১। **খণচুম্বিআইঁ ভমরেহিঁ উঅহ সুউমারকেসরসিহাইং**
অবঅংসঅন্তি সদঅং সিরীস কুসুমাইঁ পমদাও। (প্রথম অঙ্ক)

১। Khaṇacumbiāiṃ bhamarehiṃ uaha suumārakesarasi-hāi
Avaṃsaanti sadaaṃ sirīsa kusumāiṃ pamadāo.

—দেখ, ভ্রমরগণের দ্বারা প্রতিক্ষণে চুম্বিত, কোমল কেশরযুক্ত শিরীষ কুসুমগুলিকে প্রমদাগণ সদয়ভাবে কর্ণাভরণ করিতেছেন।

খণচুম্বিআইঁ<ক্ষণচুম্বিতানি।

প্রাকৃতে ন-কারের পরিবর্ত্তন নিম্নলিখিত রূপে হইয়াছিল :

ন>ং>ঁ>লোপ। যেমন—বেগেন>বেগেং>বেগেঁ>বেগে।

ভমরেহি<ভ্রমরেভিঃ

(ক) শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া র্ ফলা লুপ্ত।

(খ) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের (এখানে ই-কার) পরবর্ত্তী বিসর্গ লুপ্ত।

উঅহ—উহ্ ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন। লট্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন 'থ' এখানে যুক্ত হইয়াছে। উহথ>উঅহ।

অবঅংসঅন্তি<অবতংসয়ন্তি। অবতংস অর্থ ভূষণ, অলংকার। এখানে কর্ণাভরণ। নামধাতু—অবতংসং কুর্ব্বন্তি।

সুউমারকেসরসিহাইং<সুকুমারকেশরশিখানি।

(ক) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ক' লুপ্ত। (খ) শ > স। (গ) খ > হ।
(ঘ) ন>ং।

কুসুমাইঁ—কুসুমানি। **পমদাও**—প্রমদাঃ, নারীগণ।

২। তুজ্‌ঝ ণ আণে হিঅঅং, মম উণ মঅণো দিবাঅ রত্তিংচ
নিক্কিব দাবই বলিঅং তুহ হুত্তমনোরহাইঁ অঙ্গাইং।
(তৃতীয় অঙ্ক)

২। Tujjha ṇa āne hiaaṃ mama uṇa maaṇo divāa rattiṃ ca
Nikkiva dāvai baliaṃ tuha hutta manorahāiṃ angāiṃ

—হে নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় আমি জানি না। কিন্তু আমার যে সকল অঙ্গ তোমার সম্পর্কিত কামনা ভোগ করিয়াছে তাহা মদন অহোরাত্র প্রবলভাবে তাপিত করিতেছে।

তুজ্‌ঝ —'মহ্যম্' শব্দের সাদৃশ্যে যুষ্মদ্ শব্দের চতুর্থীর একবচনে—তুহ্যম্। এখানে ষষ্ঠীর অর্থে ব্যবহৃত। তুহ্য>তুয্‌হ>তুজ্‌ঝ

ণ আণে<ন-জানে। **হিঅঅং**—হৃদয়ং। **উণ**—পুনঃ। মঅণো—মদনঃ

ণিক্কিব<নিষ্কৃপ

(ক) ঋ>ই

(খ) ষ্ক>ক্ক; উপসর্গ আছে বলিয়া স্পর্শ বর্ণের মহাপ্রাণতা হয় নাই।

দাবই<তাপয়তি; দাবঅই>দাবই।

প>ব (ঘোষীভবন)। **বলিঅং**—বলীয়ঃ।

তুহ—তুভ্যং; তুভ্যং>তুব্‌ভ>তুহ।

হুত্তমনোরহাইঁ<ভুক্ত মনোরথানি (বহুব্রীহি সমাস)। **অঙ্গাইং**—অঙ্গানি।

৩। উগ্গলই দব্‌ভকবলং মঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী
ওসরিঅ-পণ্ডু-বত্তা মুঅন্তি অংসূইংব লআও।
(চতুর্থ অঙ্ক)

৩। Ullalai dabbha-kabalaṃ maī pariccatta-ṇaccaṇā morī
Osaria-paṇḍu-vattā muanti aṃsuiṃ va laāo

—মৃগী তাহার তৃণের গ্রাস উদ্গীরণ করিয়া দিতেছে, ময়ুর তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে। লতাগুলি হইতে পাণ্ডুবর্ণ পত্রগুলি খসিয়া পড়িতেছে, যেন তাহারা অশ্রুমোচন করিতেছে।

উল্ললই<উল্ললতি (উৎ+ললতি)। কোন কোন সংস্করণে আছে উগ্‌গলই<উদ্‌গলতি। **দব্‌ভকবলং**—দর্ভকবল। ঘাসের গ্রাস।

মঈ<মৃগী (ক) ঋ>অ। (খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'গ' লুপ্ত।

পরিচ্চত্তণচ্চণা<পরিত্যক্ত নর্ত্তনা

(ক) ত্য>চ্চ (সমীকরণ)

(খ) র্ত্ত>চ্চ। সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী কেবল রেফের লোপ হইবে —শব্দটি হইবে নত্তণা।

মোরী<মউরী<ময়ূরী

কোন কোন সংস্করণে আছে 'মোরা'<ময়ূরাঃ। এই পাঠই সঙ্গত—কেননা ময়ূরী নৃত্য করে না। সম্ভবতঃ 'মৃগী'র সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্যই 'মোরী' ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওসরিঅ—অপসৃত>অবসরিত>অবসরিঅ>ওসরিঅ

(ক) প>ব (ঘোষীভবন)

(খ) ই—স্বরভক্তি

(গ) স্বর মধ্যবর্ত্তী 'ত' লুপ্ত

(ঘ) অব>ও

পণ্ডুবত্তা<পাণ্ডুপত্রাঃ

(ক) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা

(খ) প>ব ঘোষীভবন

(গ) ত্র>ত্ত (সমীকরণ)।

মুঅন্তি>মুচন্তি (প্রাকৃত ধাতুরূপ)।

অংসূইং<অশ্রূণি। অংসাইং পাঠ দেখা যায়। অঙ্গানি অপেক্ষা অশ্রূণি পাঠ সঙ্গততর।

ব<ইব—আদিস্বর লোপ (Aphesis)।

৪। **পুডইণি-বত্তন্তরিঅং বাহরিও ণাণুবাহরেই পিঅং**
মুহ-উব্বূঢ় মুণালো তই দিট্‌ঠিং দেই চক্কাও।

(চতুর্থ অঙ্ক)

৪। Puḍaini vattantariaṃ vāhario ṇānuvaharei piaṃ
Muha uvvūḍha muṇālo tai diṭṭhiṃ dei cakkāo

—পদ্মপত্রের অন্তরালে থাকিয়া প্রিয়া আহ্বান করিলেও সে (চক্রবাক) সাড়া দিতেছে না—কেননা মুখে একখণ্ড মৃণাল বহন করিয়া সে তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

পুডইণি—<পুটকিনী (lotus plant)

(ক) ট>ড মূর্দ্ধণ্যীভবন

(খ) 'ক' লুপ্ত।

'পুটকিনী' তৎসম শব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে ইহাকে তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে বোধ হয় অপ্রচলিত সম্ভাব্য পদ মনে করিয়া।

বত্তস্তরিঅং<পত্রান্তরিতাং

(ক) প>ব (ঘোষীভবন)

(খ) যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা

(গ) 'ত' লুপ্ত ; অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

বাহরিও<ব্যাহরিতঃ। **ণাণুবাহরেই**<ন+অনুব্যাহরয়তি

(ক) ব্যা>বা—শব্দের প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া ব ফলা লুপ্ত। (খ) তঃ>তো ; ত-কার লুপ্ত।

পিঅং<প্রিয়াং

(ক) প্রি>পি—প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না

(খ) 'য' লুপ্ত (কগচজতদপযবাং প্রায়ো লোপঃ)

(গ) অনুস্বারের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

মুহ-উব্বূঢ় মুণালো<মুখ-উদ্ব্যূঢ় মৃণালঃ। মুখের মধ্যে যে মৃণালখণ্ড বহন করিতেছে।

তই<ত্বয়ি (শব্দের প্রথমে ব-ফলা লুপ্ত ; স্বরমধ্যবর্ত্তী 'য' কারের লোপ)।

চক্কাও<চক্রবাকঃ>

চক্রবাকো>চক্কআও>চক্কাও

৫। **অহিণব-মহু-লোহ-ভাবিও**

তহ পরিচুম্বিঅ চুঅ মঞ্জরীং

কমলবসইমেত্ত ণিব্বুও

মহুঅর বীসরিও'সি ণং কহং।

(পঞ্চম অঙ্ক)

৫। Ahiṇava mahu loha-bhābio

taha paricumbia cūa-mañjarīṃ

Kamala-vasai-metta ṇivvuo

mahuara visario'si ṇam kahaṃ

—হে নূতন মধুলোভে আকৃষ্ট মধুকর, চূতমঞ্জরীকে সেইভাবে চুম্বন করিয়া এখন কমলে বাসহেতু তৃপ্ত হইয়া কিরূপে ভুলিয়া গেলে ?

মহু লোহভাবিও<মধুলোভভাবিতঃ।

তহ<তথা। প্রাকৃতে অন্ত্য দীর্ঘস্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয়।

চুঅ—চুত। আম্রমুকুল

কমলবসইমেত্ত নিব্বুও<কমলবসতিমাত্রনিবৃতঃ।

বিসরিও'সি—বিস্মৃতঃ+অসি

বিসরিতো+অসি<বিসরিও'সি

ণং<এনাং

(ক) আদিস্বর লোপ (Aphesis)

(খ) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

কহং<কথং

৬। **আঅম্বহরিঅবেণ্টং ঊসসিঅং বিঅ বসন্তমাসস্স**
দিট্‌ঠং চূঅঙ্কুরঅং ছণমঙ্গলঅং ণিঅচ্ছামি।

৬। Āamba-haria-veṇṭaṃ ūsasiaṃ via vasantamāsassa
Diṭṭhaṃ cūaṇkuraaṃ chaṇamaṅgalaaṃ niacchāmi

—ঈষৎ তাম্র ও হরিৎবর্ণ বৃন্তযুক্ত, বসন্তকালের জীবনস্বরূপ আম্রমুকুল দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মঙ্গলমুহূর্ত্তই দেখিতে পাইতেছি।

আঅম্বহরিঅবেণ্টং<আতাম্রহরিতবৃন্তং।

ঊসসিঅং<উৎ-শ্বসিতং

(ক) 'ৎ' লোপে উ-কারের দীর্ঘতা

(খ) যুক্ত বর্ণের ব-ফলা লুপ্ত

(গ) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ত' লুপ্ত।

বিঅ<হব

চূঅঙ্কুরঅং<চূতাঙ্কুরকং।

ছণমঙ্গলঅং<ক্ষণমঙ্গলকং

পদের আদিস্থিত '**ক্ষ**' সাধারণতঃ 'খ' বা 'ছ' হয়। যথা :—

ক্ষপতি>খিপতি ; **ক্ষণঃ**>ছণো ; খণো। **ক্ষুদ্রঃ**>খুদ্দো ; **ছুদ্দো**।

(তুলনীয়—খণচুম্বিআই—প্রথম শ্লোক)

ণিঅচ্ছামি—* নি+অক্ষামি (*অক্ষ>ঈক্ষ) বৈদিক 'অক্ষ' ধাতু সন্ প্রত্যয় যোগে লৌকিক সংস্কৃত 'ঈক্ষ' ধাতু হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা ধাতুটি বৈদিক হইতে সরাসরি গ্রহণ করিয়াছে।

৭। **অরিহসি মে চূঅঙ্কুর দিণ্ণো কামস্স গহিঅচাবস্স**
সচ্চবিঅ-জুঅই-লক্খো পঞ্চব্ভহিও সরো হোউং

(ষষ্ঠ অঙ্ক)

৭। Arihasi me cūaṅkura diṇṇo kāmassa gahia-cāvassa
saccavia-juai-lakkho pañcabbhahio saro houṃ

—হে আম্রমুকুল, তুমি গৃহীতধনু কামদেবের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলে; বাগ্দত্তা যুবতীগণ তোমার লক্ষ্য হউক—তুমি (কামদেবের) পঞ্চশরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শর হও।

অরিহসি <অর্হসি—স্বরভক্তি 'ই'।

দিণ্ণো—'দত্তঃ' প্রাকৃতে বিশেষতঃ মগধ অঞ্চলে এইরূপ প্রয়োগ হয়। যথা—দেবদত্তঃ>দেঅদিণ্ণো>দেওদিণে। **গহিঅচাৱস্স**>গৃহীতচাওস্য। ধনুর্ধারী কামদেবের।

সচ্চবিঅ<সত্যার্পিত। 'বাগ্দত্তা' অর্থে ব্যবহার। **জুঅই** - যুবতী
পঞ্চব্ভহিও<পঞ্চাভ্যধিকঃ। **সরো**<শরঃ। **হোউং**<ভবিতু।

[দুই]

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—ষষ্ঠ অঙ্ক (প্রবেশক)
ভাষা—শৌরসেনী মিশ্র মাগধী প্রাকৃত

['অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে—দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া পরে বলিয়া দিয়াছিলেন—কোন অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলে রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিবেন। পতিগৃহে যাইবার সময় সখীরা বলিয়া দিয়াছিলেন—রাজনামাঙ্কিত আঙ্টি রাজাকে

দেখাইতে; কিন্তু পথে শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় আঙটি জলে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া শকুন্তলা সেই আঙটি দেখাইতে পারেন নাই। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমেই এই আঙটি উদ্ধারের কথা বলা হইয়াছে।]

[ততঃ প্রবিশতি নাগরকঃ পশ্চাদ্বাহুবন্ধং পুরুষম্ আদায় রক্ষিণৌ চ]

মূলপাঠ—

রক্ষিণৌ: (পুরুষং তাড়য়িত্বা) হণ্ডে কুম্ভীলআ, কধেহি কহিং তএ এশে মহালদণভাশুলে উক্কিণ্ণণামক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিদে।

Rakṣiṇau :—Haṇḍe kumbhilaā, kadhehi kahiṃ tae eśe mahāladana-bhāśule ukkiṇṇa-nāmakhale lāakīe anguliae śamāśadide?

ধীবরকঃ: (ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শা, ণ হগে ঈদিশশ্শ অকয্যশ্শ কালকে।

Dhivarakaḥ :—Paśidantu bhāvamiśśā ṇa hage īdiśaśśa akayyaśśa kālake.

একঃ: কিং ণু কৃখু শোহণে বম্হণে শি ত্তি কদুঅ লঞ্ঞা দে পলিগ্গহে দিণ্ণে।

Ekaḥ :- Kiṃ ṇu kkhu śohaṇe bamhaṇe śi tti kadua laññā de paliggahe diṇṇe?

ধীবরকঃ: শুণধ দাব। হগে কৃখু শক্কাবদালবাশী ধীবলে।

Dhivarākaḥ :—Sunadha dāva. Hage kkhu śakkāvadālavāśī dhīvale.

দ্বিতীয়: হণ্ডে পাডচ্চলা, কিং তুমং অস্মেহিং যাদিং বশদিং চ পুশ্চিদে।

Dvitīyaḥ :—Haṇḍe paḍaccalā, kiṃ tumaṃ asmehiṃ yādiṃ vaśadiṃ ca puścide.

নাগরক: সুঅঅ, কধেহু সব্বং কমেণ। মা ণং পডিবন্ধেধ।

Nāgarakaḥ :—Suaa, kadhedu savvaṃ kameṇa. Mā ṇam paḍibandhedha.

উভৌ ঃ যং লাউত্তে আণবেহি লবেহি লে লবেহি।

Ubhau :—Yaṃ lāutte āṇavedi. Lavehi le lavehi.

অনুবাদ

রক্ষিদ্বয় ঃ ওরে চোর, বল্ কোথায় তুই এই মহারত্নোজ্জ্বলনামাক্ষরক্ষোদিত রাজার আঙ্টি পাইয়াছিস্ ?

ধীবর ঃ মহাশয়গণ, প্রসন্ন হউন। আমি এই অকার্য্যের কারক নই (অর্থাৎ আমি এই অকার্য্য করি নাই)।

এক ঃ তাহা হইলে কি তুই সদ্ব্রাহ্মণ এই কথা ভাবিয়া রাজা তোকে উপহার দিয়াছেন ?

ধীবর ঃ তবে শুনুন। আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর।

দ্বিতীয় ঃ ওরে সিঁধেল চোর, আমরা কি তোকে জাতি ও বসতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি ?

নাগরক ঃ সূচক, ইহাকে আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলিতে দাও। ইহাকে বাধা দিও না।

উভয়ে ঃ আপনি যেমন আদেশ করেন। বল্ রে বল্।

টীকা—

হণ্ডে—সম্বোধনসূচক অব্যয়। শব্দটি সম্ভবতঃ 'দেশী'।

কুম্ভীলআ—'কুম্ভীরক' শব্দের মাগধী প্রাকৃতে সম্বোধনের একবচন। মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দ আ কারান্ত হয়—তুলনীয় : হে পুলিশা (হে পুরুষ !) কুম্ভীরক (কুমীর) শব্দ এখানে 'চোর' অর্থে ব্যবহৃত।

কধেহি <কথয়। কথ ধাতু লোট হি। **তএ**<ত্বয়া। **এশে**<এষঃ।

মহালদণভাশুলে> মহারত্নভাস্বরঃ

(ক) রত্ন>লদণ র=ল ; ত=দ (ঘোষীভবন) ; ন=ণ ; স=শ ; মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে এ।

উক্কিণ্ণণামকৃখলে<উৎকীর্ণনামাক্ষরঃ

(ক) ৎক>ক্ক সমীকরণ। (খ) ক্ষ>কৃখ অথবা ক্খ। (গ) র>ল। (ঘ) যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব। (ঙ) অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে 'এ'।

সংস্কৃত রূপ—কস্মিন্ ত্বয়া এষঃ মহারত্নভাস্বরঃ উৎকীর্ণনামাক্ষরঃ রাজকীয়ঃ অঙ্গুরীয়কঃ সমাসাদিতঃ।

শি<অসি—আদিস্বর লোপ (Aphesis)।

লএ্ত্তএ্ঞা<রাজ্ঞা, **পলিগ্গহে**<পরিগ্রহঃ।

হগে<অহকে (অহম্+স্বার্থে ক—প্রথমার একবচন)

(ক আদিস্বর লোপ

(খ) ক>গ (ঘোষীভবন)।

পাডচ্চলা<পাটচ্চরা—সম্বোধনের একবচন

(ক) ট>ড ঘোষীভবন

(খ) র<ল, সম্বোধনের একবচনে 'আ'

পাটয়ন চরতি ইতি পাটচ্চরঃ (সিঁধেল চোর)।

অস্মেহিং<অস্মাভিঃ

(ক) ভ>হ

(খ) অ কার ভিন্ন স্বরের পরে বিসর্গ লুপ্ত, Compensatory Nasalisation.

পুশ্চিদে<পুচ্ছিতঃ (প্রচ্ছ+ক্ত)

(ক) ত>দ, প্রথমার একবচনে 'এ'

(খ) **মাগধী প্রাকৃতে চ্ছ>শ্চ**,

তুলনীয় মৎস>মচ্ছ>মশ্চ।

লাউত্তে—রাজপুত্রঃ>রাঅউত্তো>লাঅউত্তে>লাউত্তে অথবা রাজযুক্তঃ>লাঅউত্তে'>লাউত্তে (Royal officer)।

লবেহি—লপ্ ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লপ'। দ্বিতীয়বার 'হি' বিভক্তি যোগ করিয়া 'লবেহি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মূলপাঠ

ধীবরক :—শে হগে যালবডিশপ্পহুদীহিং মশ্চবন্ধণোবাএহিং কুডুম্বভলণং কলেমি।

Dhībarakaḥ :—Śe hage **yālabaḍiśappahudīhiṃ maścabandhṇovāehiṃ kuḍumbabhalaṇaṃ kalemi.**

নাগরকঃ—(প্রহস্য) বিশুদ্ধো দাণিং দে আজীবো।

Nāgarakaḥ : (Prahasya) Viśuddho dāṇiṃ de ājīvo.

ধীবরক ঃ—ভস্টকে, মা এবং ভণ—

শহবে কিল যে বি ণিন্দিদে ণ হু শে কম্ম বিবয্যণীঅকে
পশুমালী কলেদি দালুণং অনুকম্পামিদুলে বি শোণিকে।

Dhīvarakaḥ : Bhastaka mā evaṃ bhaṇa.

। śahaye kila ye vi ṇindide
ṇa hu śe kamma vivayyaṇiyake
Paśumāli kaledi daluṇaṃ
aṇukampāmidule vi śonike. ।

নাগরকঃ—তদো তদো।

Nagarakaḥ : tado tado.

অনুবাদ ঃ

ধীবর—সেই আমি জাল বড়শী প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার সরঞ্জামের সাহায্যে আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ করি।

নাগরক—(সহাস্যে) তোমার জীবিকা বিশুদ্ধ বটে!

ধীবর—মহাশয়, এমন কথা বলিবেন না। সহজাত বৃত্তি নিন্দিত হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হইলেও পশুহত্যাকারী কশাইকে নিষ্ঠুর কাজ করিতে হয়।

নাগরক—তারপর? তারপর?

টীকা—**যালবাডিশপ্পহুদীহিং** < জলবড়িশপ্রভৃতিভিঃ। **মশ্চ** < মৎস্য

ভস্টকে—ভর্ত্তৃকঃ > ভর্তকঃ > ভস্টকে। সম্বোধনের একবচনে। মাগধী প্রাকৃতে র্ত > স্ট

হু—খলু > খ্‌লু (আদি অক্ষরে স্বর লোপ) > কখু > খু > হু। **কলেদি** < করোতি।

মূলপাঠ

ধীবরকঃ—অধ একদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্‌ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেক্কামি।

পশ্চা ইধ বিক্কঅস্তং ণং দংশঅন্তে যে্যব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং।
এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুনা মালেধ বা কুস্টেধ বা

Dhīvarakaḥ: Adha ekkadiaśam mae lohidamaścake khaṇḍaśo kappide. Yāva taśśa udalabbhantale edam mahāladaṇabhāśulam anguliaam peśkāmi. Paśca idha vikkaastam ṇam damśaante yyeva gahide bhavamiśśehim. Ettike dāva edaśśa āgame. Adhuṇa māledha vā kusṭedha vā.

অনুবাদ:

ধীবর—তারপর একদিন আমি এক রোহিত মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিলাম। তখন তাহার উদরের মধ্যে মহারত্নোজ্জ্বল আংটিটি দেখিতে পাইলাম। পরে এখানে বিক্রয়ের জন্য ইহাকে দেখাইবার সময় মহাশয়গণের দ্বারা ধৃত হইয়াছি। এইটুকুই ইহার প্রাপ্তির কাহিনী। এখন আপনারা আমাকে মারুন অথবা কাটুন।

টীকা—**কপ্পিদে** <কল্পিতঃ।

পেস্কামি<* প্রেক্ষামি (প্রেক্ষে)। মাগধী প্রাকৃতে ক্ষ>স্ক (Metathesis)।

বিক্কঅস্তং<বিক্রয়ার্থং।

মাগধী প্রাকৃতে র্থ>স্ত।

দংশঅন্তে—দৃশ ণিচ্‌+শতৃ প্রথমার একবচনে 'এ'।

য্যেব—য-শ্রুতি; শ্বাসাঘাতের প্রভাবে য-কারের দ্বিত্ব—দংশঅন্তেয্যেব।

ভাবমিশ্শেহিং>ভাবমিশ্রৈঃ। সম্ভ্রান্তভদ্রদের ভাবমিশ্র বলা হইত।

এত্তিকে—অত্রকঃ > অত্তকো অথবা, এতাবৎকঃ > এতাবক্কো > এতাঅক্কো>এত্তিঅকে>এত্তিকে। **মালেধ**<মারয়ত।

কুস্টেধ—কুট্টয়তঃ সংস্কৃত 'পেষণ' অর্থে 'কুট্টয়' ধাতুর মধ্যম পুরুষ বহুবচন। কুট্ট—মাগধীতে কুস্ট।

মূলপাঠ

নাগরকঃ—(অঙ্গুরীয়কম্ আঘ্রায়) জানুঅ, মচ্ছোদরসংঠিদং ত্তি ণত্থি সংদেহো। তধা অঅং সে বিস্‌সগন্ধো। আগমো দাণিং এদস্‌স বিমরিসিদব্বো। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছম্‌হ।

Nāgarakaḥ: (Aṅguriyakam āghrāya) Janua, macchodarasaṃṭhidaṃ ti ṇatthi saṃdeho. Tadhā aaṃ se vissagandho. Agamo dāṇim edassa vimarisidavvo. Tā edha. Rāaulaṃ jeva gacchamha.

রক্খিণৌ—(ধীবরং প্রতি) গশ্চ লে গণ্ঠিশ্চেদআ গশ্চ।
(ইতি পরিক্রামন্তি)

Raksinau : Gaśca le ganthiścedaā gaścha.
(iti parikrāmanti)

নাগরকঃ—সূঅঅ, ইধ গোউরদুআরে অপ্পমত্তা পডিবালেধ মং জাব রাঅউলং পবিসিঅ নিক্কমামি।

Nāgarakaḥ : Suaa, idha gouraduāre appamattā paḍivāledha maṃ jāva rāaulaṃ pavisia nikkamāmi.

উভৌ—পবিশদু লাউত্তে শামিপ্পশদাস্তং।

Ubhau : Paviśadu lāutte śāmippaśadastaṃ.

নাগরকঃ—তধা। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

Nāgarakaḥ : Tadhā (iti niskrāntaḥ)

অনুবাদ :

নাগরক—(আংটিটির ঘ্রাণ লইয়া) জানুক, মৎস্যের উদরে যে এই আংটি ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; সেইজন্য এই আমিষ গন্ধ নির্গত হইতেছে। ইহা কিরূপে এখানে আসিল তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। এস, আমরা রাজবাড়ীতে যাই।

রক্ষিদ্বয়—চল্‌রে গাঁটকাটা চল্‌।
(সকলের পরিক্রমণ)

নাগরক—সূচক, যতক্ষণ না আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসি ততক্ষণ এই নগর দ্বারে (বহির্দ্বারে) সতর্কতার সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা কর।

রক্ষিদ্বয়—রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য আপনি (প্রাসাদে) প্রবেশ করুন।

নাগরক—তাহাই হউক। (প্রস্থান)

টীকা

নাগরকের প্রথম উক্তি শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত। সেই জন্য 'জ' এবং 'স'-এর ব্যবহার আছে। রক্ষীরা মিশ্র মাগধী বলে, ধীবর পুরাপুরি মাগধী বলে।

বিস্সগন্ধো<বিস্রগন্ধঃ (আমিষ গন্ধ)।

বিমরিসিদব্বো<বি—মৃশ+তব্য—বিম্রষ্টব্য। স্বরভক্তি—'ই'।

এধ—আ-ই+লোট্‌ মধ্যম পুরুষের বহুবচন—এত ;

Extension of লট্‌ Second person plural—এথ>এধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে একবচন 'এহি' পদের সাদৃশ্যে আদি স্বরের পরিবর্ত্তন। কিন্তু 'আ' উপসর্গের সাহায্য না লইলে 'এস' এই অর্থ হয় না—এবং সাহায্য লইলে 'এ' কারের ব্যাখ্যা অতি সহজে হয়। আ+ই=এ।

গচ্ছম্হ—গম্+লট্ উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'স্ম'। অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচন 'স্ম' এখানে ক্রিয়া-বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত।

গচ্ছস্ম>গচ্ছম্হ (বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা)।

গশ্চ<গচ্ছ। (মাগধী প্রাকৃতে)

গণ্ঠিশ্চেদআ—গ্রন্থিচ্ছেদক+সম্বোধনের একবচনে 'আ'

(ক) চ্ছ>শ্চ, (খ) শব্দের আদিতে র-ফলা লুপ্ত, (গ) থ>ঠ (মূর্দ্ধন্যীভবন)।

গোউরদুআরে—গোপুর দ্বারে। বহির্বাটির প্রবেশ পথে।

পডিবালেধ<প্রতিপালয়ত—লোট্ মধ্যমপুরুষ বহুবচন।

Extension of লট্ 2nd person plural 'থ'।

প্রতিপালয়থ>পডিবালেধ,

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলা লুপ্ত, (খ) ত>ড মূর্দ্ধন্যীভবন (র-ফলার, প্রভাবে), (গ) অয়>এ. (ঘ) থ>ধ (ঘোষীভবন)।

নিক্কমামি>নিষ্ক্রমামি।

ষ্ক্র>ক্ক ; উপসর্গ আগে আছে বলিয়া স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হয় নাই। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে উষ্মবর্ণের সমীকরণ হইয়াছে মাত্র। তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না – তাই র-ফলা লুপ্ত।

শামিপ্পশাদত্তং<স্বামি-প্রসাদার্থং

(ক) শব্দের আদিতে ব-ফলা লুপ্ত, স=শ (মাগধীতে), (খ) প্র>প্প (সমীকরণ), (গ) র্থ>ত্ত (মাগধী প্রাকৃতে), (ঘ) যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

মূলপাঠ

সূচকঃ—যাণুঅ, চিলাআদি লাউত্তে।

Sucakaḥ : Yāṇua cilaadi lautte.

জানুকঃ—ণং অবশলোবশপ্পণীআ খু লাআণো হোন্তি।

Jānukaḥ : Naṃ avaśalovaśappṇia khu lāāno honti.

সূচকঃ—যাণুঅ, স্ফুলন্তি মে অগ্‌গহস্তা (ধীবরং নিদ্দিশ্য) ইমং গণ্ঠিশ্চেদঅং বাবাদেদুং।

Sucakaḥ : Yānua, sphulanti me aggahastā (dhivaraṃ nirdiśya) imaṃ ganṭhiścedaaṃ vāvādeduṃ.

ধীবরকঃ—ণালিহদি ভাবে অকালণ-মালকে ভবিদুং।

Dhivarakaḥ : Nālihadi bhave akālana-mālake bhaviduṃ.

জানুকঃ—(বিলোক্য) এশে অস্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ্হিঅ লাঅশাশণং (ধীবরং প্রতি) তা শউলাণং মুহং পেস্কশি অধ বা গিদ্ধশিআলাণং বলী ভবিশ্‌শশি।

Janukaḥ : (vilokya) Eśe asmānaṃ iśale patte genhia lāaśāśanaṃ. (dhīvaraṃ prati) tā śaulāṇan muhaṃ peskaśi adha vā giddhaśialānaṃ valī bhaviśśaśi

নাগরকঃ—(প্রবিশ্য) শিগ্‌ঘং শিখ্‌ঘং এদং (ইতি অর্দ্ধোক্তে)

Nāgarakaḥ : (praviśya) Sigghaṃ śigghaṃ edaṃ...

(iti ardhokte)

ধীবরকঃ—হা হদে স্মি। (ইতি বিষাদং নাটয়তি)

Dhīvarakaḥ : Ha hade smi (iti viṣādaṃ nātayati)

অনুবাদ :

সূচক—জানুক, প্রভু বিলম্ব করিতেছেন।

জানুক—রাজাদের নিকট অবসর বুঝিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

সূচক—জানুক, (ধীবরকে দেখাইয়া) এই গাঁটকাটাকে বধ করিবার জন্য আমার হাতের আঙুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ধীবর—আমাকে অকারণে বধ করা আপনার উচিত নয়।

জানুক—(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু রাজার আদেশ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। (ধীবরের প্রতি) কুকুরের মুখে যাইতে হইবে (তুই কুকুরের মুখ দেখিবি , অথবা তোকে শৃগাল ও শকুনের বলি হইতে হইবে।

নাগরক—(প্রবেশ করিয়া) শীঘ্র শীঘ্র একে—(অর্দ্ধোক্তি)।

ধীবর—হায়, আমি মারা গেলাম। (বিষাদের ভাব ব্যক্ত করিল)।

চিলাঅদি<চিরায়তে—নামধাতু। বিলম্ব করিতেছে।

অবশলোবপ্পাপ্পণীআ<অবসর+উপসর্পণীয়াঃ। অবসর অনুসারে নিকটবর্ত্তী হওয়ার যোগ্য।

বাবাদেদুং<ব্যাপাদয়িতুম্

(ক) শব্দের আদিতে য-ফলা লুপ্ত, (খ) প>ব , ত>দ (ঘোষীভবন), (গ) অয়>এ।

ণালিহদি<নার্হতি—ন+অর্হতি। স্বরভক্তি 'ই' , র>ল ; ত>দ।

ঈশলে—ঈশ্বরঃ>ইশ্‌শলে>ঈশলে।

পত্তে<প্রাপ্তঃ।

শউলাণং<শ্বকুলানাং। কুকুরসমূহের।

পেক্খিশ<প্রেক্ষসে।

গিদ্ধশিআলাণং<গৃধ্রশৃগালাণাম্।

হদেম্মি<হতঃ+অস্মি।

মূলপাঠ

নাগরকঃ—মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোবজীবিণং। উববণ্ণো সে কিল অঙ্গুলীঅঅস্স আগমো। অম্হ-সামিণা জেব মে কধিদং।

Nāgarakaḥ : Muñcedha re muñcedha jālovajīviṇaṃ. uvavaṇṇo se kila angulīaassa āgamo. Amha-sāmiṇa jeva me kadhidaṃ

সূচকঃ—যধা আণবেদি লাউত্তে। যমবশদিং গদুঅ পডিনিউত্তে কৃখু এশে। (ইতি ধীবরং বন্ধনান্ মোচয়তি)

Sucakaḥ : Yadha āṇavedi lāutte yamavaśadiṃ gadua padiniutte kkhu eśe. (iti dhīvaraṃ bandhanān mocayati)

ধীবরকঃ—(নাগরকং প্রণম্য) ভস্টকে, তব কেলকে মম যীবিদে। (ইতি পাদয়োঃ পততি)

Dhivarakaḥ : Bhasṭake, tava kelake mama yīvide.

(iti pādayoḥ patati)

নাগরকঃ—উত্থেহি উত্থেহি। এসো ভট্টিণা অঙ্গুলীআঅমুল্লসম্মিদো পারিদোসিও দে পসাদীকিদো। তা গেণ্হ এদং।

(ইতি ধীবরায় কটকং প্রযচ্ছতি)।

Nāgarakaḥ : Utthehi utthehi. Eso bhaṭṭinā aṅgulīaamulla-sammido pāridosio de pasādīkido. Ta geṇha edaṃ.

(iti dhīvarāya kaṭakaṃ prayacchati)

ধীবরকঃ—(সহর্ষং প্রতিগৃহ্য) অনুগ্গহিদে স্মি।

Dhivarakaḥ : (saharṣaṃ pratigrihya) Anuggahide smi.

অনুবাদ :

নাগরক—ছাড়িয়া দাও, এই ধীবরকে ছাড়িয়া দাও। আঙটি প্রাপ্তির বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। আমার প্রভুই আমাকে বলিয়াছেন।

সূচক—প্রভু যেমন আদেশ করেন। লোকটা যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিল।

(ধীবরকে বন্ধন মুক্ত করিল)

ধীবর—(নাগরককে প্রণাম করিয়া) প্রভু, আপনার জন্যই আমার জীবন পাইলাম।

নাগরক—ওঠ, ওঠ, প্রভু অনুগ্রহ করিয়া আংটির সমান মূল্যবান একটি পুরস্কার তোমাকে দিয়াছেন. তুমি ইহা গ্রহণ কর।

ধীবর—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) আমি অনুগৃহীত হইলাম।

টীকা—উববণ্ণো<উপপন্নঃ। প্রমাণিত. পরিজ্ঞাত। **কেলকে**<কারকং।

যীবিদে<**জীবিতং—মাগধী প্রাকৃতে 'জ'—'য' হয়। পাঠাংশে এইরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে—জাতি >যাদিং, >জানুক >যাণুঅ ; প্রথমার একবচনে—'এ'।**

অম্‌হ-সামিণা<অস্মৎ স্বামিনা

অস্মৎ—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ; অস্ম>অম্‌হ (বিপর্য্যাস ও উষ্ম বর্ণের মহাপ্রাণতা); স্বামিনা>সামিণা—আদিতে ব-ফলার লোপ।

পডিনিউত্তে>প্রতিনিবৃত্তঃ

(ক) আদিস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা লুপ্ত, (খ) ত>ড মূর্দ্ধন্যীভবন, (গ) ঋ>উ; 'ব' লুপ্ত, (ঘ) প্রথমার একবচনে 'এ'।

উত্থেহি<উত্তিষ্ঠ। উৎ+স্থা+লোট হি।

স্মি—হদেস্মি, অণুগ্‌গহিদেস্মি—এই সকল ক্ষেত্রে 'স্মি' এই যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণজনিত পরিবর্ত্তন হয় নাই। মাগধী প্রাকৃতে সমীকরণের সূত্র সকল ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয় না।

মূলপাঠ

জানুকঃ—এশে কৃখু লঞ্ঞা তধা ণাম অণুগ্‌গহিদে যং শূলাদো ওদালিঅ হস্তিস্কন্ধং শমালোবিদে।

Janukaḥ : Eśe kkhu laññа tadhā ṇāma aṇuggahide yaṃ śulādo odālia hastiskandhaṃ śamālovide.

সূচকঃ—লাউত্তে, পালিদোশিএ কধেদি মহালিহলদণেণ তেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমদেণ হোদব্বংতি।

Sūcakaḥ : Lautte, pālidośie kadhedi mahālihaladaṇeṇa teṇa anguliaeṇa śāmiṇo bahumadeṇa hodavvaṃti.

নাগরকঃ—ণং তস্‌সিং ভট্টিণো মহারিহরদণং ত্তি ণ পরিদোসো। এত্তিকং উণ।

Nāgarakaḥ : Naṃ tassiṃ bhaṭṭiṇo mahāriharadaṇaṃ ti ṇa paridoso. ettikaṃ uṇa.

উভৌ—কিং ণাম

Ubhau : Kiṃ ṇama.

নাগরকঃ—তক্কেমি তস্‌স দংসণেণ কো বি হিঅআট্ঠিদো জনো ভট্টিণা সুমরিদো ত্তি। জদো তং পেক্‌খিঅ মুহুত্তঅং পকিদিগম্ভীরো বি পজ্জুসুসুঅমণো আসি।

Nāgarakaḥ : Takkemi tassa daṃsaṇena kovi hiaaṭṭhido jano bhaṭṭiṇa sumarido tti. Jado taṃ pekkhia muhuttaaṃ paidigambhīro vi pajjussuamaṇo āsi.

অনুবাদ ঃ

জানুক—লোকটাকে রাজা এমন ভাবে অনুগৃহীত করিলেন যেন শূল হইতে নামাইয়া তাহাকে হস্তিপৃষ্ঠে বসানো হইল।

সূচক— প্রভু, পারিতোষিক বলিয়া দিতেছে, মহামূল্য রত্নখচিত সেই আঙ্‌টি রাজার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।

নাগরক—সেই আঙটিতে মহামূল্য রত্ন আছে বলিয়াই যে রাজার পরিতোষ হইয়াছে তাহা নহে—ইহাতে আরও আছে—

রক্ষিদ্বয়—কি ব্যাপার?

নাগরক—আমার মনে হয়, সেই আঙটি দেখিয়া রাজা কোন প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়াছেন, কারণ সেই আঙ্‌টি দেখিয়া স্বভাবতঃ গম্ভীর হইলেও তিনি মুহূর্তকালের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।

টীকা

ওদালিঅ <অবতার্য

(ক) অব>ও, (খ) স্বরভক্তি- 'ই', (গ) র>ল।

হস্তিস্কন্ধং— স্ত', 'স্ক'—এই দুইটি যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সমীকরণ হয় নাই তাহা লক্ষণীয়। মাগধী প্রাকৃতে এইরূপ হয়।

সমালোবিদে<সমারোপিতঃ। **মহালিহলদণেণ**<মহার্ঘ রত্নেন।

বহুমদেণ<বহুমতা। আদরণীয় অর্থে—অঙ্গুরীয়কের বিশেষণ।

সুমরিদো—স্মৃ + ক্ত>*স্মরিতঃ>সুমরিদে।

(ক) স্বরভক্তি—'উ', (খ) ত>দ, (গ) অ-কারের পরবর্ত্তী বিসর্গ>ও।

পেক্‌খিঅ—প্র—ঈক্ষ্‌+ল্যপ প্রেক্ষ্য>পেক্‌খিঅ

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলার লোপ, (খ) ক্ষ>ক্‌খ, (গ) স্বরভক্তি 'ই'

পইদিগম্ভীরো<প্রকৃতিগম্ভীরঃ। **পজ্জুস্সুঅমণো**<পর্য্ুৎসুকমনা।

মূলপাঠ

সূচকঃ—তোশিদে দাণি ভস্টা লাউত্তেণ।

Sūcakaḥ : Tośide dāṇi bhaṣṭa lāuttena.

জানুকঃ—ণং ভণামি ইমশ্‌শ মশ্চলীশত্তুণো কিদে ত্তি।

(ইতি ধীবরম্ অসূয়য়া পশ্যতি)

Janukaḥ : Naṃ bhanāmi imaśśa maścalīśattuṇo kide tti.

(iti dhīvāraṃ asūyayā paśyati)

ধীবরকঃ—ভস্টকা ইদো অদ্ধং তুস্মাণং পি শূলামূল্লং ভোদু।

Dhivarakaḥ : Bhastakā ido addhaṃ ṭusmānaṃ pi śulā mullaṃ bhodu

জানুকঃ—ধীবল মহত্তলে শংপদং মে পিঅবঅশ্‌শকে সংবুত্তে শি। কাদম্বলী শদ্ধিকে কৃখু পঢ়মং অস্‌মাণং শোহিদে ইশ্চীয়দি। তা শুণ্ডিকাগালং যেব গশ্চম্ম। (ইতিনিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

Janukaḥ : Dhīvala mahattale sāmpadaṃ me piavaaśśake saṃbutte śi. Kādamvali śaddhike kkhu paḍhamaṃ asmānaṃ śohide iściadi. Tā śunḍikāgālaṃ yeva gaścasma.

(iti niṣkrāntaḥ sarve)

অনুবাদ :

সূচক—তাহা হইলে প্রভু রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

জানুক—আমি বলিব, এই জেলের (মাছের শত্রু) জন্যই তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। (ধীবরের প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিপাত)

ধীবর—মহাশয়গণ, এই পারিতোষিকের অর্দ্ধেক আপনাদের সুরার মূল্য হউক।

জানুক—ধীবর, তুমি এখন আমাদের মহৎ এবং প্রিয় বন্ধু হইলে। আমার ইচ্ছা আমাদের এই প্রথম বন্ধুত্ব সুরা সাক্ষী করিয়া স্থাপিত হউক। সুতরাং এস, আমরা শুঁড়ির দোকানে যাই। (সকলের প্রস্থান)

টীকা

তুস্মাণং—*তুষ্মদ্ + ষষ্ঠীর বহুবচন।

শদ্ধিকে—শ্রদ্ধয়া দত্তম্ ইতি শ্রদ্ধিকং। **Having wine as offering.**

পড়মং<প্রথমং

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলার লোপ।

(খ) থ>ঢ় ঘোষীভবন ও মূর্দ্ধন্যীভবন।

শোহিদে<সৌহৃদং

(ক) ঔ>ও, (খ) স>শ, (গ) ঋ>ই, (ঘ) কর্তৃকারকের একবচনে 'এ'।

ইশ্চীয়দি<ইচ্ছ্যতে

(ক) মাগধী প্রাকৃতে চ্ছ>শ্চ, (খ) স্বরভক্তি 'ঈ', (গ) ত>দ; আত্মনেপদীর স্থানে পরস্মৈপদী বিভক্তি।

গশ্চম্হ—গম+লট স্ম (অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'স্ম' এখানে ক্রিয়াবিভক্তিরূপে প্রযুক্ত ` গচ্ছস্ম>গশ্চম্হ (চ্ছ>শ্চ)।

[তিন]

মৃচ্ছকটিকম্ (**তৃতীয় অঙ্ক**) : ভাষা—মিশ্রমাগধী ও অপভ্রংশ

[বণিক চারুদত্তের ভৃত্য সংবাহক। চারুদত্তের আর্থিক অবস্থার যখন অবনতি হইল, তখন তাহার আশ্রয় হইতে সংবাহক চলিয়া আসিল। দুর্গত সংবাহক দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইল— এবং এই খেলাতেই একদিন বাজী হারিয়া অর্থ দিতে না পারিয়া ছুটিয়া পলাইল।

তারপর পথের দৃশ্য। সংবাহকের পেছনে তাড়া করিয়াছে মাথুর Master of the gambling house, এবং দ্যূতকর অর্থাৎ জুয়াড়ী পাশা খেলায় সংবাহকের প্রতিদ্বন্দ্বী।]

সংবাহক :—হীমাণহে কট্‌ঠে এশে জুদিঅলভাবে।

ণববন্ধণ মুক্কাএ বিঅ গদ্দহীএ
হা তাড়িদো ম্হি গদ্দহীএ
অঙ্গলাঅ মুক্কাএ বিঅ শত্তীএ
ঘডুক্কো বিঅ ঘাদিদো ম্হি শত্তীএ।

লেখঅ-বাবড হিঅঅং শহিঅং দট্‌ঠূণ ঝত্তি পব্‌ভট্‌ঠে
এণ্‌হিং মগ্‌গণিবডিদে কং ণু ক্‌খু শলণং পপজ্জে।

Saṃvāhakaḥ : Hīmāṇahe kaṭṭhe eśe judialabhāve.

Ṇaba bandhaṇa mukkāe via gaddahīe

Hā taḍido mhi gaddahīe

Angalāa mukkāe via śattīe

Ghaḍukko via ghādido mhi śattīe

Lekhaa-vāvaḍa-hiaaṃ śahiaṃ daṭṭhūṇa jhatti pabbhaṭṭhe

Eṇhiṃ magganivaḍide kaṃ ṇu kkhu śalaṇaṃ papajje.

অনুবাদ ঃ

সংবাহক—হে মানব, দ্যূতকরের বৃত্তি সত্যই কষ্টকর। নববন্ধনমুক্ত গর্দ্দভীর মত আমিও অক্ষের দ্বারা তাড়িত হইয়াছি। অঙ্গরাজ কর্ণের নিক্ষিপ্ত শক্তিতে যেমন ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছিল আমিও সেইরূপ অক্ষের দ্বারা হত হইয়াছি।

সভিককে (মাথুরকে) লেখার কাজে ব্যাপৃত দেখিয়া আমি দ্রুত পলাইয়া আসিয়াছি। এখন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—কাহার আশ্রয় লইব ?

টীকা

হীমাণহে (অব্যয়) <হী মাণবে<হে মানব। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ব্যাখ্যা। (হ্রিয়ং মন্যামহে—মনে মনে লজ্জা পাইতেছি। এই প্রয়োগটি উচ্চারণ পরিবর্তনে 'হীমাণহে' হইতে পারে।)

জুদিঅলভাবে<দ্যূতকরভাবঃ। জুয়াড়ীর অবস্থা।

ঘডুক্কো - ঘটোৎকচঃ>ঘটুক্কও>ঘডুক্কও>ঘডুক্কো

(ক) ও>উ (Contraction), (খ), ট>ড (Voicing), (গ) চ লোপ ; অ-কারের পর বিসর্গ>ও।

দট্‌ঠূণ—দৃশ+তুণ (Gerund) বৈদিক প্রত্যয়।

ঝত্তি<ঝটিতি—শ্বাসাঘাতের প্রভাবে মধ্য স্বর লোপ
—ট্‌ ও ত-এর সমীকরণ।

এণ্হিং<ইদানীং।

পপঞ্জে<প্রপঞ্চে

(ক) আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না, তাই র-ফলার লোপ

(খ) ঞ্জ<ঞ্চ (সমীকরণ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে ইহাকে বলা হইয়াছে 'Sanskritism'—ইহার অর্থ বোঝা গেল না।

মূলপাঠ

তা জাব এদে শহিঅ-জুদিঅলা অণ্ণদো মং অণ্ণেশন্তি তাব হক্কে বিপ্পডীবেহিং পাদেহি এদং শুণ্ণদেউলং পবিশিঅ দেবী-ভবিশ্শং।

(ততঃ প্রবিশতি মাথুরঃ দ্যূতকরশ্চ)

Tā jāva ede sahiajūdialā aṇṇado maṃ aṇṇeśanti tāva hakke vippaḍīvehiṃ pādehiṃ edaṃ śuṇṇadeulaṃ paviśia devī bhaviśśaṃ. (tataḥ praviśati Māthuro dyūtakaraśca)

মাথুরঃ—অলে ভট্টা দশশুবণ্ণাহ লুদ্ধু জূদকরু পপলীণু পপলীণু। তা গেহ্ণ গেহ্ণ, চিট্ঠ চিট্ঠ—দূরা পদিট্ঠো'সি।

Māthura : Ale bhaṭṭā daśasuvaṇṇaha luddhu jūdakarū papalīṇu papalīṇu. Ta geṇha geṇha. ciṭṭha ciṭṭha. Durā padiṭṭhosi.

অনুবাদ :

যতক্ষণ সভিক এবং দ্যূতকর আমাকে অন্যত্র খুঁজিবে - ততক্ষণ আমি বিপরীত পাদক্ষেপে ঐ শূন্য দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবী হইয়া থাকিব।

(মাথুর ও জুয়াড়ীর প্রবেশ)

মাথুর—ভদ্রমহোদয়গণ, দশটি স্বর্ণমুদ্রার জন্য আবদ্ধ ঐ দ্যূতকর পলাইতেছে—পলাইতেছে। তাহাকে ধরুন, ধরুন। (সংবাহকের প্রতি) দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছি।

টীকা

হক্কে —অহং>অহকং>অহকে>হকে>হক্কে

(ক) স্বার্থিক ক-প্রত্যয়, (খ) আদিস্বর লোপ,—Aphesis, (গ) মাগধী প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে—এ, (ঘ) স্বরাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

বিপ্পভীবেহিং > বিপ্রতীপেভিঃ

(ক) প্র > প্প সমীকরণ

(খ) তী > ডী (মূর্দ্ধণ্যীভবন)

(গ) প > ব (ঘোষীভবন)

(ঘ) ভ > হ ; অ-কার ভিন্ন স্বরের পরবর্ত্তী বিসর্গ লোপ ; লুপ্ত বিসর্গ স্থানে অনুস্বার (Compensatory Nasalisation)।

দেবীভবিশ্‌শং > দেবী ভবিষ্যামি

Extension of লুঙ্ (অম্) first person singular.

দশস্সুবণ্ণাহ > দশসুবর্ণস্য।

মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ' হয়।

লুদ্ধু < রুদ্ধঃ।

পপলীণু < প্র– প্র + লী + ক্ত।

মূলপাঠ

দ্যূতকরঃ—

জই বজ্জসি পাদালং ইন্দং শলণং চ সংপদং জাসি
সহিঅং বজ্জিঅ একং রুদ্দো বি ণ রক্‌খিদুং তরই।

Dyutakaraḥ :

Jai vajjasi pādālaṃ Indaṃ ṣalanaṃ ca saṃpadaṃ jāsi.
Sahiaṃ vajjia ekkaṃ ruddo vi ṇa rakkhiduṃ tarai

মাথুরঃ—

কহিং কহিং সুসহিঅ বিপ্পলম্ভআ
পলাশি লে ভঅপলিবেবিদঙ্গআ।
পদে পদে সমবিসমং খলন্তআ
কুলং জশং অদিকসণং কলেন্তআ।

Māthurah :

Kahiṃ Kahiṃ susahia vippalambhaā
Palāsi le bhaapalivevidaṅgaā.
Pade pade samavisamaṃ khalantaā
Kulaṃ jaśam adikasaṇam kalentaā.

অনুবাদ :

দ্যূতকর—তুমি পাতালেই প্রবেশ কর অথবা ইন্দ্রেরই শরণ লও, একমাত্র সভিক ব্যতীত রুদ্রও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

মাথুর—সাধু সভিককে প্রতারণা করিয়া তুমি কোথায় পলাইতেছ? ভয়ে তোমার অঙ্গ কম্পিত হইতেছে। পদে পদে সমতল ও বন্ধুর ভূমিতে তুমি স্খলিত হইতেছ এবং কুল ও যশ—উভয়ে তুমি কালিমা লেপন করিতেছ।

টীকা

বজ্জসি <ব্রজসি—আদি র-ফলার লোপ এবং শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব। **বজ্জিঅ** <বর্জয়িত্বা।

তরই <তরতি (is able)

বিপ্পলম্ভআ (বিপ্রলম্ভক), **পলিবেবিদঙ্গআ** (পরিবেপিতাঙ্গক), **খলন্তআ** (স্খলন্তক), **কলেন্তআ** (করন্তক)—প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় এবং সম্বোধনের একবচনে 'আ'

অদিকসণং <অতিকৃষ্ণং

(ক) ত > দ (ঘোষীভবন), (খ) ঋ > অ, (গ) স্বরভক্তি 'অ'।

মূলপাঠ

দ্যূতকরঃ—(পদং বীক্ষ্য) এসো বজ্জসি। ইঅং পণট্ঠা পদবী।

Dyutakaraḥ : (padaṃ vikṣya)

Eso·vajjadi, iaṃ paṇaṭṭhā padavi.

মাথুরঃ—(আলোক্য সবিতর্কম) অলে বিপ্পদীবু পাদু। পডিমাসুণ্ণু দেউলু। (বিচিন্ত্য) ধুত্তু জূদিঅরু বিপ্পডীবেহিং পাদেহিং দেউলং, পবিট্ঠো।

Māthuraḥ : (ālokya savitarkaṃ)

ale bippadivu pādu. Padimāṣuṇṇu deulu (vicintya) Dhuttu jūdiaru vippadibehiṃ pādehiṃ deulaṃ paviṭṭho.

দ্যূতকরঃ—তা অণুসরেম্হ।

Dyūtakaraḥ : Tā anusaremha.

মাথুরঃ—এব্বং ভোদু।

Māthuraḥ : evvaṃ bhodu.

দ্যূতকরঃ—কধং কট্‌ঠময়ী পডিমা

Dyūtakaraḥ : kadhaṃ kaṭṭhamayī padimā.

মাথুরঃ—অলে ণহু ণহু শেলপডিমা (ইতিশিরশ্চালয়তি সংজ্ঞাপ্য চ) এব্বং ভোদু। এহি জুদং কিলেম্‌হ (ইতি বহুবিধং দ্যূতং ক্রীডতি)

Māthuraḥ : ale nahu nahu sela padimā. (iti siraścālayati saṃjñāpya ca) Evvaṃ bhodu ehi jūdaṃ kilemha.

(iti bahuvidhaṃ dyūdtaṃ kridati)

অনুবাদ :

দ্যূতকর—(পায়ের চিহ্ন দেখিয়া) এই পথেই গিয়াছে। এখানে পায়ের ছাপ নষ্ট হইয়াছে।

মাথুর—(পায়ের ছাপ দেখিয়া সন্দেহেব সহিত) দেখ, বিপরীত বিন্যস্ত পায়ের চিহ্ন—প্রতিমাশূন্য এই মন্দির। (চিন্তা করিয়া) ধূর্ত্ত দ্যূতকর বিপরীত পাদক্ষেপে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে।

দ্যূতকর—তাহা হইলে ইহাকে অনুসরণ করি।

মাথুর—তাহাই হউক।

দ্যূতকর—একি, এ যে কাষ্ঠময়ী প্রতিমা।

মাথুর—আরে না, না, প্রস্তর প্রতিমা (মাথা নাড়িয়া এবং পরস্পরের প্রতি ইশারা ইঙ্গিত করিয়া) এইরূপ হোক—এস আমরা পাশা খেলি।

(নানারূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল)

টীকা

বজ্জদি>ব্রজতি

(ক) আদি র-ফলার লোপ, (খ) শ্বাসাঘাতের ফলে জ-কারের দ্বিত্ব (গ) ত>দ (ঘোষীভবন)।

পণট্‌ঠা>প্রনষ্টা।

বিপ্পডীবু পাদু>বিপ্রতীপঃ পাদঃ।

অণুসরেম্‌হ<অনু—সৃ+লট্ স্ম (অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচন 'স্ম') এখানে ক্রিয়া বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত—অণুসরেস্ম>অণুসরেম্‌হ।

শেলপডিমা<শৈলপ্রতিমা

'শৈল' মাগধী প্রাকৃতে 'শেল' এবং 'শইল' হয়—পাঠ্যপুস্তকে 'শইল' মুদ্রিত হইয়াছে।

কিলেম্‌হ<ক্রীড়্+লট্ স্ম।

এব্বং<এবং। শ্বাসাঘাতের জন্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

মূলপাঠ

সংবাহকঃ—(দ্যূতেচ্ছাবিকার-সংবরণং বহুবিধং কৃত্বা স্বগতম্)

অলে

> **কত্তাশদ্দে ণিণ্ণঅশ্‌শ হলই হডকং মণুশ্‌শশ্‌শ**
> **ঢক্কাশদ্দে ব্ব ণলাধিবশ্‌শ পব্‌ভট্ ঠলজ্জশ্‌শ।**
> **জাণামি ণ কীলিশ্‌শং শুমেলুশিহলপডণশণ্ণিহং জূঅং**
> **তহ বি হু কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।**

Saṃvāhakaḥ : (dyūtecchāvikāra-saṃvaranaṃ bahuvidaṃ kṛtvā svagataṃ)

Ale

> Kattāśadde ṇiṇṇaṇaśśa halai haḍkaṃ maṇūsśśsa
> ḍakkā śadde vva ṇalādhivaśśa pābhaṭṭhalājjaśśa.
> Jāṇāmi ṇa kīliśśaṃ śumeluśihalapaḍaṇaśaṇṇihaṃ jūaṃ
> taha vi hu koilamahule kattā śadde maṇaṃ haladi.

অনুবাদ

সংবাহক—(নানাভাবে পাশা খেলার ইচ্ছা দমন করিয়া স্বগত) আরে, ঢাকের শব্দ যেমন হৃতরাজ্য রাজাকে চঞ্চল করে, পাশার শব্দও সেইরূপ নির্ধন মানুষের চিত্ত হরণ করে। আমি জানি, আমি খেলিব না, কেননা পাশার খেলা সুমেরু শিখর হইতে পতনের তুল্য—তথাপি কোকিলকূজনের ন্যায় মধুর পাশার শব্দ আমার মনকে হরণ করিতেছে।

টীকা

ণিণ্ণঅশ্‌শ<নির্ধনকস্য Penniless।

হডকং<হৃদয়কং—স্বার্থিক ('ক')

(ক) ঋ>অ (খ) দ>ড (মূর্দ্ধন্যীভবন)।

ব্ব<ইব আদিস্বর লোপ Aphesis শ্বাসাঘাতের ফলে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

হু<খলু; খ্‌লু>ক্‌খু>খু>হু।

মূলপাঠ

দ্যূতকরঃ—মম পাঠে, মম পাঠে।

Dyūtakaraḥ : Mama pāṭhe mama pāṭhe.

মাথুরঃ—ণ হু; মম পাঠে, মম পাঠে।

Māthuraḥ : ṇa ḥu. mama pāṭhe mama pāṭhe.

সংবাহকঃ—(অন্যতঃ সহসোপসৃত্য) ণং মম পাঠে।

Saṃvahakaḥ : (anyataḥ sahasopasrtya Ṇaṃ mama pāṭhe.

দ্যূতকরঃ—লদ্ধে গোহে।

Dyūtakaraḥ : Laddhe gohe.

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) অলে পেদণ্ডা! গহীদো' সি। পঅচ্ছ তং দসসুবণ্ণং।

Māthūraḥ : (gṛhitvā) Ale pedaṇḍā! gahido'si paaccha taṃ dasasuvaṇṇam.

সংবাহকঃ—অজ্জ দইশ্‌শং।

Saṃvāhakaḥ : Ajja daiśśaṃ.

মাথুরঃ—অহুণা পঅচ্ছ।

Māthuraḥ : Ahuṇā paaccha.

সংবাহকঃ—দইশ্‌শং। পশাদং কলেহি।

Saṃvāhakaḥ : Daiśśaṃ paśādan kalehi.

মাথুরঃ—অলে ণং সংপদং পঅচ্ছ।

Māthuraḥ : Ale ṇaṃ saṃpadaṃ paaccha.

সংবাহকঃ—শিলু পডদি।

(ইতি ভূমৌ পততি। উভৌ বহুবিধং তাড়য়তঃ।)

Saṃvāhakaḥ : Śilu paḍadi (Iti bhūmau patati. ubhau bahuvidhaṃ tāḍayataḥ)

অনুবাদ

দ্যূতকর—আমার দান, আমার দান।

মাথুর—না। না। আমার দান, আমার দান।

সংবাহক—(অন্যদিক হইতে আসিয়া) না। এটা আমার দান।

দ্যূতকর—হতভাগাটাকে ধরা গেল।

মাথুর—ওরে চুক্তি ভঙ্গকারী! এবার তোমাকে ধরিয়াছি। সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দাও।

সংবাহক—আজই দিব।

মাথুর—এখনই দাও।

সংবাহক—দিব। দয়া করুন।

মাথুর—আরে, না না—এখনই দাও।

সংবাহক—আমার মাথা ঘুরিতেছে (ভূমিতে পতন—উভয়ের যথেষ্ট প্রহার)।

টীকা

পাঠে—পৃষ্ঠঃ > পট্‌ঠে > পাঠে।

গোহে—গোধঃ (গোসাপ) শব্দ হইতে আগত মনে হয়। লোকের চরিত্রানুযায়ী বিভিন্ন পশুর নাম করিয়া গালি দিবার রীতি আছে।

পেদণ্ডা—অপেতদণ্ড—সম্বোধনের একবচন > পেঅদণ্ডা (আদিস্বর লোপ; সম্বোধনে 'অ') > পেদণ্ডা।

পডদি > পতিত (ক) ত > ড (মূর্দ্ধন্যীভবন) (খ) ত > দ ঘোষীভবন)।

মূলপাঠ

মাথুরঃ—এসু তুমং হু জূদীঅর মণ্ডলীএ বদ্ধোসি।

Māthurah : Esu tumaṃ hu jūdiaramaṇdalīe baddho'si.

সংবাহকঃ—(উত্থায় সবিষাদম্) কধং জূদীঅলমণ্ডলীএ বদ্ধোম্হি? হী এশে অম্হাণং জূদীঅলাণং অলংঘণীএ শমএ? তা কুদো দইশ্‌শং?

Saṃvāhakaḥ : (utthāya sāviśādaṃ) Kadham jūdialamaṇḍlīe baddhombi? Hī eśe ambāṇam jūdialāṇam alaṇghaṇīe śamae. Tā kudo daiśśam?

মাথুরঃ—অলে গণ্ডে কুলু কুলু।

Māthuraḥ : Ale gaṇḍe kulu kulu.

সংবাহকঃ—এব্বং কলেমি (দ্যূতকরম্ উপস্পৃশ্য) অদ্ধং তে দেমি অদ্ধং মে মুঞ্চদু।

Saṃvāhakaḥ : Evvaṃ kalemi (Dyūtakaraṃ upaspṛśya addhaṃ te demi addhaṃ me muncadu.

দ্যূতকরঃ—এব্বং ভোদু।

Dyūtakaraḥ : Evvaṃ bhodu.

সংবাহকঃ—(সভিকম্ উপগম্য) অদ্ধশ্শ গণ্ডে কলেমি। অদ্ধং পি মে অজ্জো মুঞ্চদু।

Saṃvāhakaḥ : (sabhikaṃ upagamya) addhaśśa gaṇḍe kalemi, addhaṃ pi me ajjo muncadu.

মাথুরঃ—কো দোসু। এব্বং ভোদু।

Māthuraḥ : Ko dosu, evvaṃ bhodu.

সংবাহকঃ—(প্রকাশম্) অজ্জ অদ্ধে তুএ মুক্কে ?

Saṃvāhakaḥ : (prakāsáṃ) Ajja addhe tue mukke ?

মাথুরঃ—মুক্কে।

Māthuraḥ : Mukke.

সংবাহকঃ—(দ্যূতকরং প্রতি) অদ্ধে তুএ বি মুক্কে ?

Saṃvāhakaḥ : (Dyūtākaraṃ prati) Addha tue vi mukke ?

দ্যূতকরঃ—মুক্কে।

Dyūtakaraḥ : Mukke.

সংবাহকঃ—শংপদং গমিশ্শং।

Saṃvāhakaḥ : Śaṃpadaṃ gamiśśaṃ.

মাথুরঃ—পঅচ্ছ তং দশসুবণ্ণং। কহিং গচ্ছসি ?

Māthūrāḥ : Paaccha taṃ daśa suvaṇṇam. Kahiṃ gacchasi ?

অনুবাদ

মাথুর—তুমি দ্যূতকর মণ্ডলীর নিয়মে আবদ্ধ!

সংবাহক—কি! আমি দ্যূতকর মণ্ডলীর নিয়মে আবদ্ধ? এই কি আমাদের দ্যূতকর মণ্ডলীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম? কোথা হইতে দিব?

মাথুর—তবে কিস্তিবন্দীর শর্ত্ত কর। (তবে আমার সহিত চুক্তি কর।)

সংবাহক—তাহাই করিব। (দ্যূতকরের নিকটে গিয়া) আমি অর্দ্ধেক আপনাকে দিব, বাকী অর্দ্ধেক আমাকে মার্জ্জনা করুন।

দ্যূতকর—বেশ, তাই হউক।

সংবাহক—(সভিকের নিকট গিয়া) আমি অর্দ্ধেকের জন্য জামিন দিতেছি, বাকী অর্দ্ধেক আমাকে মার্জ্জনা করুন।

মাথুর—দোষ কি? তাই হউক।

সংবাহক—(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনি আপনাকে অর্দ্ধেক মাপ করিয়াছেন?

মাথুর—হ্যাঁ, মাপ করিয়াছি।

সংবাহক—(দ্যূতকরের প্রতি) আপনিও অর্দ্ধেক মাপ করিয়াছেন—

দ্যূতকর—হ্যাঁ, করিয়াছি।

সংবাহক—আমি তবে এখন যাই।

মাথুর—সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা দাও। কোথায় যাইতেছ?

টীকা

গণ্ডে—দ্বিতীয়ার বহুবচন। চুক্তি—Terms of Compromise. দ্রাবিড় ভাষায় 'গণ্ড' শব্দে ঋণ প্রত্যর্পণের শর্ত্ত বুঝায়।

কুলু>কুরু।

মুক্ক—মুচ+ক্ত>* মুক্ন>মুক্ত>মুক্ক।

মূলপাঠ

সংবাহক:—পেক্‌খধ পেক্‌খধ ভট্টালআ। হা শংপদং জ্জেব এক্কাহ অদ্ধে গণ্ডে কডে, অবলাহ অদ্ধে মুক্কে। তহবি মং অবলং শংপদং জ্জেব মগ্‌গদি।

Saṃvāhakaḥ: Pekkhadha pekkhadha bhaṭṭalaā. Hā śampadaṃ jjeva ekkāha addhe gaṇḍe kaḍe, avalāha addhe mukke. Tahavi maṃ abalaṃ śampaduṃ jjeva maggadi.

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) ঘুত্তু মাথুরু ণিউণু। এত্থ তুএ ণ অহং ধুত্তিজ্জামি। তা পঅচ্ছ তং পেদণ্ডআ সব্বং সুবণ্ণং শংপদং।

Māthuraḥ : (Gṛhitva) Ghuttu Māthuru ṇiuṇu. Ettha tue ṇa ahaṃ dhuttijjāmi. Ta paaccha taṃ pedaṇḍaā savvaṃ suvaṇṇaṃ śampadaṃ.

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্শং ?

Saṃvāhakaḥ : Kudo daiśśam ?

মাথুরঃ—পিদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

Māthuraḥ : Pidaru vikkiṇijja paaccha.

সংবাহকঃ—কুদো মে পিদা ?

Saṃvāhakaḥ : Kudo me pidā ?

মাথুরঃ--মাদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ

Māthuraḥ : Mādaru vikkiṇijja paaccha.

সংবাহকঃ—কুদো মে মাদা ?

Saṃvāhakaḥ : Kudo me mādā ?

মাথুরঃ—অপ্পাণং বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

Māthuraḥ : Appāṇam vikkiṇijja paaccha.

সংবাহকঃ—কলেধ পশাদং। ণেধ মং লাজমগ্গং।

Saṃvāhakaḥ : Kaledha paśādam. ṇedha maṃ lājamagga.

মাথুরঃ—পসরু।

Māthuraḥ : Pasaru.

অনুবাদ

সংবাহক—ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন—ইহাদের একজনকে এখন অর্দ্ধেকের জন্ত জামিন দেওয়া হইয়াছে, অপরজন আমাকে অর্দ্ধেক মাপ করিয়াছেন। তথাপি আমার নিকট ইনি এখনও অপরাংশ চাহিতেছেন।

মাথুর—ধূর্ত্ত, আমার নাম মাথুর এবং আমি নিপুণ (অর্থাৎ আমি নির্ব্বোধ নহি)। আমার সঙ্গে তোমার চালাকি চলিবে না। (আমি তোমার দ্বারা প্রতারিত হইব না।) ওহে চুক্তি ভঙ্গকারি—এখনই আমার সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা শোধ কর।

সংবাহক—কিরূপে দিব ?

মাথুর—তোমার পিতাকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবাহক—আমার পিতা কোথায় ?

মাথুর—মাতাকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবাহক—কোথায় আমার মাতা ?

মাথুর—নিজেকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবাহক—আমাকে দয়া করুন। আমাকে রাজপথে লইয়া চলুন।

মাথুর—চল।

টীকা

এক্কাহ—এক > এক ; ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ'।

অবলাহ—অপর > অবল ; ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ'।

ধুত্তিজ্জামি—ধূর্ত্ত শব্দের নামধাতু (কর্ম্মবাচ্য),

ধূর্ত্ত—য + লট্ মি (কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়াবিভক্তি)

ধুত্তিজ্জামি।

পেদণ্ডআ—অপেতদণ্ডক—সম্বোধনের একবচন

(ক) আদিস্বর লোপ

(খ) সম্বোধনের একবচনে 'আ'।

নেধ—নী + লোট্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন

Extension of লট্ মধ্যমপুরুষ বহুবচন 'থ'। > নেথ > নেধ।

মূলপাঠ

সংবাহকঃ—এধ্বং ভোদু। (পরিক্রামতি) অজ্জা কিণীধ মং ইমশ্‌শ সহিঅশ্‌শ হথাদো দশেহিং শুবণ্ণকেহিং। (দৃষ্ট্বা আকাশে) কিং ভণাধ, কিং কলইশ্‌শশি ত্তি। গেহে দে কম্মকলে হুবিশ্‌শং

কধং, অদইঅ পডিবঅণং গদে। ভোহু, এব্বং ইমং অণ্ণং ভণইশ্‌শং। (পুনঃ তদেব পঠতি) কধং এশে বি মং অবধীলিঅ গদে। তা অজ্জ-চালুদত্তশ্‌শ বিহবে বিহডিদে এশে বড্‌ঢামি মন্দভাএ।

Samvāhakaḥ : Evvaṃ bhodu, ajjā kkiṇīdha maṃ imaśśa sabiaśśa hatthādo daśehiṃ śuvaṇṇakehiṃ (dṛṣṭvā ākāśe) kiṃ bhaṇādha. Kıṃ kalaiśśaśi tti? Gehe de kammakale huviśśam. Kadhaṃ, adaia paḍivaaṇaṃ gade, bhodu, evvaṃ imaṇ aṇṇam bhanaīśśam (punah tadeva paṭhati), Kadhaṃ eśe vi maṃ avadhīlia gade. Tā, ajja-Cāludattaśśa vihave vihaḍide eśe baddhāmi mandabhāe.

মাথুরঃ—ণং দেহি।

Māthuraḥ : Ṇaṃ dehi.

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্‌শং।

(ইতি পততি, মাথুরঃ কর্ষতি)

Samvāhakaḥ : Kudo daiśśam? (Iti patati. Mathuraḥ karṣati).

সংবাহকঃ—অজ্জ, পলিত্তাঅধ পলিত্তাঅধ।

Samvāhakaḥ : Ajja palittāadha palittāadha!

অনুবাদ

সংবাহক—তাই হউক। (পরিক্রমণ করিয়া) ভদ্রমহোদয়গণ, দশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমাকে এই সভিকের হাত হইতে ক্রয় করুন। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি বলিতেছেন? কি করিব? আপনার গৃহে ভৃত্যের কাজ করিব। কি! কোন প্রত্যুত্তর না দিয়াই চলিয়া গেল! যাহা হউক, অন্যকেও এইরূপ বলি। (পূর্ব্বের মত পাঠ করিয়া) একি, এও যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। আর্য চারুদত্তের ধনসম্পদ নষ্ট হওয়ায় মন্দভাগ্য আমি এইরূপেই বাঁচিয়া রহিয়াছি!

মাথুর—দাও না।

সংবাহক-কিরূপে দিব?

(মাটিতে পড়িয়া গেল, মাথুর আকর্ষণ করিতে লাগিল)

সংবাহক—ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

টীকা

হুবিশ্‌শং<ভবিষ্যামি।

অদইঅ—অদত্ত্বা।

পডিবঅণং—প্রতিবচনম্‌।

অবধীলিঅ<অবধীর্য্য। র>ল ; স্বরভক্তি 'ই'।

বিহবে বিহডিদে—বিভবে বিঘটিতে। ভাবে সপ্তমী

মন্দভাএ<মন্দভাগঃ—প্রথমার একবচনে 'এ'।

একাদশ অধ্যায়

অপভ্রংশ সাহিত্য

[এক]

(বিক্রমোর্ব্বশী—চতুর্থ অঙ্ক)

১। **সহঅরি দুক্খালিদ্ধঅং**
সরবরম্মি সিণিদ্ধঅং
অবিরল-বাহ-জলোল্লঅং
তম্মই হংসী-জুঅলঅং।

1. Sahaari dukkhāliddhaaṃ
Saravarammi siṇiddhaam
Avirala bāhajalollaam
Tammai haṃsī-jualaam

—সহচরীর দুঃখে অভিভূত, কোমলচিত্ত হংসীযুগল অবিরল বাষ্প ধারায় আর্দ্র হইয়া এই সরোবরে বিলাপ করিতেছে।

আলিদ্ধঅং—আ লিহ+ক্ত স্বার্থে 'ক'—*আলিগ্ধকং (আলীঢ়কং)>. আলিদ্ধঅং।

সিণিদ্ধঅং—স্নিহ্+ক্ত স্বার্থে 'ক'—স্নিগ্ধকং>সিণিদ্ধঅং (স্বরভক্তি 'ই')।

সরবরম্মি<সরোবরস্মিন্।

বাহ—বাষ্প>বাপ্ফ>বাফ>বাহ।

তম্মই—তাম্যতি। বিলাপ করিতেছে।

জুঅলঅং—যুগলকং। অপভ্রংশে স্বার্থিক (pleonastic) 'ক' প্রত্যয়ের প্রয়োগাধিক্য লক্ষণীয়।

২। **চিন্তা দুম্মিঅ মাণসিআ**
সহঅরী দংসণ লালসিআ

বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ
বিহরই হংসী সরোবরএ।

2. Cinṭā dummia mānasia
Sahaarī daṃsaṇa lālasiā
Viasia kamala maṇoharae
Viharai haṃsī sarovarae

—চিন্তাব্যাকুলহৃদয়া হংসী সহচরীর দর্শনে উৎসুক হইয়া বিকশিত কমল শোভিত সরোবরে ক্রীড়া করিতেছে।

দুম্মিঅ<*দুর্ম্নিত (দুর্মনায়িত) Depressed.

দংসণ<দর্শন>দস্‌সণ<দংসন—(Compensatory nasalisation)।

মনোহরএ<মনোহরকে (স্বার্থিক 'ক')।

৩। **গহণং গইন্দণাহো**
পিঅ বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরো
বিসই তরু কুসুম-কিসলঅ
ভূসিঅ-ণিঅদেহ-পব্‌ভারো।

3. Gahanaṃ gaindaṇāho
Pia virahummāa-paalia-viāro
Visaī taru kusuma-kisalaa
Bhūsia-ṇia-deha-pabbhāro

—প্রিয়ার বিরহ জনিত উন্মত্ততায় মানসিক বিকার প্রকটিত করিয়া গজেন্দ্রনাথ (পুরুরবা) বৃক্ষের কুসুম ও কিশলয়ে নিজের দেহের অগ্রভাগ ভূষিত করিয়া গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

গইন্দণাহো<গজেন্দ্রনাথঃ।

পিঅ বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরো <প্রিয়া-বিরহোন্মাদ-প্রকলিত-বিকারঃ।

বিসই—বিশতি। **কিসলঅ**<কিশলয়।

পব্‌ভারো<প্রাগ্‌ভারঃ

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলার লোপ (খ) গ্‌ভ>ব্‌ভ (সমীকরণ) (গ) অ-কারের পরবর্তী বিসর্গ>ও।

৪। **দইআ রহিও অহিঅং তুহিও**
বিরহাণুগও পরিমন্থরও
গিরি কাণাণএ কুসুমুজ্জলএ
গঅজূহবঈ বহুঝীণগঈ।

4. Daiā-rahio ahiam dahio
Virahāṇugao parimantharao
Giri kāṇāṇae kusumujjalae
Gajajūhavaī bahu jhiṇagaī

—দয়িতা রহিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিরহানুগত মন্থর গতিতে গজযূথপতি (পুরুরবা) কুসুমোজ্জল গিরিকাননে অত্যন্ত ক্ষীণগতি বিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

দইআ-রহিও<দয়িতা রহিতঃ

অহিঅং<অধিকং।

তুহিও<দুঃখিতঃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে 'দহিও' এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে—দগ্ধঃ>দহিও।

গিরিকাণণএ<গিরিকাননকে (স্বার্থিক 'ক') পাঠ্যপুস্তকে 'কাণাণএ' মুদ্রিত হইয়াছে। **গঅজূহবঈ**<গজযূথ পতিঃ।

ঝীণগঈ<ক্ষীণগতিঃ

(ক) ক্ষীণঃ>ছীণ>ঝীণ (ঘোষীভবন)

(খ) গতিঃ>গই>গঈ।

৩ ৫। **মইং জাণিঅ মিঅ-লোঅণি**
ণিসঅরু কোই হরেই
জাব ণু ণভতলি সামল
ধারাহরু বরিসেই।

5. Maiṃ jāṇia mialoaṇi
Nisaaru koi harei
Jāva ṇu ṇabhatali sāmala
Dhārāharu varisei

—আমি ভাবিয়াছিলাম (আমি জ্ঞাত ছিলাম) কোন নিশাচর মৃগলোচনাকে (আমার প্রিয়া উর্ব্বশীকে) হরণ করিতেছে। কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) আকাশে শ্যামল মেঘ বর্ষণ করিতেছে।

মইং<*ময়েন। *ময়েন>মএং>মইং।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে মইং<মা কিম্ Negative Particle, 'মইং' কে নিষেধার্থক অব্যয় ধরিলে বাক্যটির কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। মৃতাং>মিতাং>মিঅং>মইং (বিপর্য্যয়)- এরূপ ব্যাখ্যাও সঙ্গত মনে হয় না।

জানিঅ<*জানিতং (জ্ঞাতং)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে—'জানিঅ' অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund)—অর্থ 'জ্ঞাত্বা'। বলা বাহুল্য, 'জ্ঞাত্বা' অর্থ ধরিলে সমগ্র বাক্যটি অর্থহীন হইয়া পড়ে।

মিঅ—লোঅণি<মৃগলোচনা।
ণিসঅরু – নিশাচরঃ।
কোই হরেই<কোঽপি হরয়তি।
ধারাহরু—ধারাধরঃ।

প্রথমার একবচনে 'ও' স্থানে 'উ' অপভ্রংশের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। নিশাচরঃ>নিশাঅরো>নিসঅরু।

৬। **গন্ধুম্মাইঅ মহুঅর গীএহিং**
বজ্জন্তেহিং পরহুঅ-তুরেহিং
পসরিঅ-পবণুব্বেল্লিঅ-পল্লব ণিঅরু
সুললিঅ-বিবিহ-পআরং ণচ্চই কপ্পঅরু।

6. Gandhummāia mahuaragīehiṃ
Vajjantehiṃ parahuatūrehiṃ
Pasaria pavaṇuvvellia pallava ṇiaru
Sulalia viviha-paāraṃ ṇaccai kappaaru.

—কল্পতরু গন্ধোন্মত্ত মধুকরের গীতের দ্বারা মুখরিত—কোকিলের কূজনরূপ তূর্য্যের দ্বারা শব্দায়মান—প্রবহমান বায়ুর দ্বারা উদ্বেলিত পল্লবে শোভিত (মনে হইতেছে) কল্পতরু বিবিধ প্রকারে নৃত্য করিতেছে।

গন্ধুম্মাইঅ মহুঅর গীএহিং<গন্ধোন্মাদিত মধুকরগীতৈঃ।

বজ্জন্তেহিং—বাদি+শতৃ – বজ্জন্ত (দ্য>জ্জ) তৃতীয়ার বহুবচনে বজ্জন্তেভিঃ >বজ্জন্তেহিং। **তুরেহিং**<তূর্যৈঃ।

পসরিঅ-পবণুব্বেল্লিঅ পল্লবণিঅরু>প্রসৃতপবনোদ্বেল্লিত-পল্লবনিকরঃ।

বিবিহ-পআরং<বিবিধ প্রকারং। **ণচ্চই**<নৃত্যতি।

৭। পরহুঅ মহুর-পলাবিণি কন্তি
নন্দণবণ-সচ্ছন্দ ভমন্তি
জই তুঈং পিঅঅম সা মহু দিট্‌ঠী
তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্‌ঠি।

7. Parahua mahura palāviṇi kanti
Nanḍaṇavaṇa sacchanda bhamanti
Jai tūiṃ piaama sā mahu diṭṭhī
Tā āakkhahi mahu paraputṭhi

হে মধুর প্রলাপিনী সুন্দরী পরভৃতে, তুমি তো নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে বিহার কর। যদি তুমি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাক তবে হে পরভৃতে, তাহা আমাকে বল।

তুঈং—*ত্বয়েন>তুএং>তুইং>তুই (ঈ) By thee—তৃতীয়ার একবচন।

মহু<*মভ্যম্। মহ্যম্>অপভ্রংশে 'মজ্‌ঝু' ও 'মহু' হয়। ব্রজবুলিতে 'মঝু'।

৮। হউ পঈং পুচ্ছিমি অক্‌খহি গঅবরু
ললিঅ-পহারে ণাসিঅ তরুবরু
দূরবিণিজ্জিঅ-সসহর কন্তী
দিট্‌ঠী পিঅ-পঈং সম্মুহ জন্তী।

8. Haū paiṃ pucchimi akkhahi gaavaru
Lalia-pahāre ṇāsia taru-varu
Dura-vinijjia sasahara kantī
diṭṭhī piāpaīṃ sammuha janti

—হে গজবর, তুমি মৃদুপ্রহারে বিশাল তরু ভূপাতিত কর—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার যে প্রিয়া চন্দ্রের কান্তিকেও জয় করিয়াছেন সেই পতিব্রতাকে কি তুমি সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়াছ ?

হউ—অহকে>হগে>হএ>হউ (উ)।

পঈং—ত্বয়া>*ৎপয়া>পএ>প ই (ঈ)। *ত্বয়েন>*ৎপয়েন>প-এং >পই (ঈং) কর্ম্মকারকে তৃতীয়ার একবচন।

পিঅপঈং<প্রিয়পতিম্। প্রিয়পতীং<প্রিয়ঃ পতিঃ যস্যা তাম।

[দুই]

সরহ দোহাকোষ (ভাষা অবহট্‌ঠ)

১। **সহজ ছড্ডি জো নিব্বাণ ভাবিউ**
ণউ পরমত্থ এক তেং সাহিউ
জো জসু জেণ হোই সন্তুট্‌ঠো
মোক্‌খ কি লব্‌ভই ঝাণ-পবিট্‌ঠো।

1. Sahaja chaḍḍi jo nivvāṇa bhāviu
Ṇau paramattha ekka teṃ sāhiu
Jo jasu jeṇa hoi santuṭṭho
Mokkha ki labbhai jhāṇa paviṭṭho

—সহজকে ছাড়িয়া যে নির্ব্বাণের কথা ভাবে, তাহার দ্বারা কোন পরমার্থ সাধিত হয় না। যে যাহাতে যেভাবে সন্তুষ্ট হয় সেইভাবে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। ধ্যানমার্গে প্রবিষ্ট হইলেই কি মোক্ষ লাভ করিতে পারে ?

ছড্ডি—ছর্দ > ছড্ড+ক্ত্বাচ্। **ভাবিউ** < ভাবিতঃ। **তেং**<তেন। **ঝাণ**<ধ্যান। **ণউ**—ন খলু; ন তু। **সাহিউ**—সাধিতঃ। **লব্‌ভই**—লভ্যতে।

২। **কিন্তহ দীবেং কিন্তহ ণিবেজ্জং**
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বং
কিন্তহ তিত্থ তপোবণ জা-ই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী ণ্‌হাই।

2. Kintaha dīveṃ kintaha nivejjaṃ
Kintaha kijjai mantaha sevvaṃ
Kintaha tittha tapovaṇa jāi
Mokkha ki labbhai panī ṇhāi

—তাহার প্রদীপে কি প্রয়োজন, নৈবেদ্য দিয়াই বা তাহার কি হইবে ? মন্ত্র জপ করিয়াই বা তাহার কি হয় ? তীর্থে বা তপোবনে গিয়াই বা কি হইবে ? জলে স্নান করিলেই কি মোক্ষলাভ হয় ?

কিন্তহ > কিং তথা (তথা>তহা>তহ)।

দীবেং—দীপেন>দীবেন>দীবেং।

জা-ই—যা+ল্যপ্>জাইয়>জা-ইঅ>জা-ই।

মন্তহ<মন্ত্রস্য। **ণ্হাই**—স্না+ল্যপ্>*স্নাইয়>ণ হাইঅ>ণ্হাই।

৩। **ছড্ডহু রে আলীকা বন্ধা**
সো মুঞ্চউ জে অচ্ছহু ধন্ধা।
তসু পরিআণে অণ্ণ ণ কোই
অবরেং গণ্ণেং সব্ব-বি সোই।

3. Chaḍḍahu re ālīkā bhanḍhā
So muñcau je acchahu dhandhā
Tasu pariāṇe aṇṇa ṇa koi
Avareṃ gaṇṇem savva-vi soi

—মিথ্যা বন্ধন পরিত্যাগ কর। যে সকল সন্দেহ রহিয়াছে তাহা দূর হউক। তাঁহার (সহজানন্দ) সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। অন্য কিছুর গণনা করিলেও তিনিই সব।

ছড্ডহু-ছর্দ্দ+লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন। Extension of লট্ second personal plural থ; ছড্ডথ>ছড্ডহ>ছড্ডহু।

অচ্ছহু—অচ্ছ (<অস্)+লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন=অচ্ছথ> অচ্ছহ>অচ্ছহু।

ধন্ধা>সন্দিগ্ধাঃ। **তসু**>তস্য।

পরিআণে>পরিজ্ঞানে; **অবরেং গণ্ণং**<অপরেণ গণ্যেন।

৪। **সো-বি পঢিজ্জই সো বি গুণিজ্জই।**
সত্থ-পুরাণেং বক্খাণিজ্জই।
ণাহি সো দিট্ঠি জো তাউ ণ লক্খই
এক্কেং বরগুরুপাঅ পেক্খই।

4. So vi paḍhijjai so vi guṇijjai
Sattha purāneṃ vakhāṇijjai
Ṇāhi so diṭṭhi jo tāu ṇa lakkhai
Ekkeṃ varagurupāa pekkhai.

—তাঁহাকেই পাঠ করা হয় – তাঁহাকেই প্রশংসা করা হয়। শাস্ত্র ও পুরাণে তাঁহাকেই ব্যাখা করা হয়। এমন কোন দর্শন নাই যাহার মধ্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুরুর পদসেবা দ্বারাই তাঁহাকে দেখা যায়।

পঢিজ্জই—পঠ্ কর্ম্মবাচ্যে লট্ তে। পঠ্যতে > পঠিয়দি > পঢিজ্জই।

গ্রন্থপুরাণেং < শাস্ত্র পুরাণেন

বক্‌খাণিজ্জই—ব্যাখান + ক্যঙ্ (নামধাতু) কর্ম্মবাচ্যে লট্ তে।

৫। **জই গুরু বুত্তউ হিঅই পইসই**
ণিচ্চিঅ হত্থে ঠবিঅউ দীসই।
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলেং
ণিঅ সহাব ণউ লক্‌খিউ বালেং

5. Jai guru vuttau hiai paisai
ṇiccia hatthe ṭhaviau dīsai
Saraha bhaṇai jaga vāhia āleṃ
ṇia sabāva ṇau lakkhiu vāleṃ.

—যদি গুরুর উপদেশ (উক্তি) হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে (সহজানন্দকে) হস্তে স্থাপিত অবস্থায় দেখা যায়। সরহ বলেন, জগৎ বৃথাই বাহিত হইতেছে। মূর্খেরাই নিজের স্বভাব লক্ষ্য করে না।

বুত্তউ—বি + উক্ত = ব্যুক্ত > বুত্ত। প্রথমার একবচন—বুত্তউ।

ঠবিঅউ—স্থাপিতক > থবিঅঅ > ঠবিঅউ (মূর্দ্ধন্যীভবন)।

জগ—জগৎ। **বাহিঅ**—বাহিতঃ।

আলেং—অলীকেন > অলীএং > আলেং। অলং (বৃথা) শব্দের বিকার বলিয়াই মনে হয়। **ণিঅ সহাব** > নিজ স্বভাব। **বালেং**— > বালেন।

৬। **ঝাণ-হীণ পব্‌বজ্জেং রহিঅউ**
ঘরহি বসন্তেং ভজ্জেং সহিঅউ
জই ভিডি বিসঅ রমন্ত ণ মুচ্চই
সরহ ভণই পরিআণ কি মুচ্চই।

6. Jhāṇahīṇa pavvajjeṃ rahiau
gharahi vasanteṃ bhajjeṃ sahiau
jai bhiḍi visaa ramanta ṇa muccai
Saraha bhaṇai pariāṇa ki muccai.

—ধ্যানহীন ও প্রব্রজ্যা রহিত যে ব্যক্তি গৃহে ভার্য্যার সহিত বাস করে সে যদি গভীরভাবে বিষয়ভোগ করিয়াও মুক্তিলাভ না করে তবে পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা কি তাহার মুক্তি হয় ?—এই কথা সরহ বলিতেছেন।

ঝাণ-হীণ – ধ্যানহীন। **পব্বজ্জেং**—প্রব্রজ্যা + তৃতীয়ার একবচন। এং < এন। **রহিঅউ** > রহিতকঃ। **ভজ্জেং**—ভার্য্যা + তৃতীয়ার একবচন। এং < এন। **ভিডি**—ভিদ্ + ল্যপ্ > ভিত্ত্ব > ভিদিয় > ভিডিঅ > ভিডি (closely)। মুচ্চই < মুচ্যতি।

৭। **জই পচ্চক্‌খ কি ঝাণেং কীঅঅ**
জই পরোক্‌খ অন্ধার মা ধীঅঅ।
সরহেং ণিত্তং কড্ডিউ রাব
সহজ সহাব ণ ভাবাভাব।

7. Jai paccakkha ki jhāṇem̩ kīaa
jai parokkha andhāra mā dhīaa
Sırahem̩ ṇittam̩ kaḍḍiu rāva
sahajı sahāva ṇa bhāvābhāva

– যদি (সহজানন্দ) প্রত্যক্ষ হয় তবে ধ্যান করিয়া কি হইবে ? আর যদি পরোক্ষ হয় অন্ধকারকে ধ্যান করিও না। সরহ নিত্য চীৎকার করিয়া বলিতেছেন – সহজের স্বভাব ভাবের অভাব নহে।

মন্তব্য—সহজ প্রসঙ্গে—ইহা প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ এ বিচার অবান্তর। সহজ অনুভববেদ্য সুতরাং ভাবপদার্থ, ভাবের অভাব অর্থাৎ শূন্যমাত্র নহে।

পচ্চক্‌খ—প্রত্যক্ষঃ। **ঝাণেং** < ধ্যানেন।

কীঅঅ—ক্রিয়তে > কিঅই > কিঅঅ। ছন্দের জন্য 'কী'।

অন্ধার < অন্ধকারং। কর্ম্মে দ্বিতীয়া। বিভক্তি লোপ অপভ্রংশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। **ধীঅঅ** – ধীয়তে।

কড্‌ডিউ < * কড্ডিতঃ। তুলনীয় :—'রা কাড়া'। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে "সুখান ডালেতে বসি কোকিলা কাড়ে রা"।

৮। **অকৃখর বগ্গো পরমগুণ রহিঅ**
ভণই ণ জাণই এমই কহিঅ।

সো পরমেসরু কাসু কহিজ্জই
সুরঅ কুমারী জিম পডিঅজ্জই।

8. Akkhara vaṇṇo paramaguṇa rahia
bhaṇai ṇa jāṇai emai kahia
so paramesaru kāsu kahijjai
suraa kumārī jima paḍiajjai.

—অক্ষর ও বর্ণ ঈশ্বরের গুণরহিত। শাস্ত্রকার ঈশ্বরের স্বরূপ জানেন না, তাঁহারা এমনই বলিয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বরের তত্ত্ব কাহাকে বলা যাইবে—কুমারীর সুরত-আনন্দ যেমন বাক্য দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়, ইহাও সেইরূপ।

এমই—এবমেব > এঅমেঅ > এমেঅ > এমই

কহিজ্জই—কথ্যতে > কথিয়দি > কহিজ্জই। **সুরঅ** < সুরত।

জিম—যাদৃক্। প্রাকৃতে জেব্ব > জেম্ম > জিম।

পডিঅজ্জই < প্রতিপদ্যতে।

৯। **ভাবাভাবে জো পরহীণো**
তহিং জগ সঅলাসেস বিলীণো
জব্বেং তহিং মণ ণিচ্চল থক্কই
তব্বেং ভবসংসারহ মুক্কই।

9. Bhāvābhāve jo parahīṇo
tahiṃ jaga saalāsesa vilīṇo
javveṃ tahiṃ maṇa niccala thakkai
tavveṃ bhava-saṃsāraha mukkai.

—ভাব ও অভাবের (অর্থাৎ প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির) বোধ যাহার নাই—তাহার মধ্যেই সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সংসারের মধ্যেই যখন সে তার মন নিশ্চল রাখিতে পারে তখনই সে ভবসংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।

পরহীণো < প্রহীনঃ। **সঅলাশেস** < সকলাশেষঃ।

জব্বেং ; তব্বেং—যদা + এব ; তদা + এব। প্রাকৃত শব্দ হইতে বাংলা 'যবে তবে' আসিয়াছে।

থক্কই < *স্থক্যতে। এই সম্ভাব্য পদ হইতেই 'থাক্' ধাতুর প্রয়োগ বাংলায় আসিয়াছে। **ভবসংসারহ**—পঞ্চমীর অর্থে ষষ্ঠী। (স্য > স্স > হ)।

১০। **জাব ণ অপ্পহিঁ পর পরিআণসি**
তাব কি দেহাণুত্তর পাবসি।
এমই কহিজে ভন্তি ণ কব্বা
অপ্পহি অপ্পা বুজ্ঝসি তব্বা।

10. Jāva ṇa appahiṃ para pariānasi
Tāva ki dehānuttara pāvasi
Emai kahije bhanti na kavvā
appahi appā bujjhasi tavvā.

—নিজের মধ্যে যতক্ষণ না পরকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ ততক্ষণ কিরূপে দেহাতীতকে লাভ করিবে। এইরূপই বলা হইয়া থাকে—স্থতরাং ভুল করিও না। তাহা হইলে নিজের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

অপ্পহিঁ—আত্মভিঃ>অপ্পহিং>অপ্পহিঁ। **পরিআণসি**—পরিজানসি।
পাবসি—প্র+আপ্ লট্ সি (মধ্যমপুরুষের একবচন)>পাবসি।
কহিজে—কথ্যতে<কথিয়দি>কহিজ্জই>কহিজই>কহিজে।
কব্বা—কর্তব্যা>কঅব্বা>কব্বা। **তব্বা**—তব্বেং।

১১। **ণউ অণু ণউ পরমাণু বি চিন্ত।**
অণবর ভাবহি ফুরই স্থরত্ত।
ভণই সরহ ভন্তি এত বি মত্ত
অরে ণিক্কোলী বুজ্ঝহ পরমত্থ।

11. ṇau aṇu ṇau paramānu vi cinta
Aṇavara bhābahi phurai suratta
bhaṇai Saraha bhanti eta vī matta
are nikkoli bujjhaha paramattha.

—অণু বা পরমাণু বিষয়েও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই—সেই স্থরত্ব (সহজানন্দ) অনুভূতির মধ্যেই নিরন্তর প্রকাশিত হন। সরহ বলিতেছেন, এবিষয়ে মতভেদ আছে—কিন্তু(তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া) ওরে নিষ্কুলীন, পরমার্থকে বুঝিবার চেষ্টা কর।

বি চিন্ত<বিচিন্তয়। **অথবা**, 'বি'-কে 'অপি' শব্দের বিকার রূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে 'বি' উপসর্গ নহে।

সুরত্ত<সুরত্তং। **এত বি**—এতদপি। **মত্ত**—মাত্র।

ণিক্কোলী<নিষ্কুলিক 'Low born fellow'। সহজিয়া সাধকেরা লৌকিক জীবনের বংশমর্য্যাদায় আস্থাশীল ছিলেন না। তাই সাধকেরা নিষ্কুলীন।

১২। **ঘরেং অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই**
পই দেক্‌খই পডিবেসি পুচ্ছই।
সরহ ভণই বঢ জাণউ অপ্পা
ণউ সো ধেয় ণ ধারণ জপ্পা।

12. Gharem̤ acchai vāhire pecchai
pai dekkhai paḍivesi pucchai
Saraha bhaṇai vaḍha jāṇau appā
ṇau so dhea ṇa dhāraṇa jappā

—সহজ তত্ত্বের অনুভূতি ঘরেই অর্থাৎ দেহের মধ্যেই আছে কিন্তু লোকে তাহাকে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ায়। পতিকে দেখিয়াও প্রতিবেশীকে প্রশ্ন করে (সে কোথায়)। সরহ বলিতেছেন, ওরে মূর্খ, নিজেকে জানিতে চেষ্টা কর। সেই সহজতত্ত্ব ধ্যান, ধারণা ও জপের দ্বারা প্রাপ্য নহে।

ঘরেং—ঘরে ; সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়া। গৃহেণ>ঘরেং। **অচ্ছই**<অস্তি। গম্ ধাতুরূপের সাদৃশ্যে অস্ ধাতুতে প্রাকৃত অচ্ছ আদেশ হইয়াছে।

পেচ্ছই<প্রেক্ষতে। **বঢ** —মূখ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত। বোধ হয় 'দেশী' শব্দ। সংস্কৃত 'বৃদ্ধ' শব্দ হইতেও আসিতে পারে।

১৩। **জই গুরু কহই কি সব্ব বি জাণী**
মোক্‌খ কি লব্‌ভই সঅল বিণু জাণী
দেস ভমই হাব্বসেং লইজে
সহজ ণ বুজ্‌ঝই পাপেং গাহিজে।

13. Jai guru kahai ki savva vi jāṇī
mokkha ki labbhai saala viṇu jāṇī
desa bhamai havvāsem̤ laije
sahaja ṇa bujjhai pāpem̤ gahije.

—যদি গুরু জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সব কিছুই জানিয়াছ? সব কিছু না জানিয়া কি মোক্ষলাভ করা যায়? লোকে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে—পরে পাপগ্রস্ত হইয়া (নিজের মধ্যে) সহজানন্দকে বুঝিতে পারে না।

জাণী—কর্ম্মবাচ্যের রূপ। জ্ঞায়তে। সংস্কৃত কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয় য> ইয়>ইজ্জ>ইজ>ঈঅ>ঈ>। জাণীঅই>জাণী।

হব্বাসেং<অভ্যাসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে অর্থ করা হইয়াছে 'Hankering'; এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। 'অভিলাষেণ' হইতে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন।

লইজে—লা ধাতুর কর্ম্মবাচ্য বলা হইয়াছে। মনে হয় লভ্ ধাতুর কর্ম্ম-বাচ্যের বিকার। লভিজ্জই>লইজে।

গাহিজে—স্নান করা অর্থে ভ্বাদিগণীয় গাহ্ ধাতুর কর্ম্মবাচ্য। গাহ্যতে> গহিজ্জই>গাহিজে।

১৪। **বিসঅ রমন্ত ণ বিসঅং বিলিপ্পই**
উঅর হরই ণ পাণী ছিপ্পই।
এমই জোঈ মূল সরন্তো।
বিসহি ণ বাহই বিসঅ রমন্তো।

14. Visaa ramanta ṇa visaaṃ vilippai
uara-harai ṇa pāṇi chippai
emai joī mūla saranto
visahi ṇa vāhai vissa ramanto.

—বিষয় ভোগ করিয়াও যোগী বিষয়ের দ্বারা লিপ্ত হন না—জল আহরণ করিতে গিয়াও জল স্পর্শ করেন না। এইরূপে যোগী মূলকে অনুসরণ করিয়া বিষয় ভোগ করেন কিন্তু বিষয়ের দ্বারা বাহিত হন না।

বিসঅং—তৃতীয়ার একবচন। 'বিষয়েন' অর্থে।

উঅর-হরই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে অথ করা হইয়াছে—'উপর ঘরহি' 'In an upper room'; ইহাতে কবিতাটির অর্থ সুন্দর হয় না। উঅর হরই<উদকং হরতি—জল আহরণ করে। উদক>উঅঅ>উঅর (with র-শ্রুতি)। "পদ্মপত্রে জলতরঙ্গং গৃহীত্বা তৎ পানীয়ৈন লিপ্যতি" (সংস্কৃত টীকা)। তুলনীয় :—চণ্ডীদাস—"তোরা নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি।"

ছিপ্পই—ক্ষিপ্+লট্ তি ক্ষিপ্যতি > ছিপ্পই। স্পৃশতি > ছিপই > ছিপ্পই—এইরূপও হইতে পারে। তুলনীয়—তিন ন ছুপই (চর্যাপদ)< তৃণং ন স্পৃশতি।

বিসহি—বিষয়ৈঃ তৃতীয়ার বহুবচন। বিসয়েভি>বিসঅহি>বিসহি।

বাহই—বাহ্যতে>বাহিঅদি>বাহিঅই>বাহই।

১৫। দেব পিচ্ছই লক্‌খ বি দীসই
অপ্পণু মারীই স কি করিঅই।
তোবি ণ তুট্‌টই এহু সংসার
বিণু আআসেং ণাহি ণিসার

15. Deva picchai lakkha vi dīsai
Appaṇu mārīi sa ki kariai
tovi ṇa tuṭṭai ehu saṃsāra
viṇu āasem̩ ṇāhi ṇisāra.

—দেবতাকে দেখিতেছে, লক্ষ্যও দেখা যাইতেছে তথাপি সে (তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা) নিজেকে মারিতেছে। সে আর কি করিবে? তথাপি এই সংসারের মায়া দূর হইতেছে না। বিনা চেষ্টায় মোক্ষ সম্ভব নহে।

পিচ্ছই<প্রেক্ষতে। **দীসই**—দৃশ্যতে।

মারীই—মৃ+ণিচ্‌ কর্ম্মবাচ্যে লট্‌ তে—মার্য্যতে > মারীআদি> মারীঅই>মারীই। **অপ্পণু**—আত্মনঃ। **তোবি**—তথাপি>তহবি>তোবি। **আআসেং**>আয়াসেন। **ণিসার**<নিঃসারঃ।

১৬। অণিমিসলোঅণ চিত্ত ণিরোহেং
পবণ ণিরূহই সিরিগুরুবোহেং।
পবণ বহই সো ণিচ্চলু জব্বেং
জোঈ কালু করই কি রে তব্বেং।

16. aṇimisaloaṇa citta ṇirohem̩
pavaṇa ṇirūhai sirigurubohem̩
pavaṇa vahai so niccalu javvem̩
joī kālu karai ki re tavvem̩

—গুরুদত্ত জ্ঞানের দ্বারা অনিমেষ লোচনে চিত্ত নিরোধের ফলে বায়ু নিরুদ্ধ হয়। প্রবাহিত বায়ু যখন নিশ্চল হয় (প্রাণায়াম সাধনায়) তখন, হে যোগী, কাল তোমার কি করিবে?

ণিরূহই<নিরুধ্যতে কর্ম্মবাচ্যে। **সিরি**—শ্রী (বিপ্রকর্ষ)। **বোহেং** বোধেন। **কালু**—কালঃ।

১৭। জাউ ণ ইন্দিঅ বিসঅ গাম
তাব ণ হি বিফুরই অকাম।

অইসেং বিসম সন্ধি কো পইসই
জো জহিঁ অত্থি ণউ জাব ণ দীসই।

17. Jāu ṇa india-visaa-gāma
tāva ṇa hi viphurai akāma
aiseṃ visama sandhi ho paisai
jo jahī atthi ṇau jāva ṇa dīsai.

—যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয় ও তার বিষয় সমূহ অদৃশ্য না হয় সেই পর্যন্ত কামনা-শূন্যতার আবির্ভাব হয় না। এইরূপ (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের) সন্ধিস্থলে কে প্রবেশ করিবে? সুতরাং যিনি যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন—যতক্ষণ না সেই সহজানন্দ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না সহজতত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

জাউ—যাবৎ। **গাম**—বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থপুস্তকে 'গত' অর্থাৎ disappearance অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সমূহার্থক গ্রাম শব্দ দ্বারাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। **অইসেং**—ঈদৃশেন। **জহিঁ**—যস্মিন্ > জম্হি। **অত্থি**—অর্থী অথবা 'অস্তি' হইতেও পারে। শ্লোকটির শেষ পঙ্‌ক্তিটির পাঠ ও ব্যাখ্যায় একটু সন্দেহ আছে।

১৮। **পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌খাণই**
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।
অবণাগমণ ণ তেণ বিখণ্ডিঅ
তোবি নিলজ্জ ভণই হউং পণ্ডিঅ।

18. Paṇḍia saala sattha vakkhāṇai
dehahī buddha vasanta ṇa jāṇaī
avaṇā gamaṇa ṇa teṇa vikhaṇḍia
tovi ṇilajja bhaṇai hauṃ paṇḍia.

—পণ্ডিত সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—কিন্তু দেহের মধ্যেই যে বুদ্ধ অর্থাৎ পরম জ্ঞান আছে তাহা জানেন না। সংসারে আসা যাওয়া সে খণ্ডন করিতে পারে না তথাপি সে নির্লজ্জ বলে—আমি পণ্ডিত।

সত্থ—শাস্ত্র। **বক্‌খাণই**—ব্যাখ্যান+ক্যঙ্ (নামধাতু) লট্ তি ব্যাখ্যানয়তি > বক্‌খাণঅই > বক্‌খাণই। **দেহহিঁ**—দেহস্মিন্। **বসন্ত**—বস্+শতৃ অন্ত। **অবনাগমন**—অবন (√অব্)+আগমন। তুলনীয়—বাংলা 'আনাগোনা'। তুলনীয় চর্যাপদ—অবণাসবণে কান্হ বিমলা ভইলা। **হউং**—অহকং > হগং > হঅ > হউং > হউঁ।

[তিন]

প্রাকৃত পৈঙ্গল

১। **অরে রে বাহহি কাহ্ন ণাব ছোডি**
ডগমগ কুগতি ণ দেহি
তই ইত্থি ণঈহি সন্তার দেই
যো চাহসি সো লেহি।

1. Are re vāhahi Kāṇha ṇāva choḍi
dagamaga kugati ṇa dehi
taiṃ itthi ṇaihi santāra dei
jo cāhasi so lehi.

—হে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকা বাহিতেছ ; অস্থিরভাবে চালনা করিয়া সঙ্কটে ফেলিও না। তুমি স্ত্রীলোকদের এই নদী পার করিয়া দাও : যাহা চাও তাহাই পাইবে।

ছোডি—ক্ষুদ্র>ছুদ্দ>ছোডি—Small। 'ণাব' শব্দের বিশেষণ।

ডগমগ—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। তুলনীয় :—'আহ্লাদে ডগমগ'। 'দীর্ঘমার্গ' বা 'দুর্গমার্গ' শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সুন্দর ও স্বাভাবিক হয় না।

তইঁ—ত্বয়া (কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি)>তএ>তই>তইঁ।

ইত্থি ণঈহি—Here in the river. 'ইত্থি'-সংস্কৃত 'স্ত্রী' শব্দের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ রূপ। স্ত্রীলোকদের পার করা অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থটি সুন্দর হয়।

২। **জস সীসহি গঙ্গা গোরি অধঙ্গা**
গিম পহিরিঅ ফণিহারা
কণ্ঠট্ঠিঅ বিসা পিন্ধণ দীসা
সংতারিঅ সংসারা।
কিরণাবলিকন্দা বন্দিঅ চন্দা
ণয়ণহি অণল ফুরন্তা।
সো মঙ্গল দিজ্জউ বহু সুহ কিজ্জউ
তুম্হ ভবাণীকন্তা।

2. **Jasa sīsahi Gangā Gori adhangā**
gima pahiria phaṇihārā

kaṇṭha ṭṭhia visā pindhaṇa dīsā
samṭāria saṃsāṭā
kiraṇāvali kandā bandia candā
ṇayaṇahi aṇala phurantā
so maṅgala dijjau bahu suha kijjau
tumha Bhavaṇīkantā

—যাঁহার শীর্ষে গঙ্গা, গৌরী যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ, গলদেশে যাঁহার ফণিহার পরিহিত, যাঁহার কণ্ঠে বিষ—পরিধানে দিগ্বসন, যিনি সংসার হইতে মুক্ত—কিরণাকর চন্দ্রের দ্বারা যিনি বন্দিত, যাঁহার নয়ন হইতে অনলস্ফুরিত হইতেছে, সেই ভবানী-কান্ত শিব তোমাদের মঙ্গল করুন, বহু সুখ বিধান করুন।

যস—যস্য। **পহিরিঅ**<পরিহিত (Metathesis)।

দীজ্জউ<দীয়তু (কর্ম্মবাচ্যে পরস্মৈপদী ক্রিয়া বিভক্তি)।

৩। **জে গঞ্জিঅ গৌলাহিবই রাই**
উড্ডউ ওড্ড জস ভএ পলাই
গুরু বিক্কম বিক্কম জিণিঅ জুজ্‌ঝ
তা কণ্ণপরক্কম ইহ বুজ্‌ঝ!

3. je gañjia Gaulāhivai rāi
uḍḍau Oḍḍa jasa bhae palāi
guru vikkama Vikkama jinia jujjha
tā Kaṇṇa parakkama iha bujjha

—যিনি গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়াছেন, ওড্রুরাজ যাঁহার ভয়ে (উড়িয়া) পলায়ন করিয়াছেন, মহাবিক্রমশালী বিক্রমকে যিনি জয় করিয়াছেন—তাহা হইতেই কর্ণের পরাক্রম বুঝিয়া লও।

রাই—* রাজিকঃ>রাইঅ>রাই।

জিণিঅ—জিনিতঃ (জিতঃ)>জিণিঅ। **তা**<তাৎ (বৈদিক)।

৪। **সের এক্ক জই পাবহি ঘিত্তা**
মণ্ডা বীসা পকাইল ণিত্তা।
টঙ্ক একু জই সিন্ধব পাআ
সো হউ রঙ্ক সো ইহ রাআ।

4. Sera ekka jai pāvahi ghittā
manḍā bīsā pakāila ṇittā
ṭaṅka ekku jai sindhava pāā
so hau raṅka so iha rāā.

—এক সের ঘি যদি পাও—নিত্য এক কুড়ি মণ্ডা প্রস্তুত হয়। এক তঙ্ক পরিমাণ যদি সৈন্ধব লবণ মিলে তবে নিঃস্ব হইলেও সে এখানে রাজা।

ণিত্তা<নিত্যা ; ত্য>চ্চ হয় নাই তাহা লক্ষণীয়। **হউ**—ভবতু।
রঙ্ক>নিঃস্ব। **সিন্ধব**—কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন সিন্ধুদেশবাসী।

৫। **ঢোল্লা মারিঅ ঢিল্লি মহ মুচ্ছিঅ মেচ্ছসরীর
পুর জজ্জল মল্লবর চলিঅ বীর হম্বীর।
চলিঅ বীর হম্বীর পঅভর মেইণি কম্পই
দিগ মগ ণহ অন্ধার ধুলি সূরহ-রহ ঝম্পই
দিগ মগ ণহ অন্ধার আণু খুরসাণক ওল্লা
দরবলি দমস্থ বিপক্খ মারু ঢিল্লি মহ ঢোল্লা।**

5. Dhollā māria Dhilli maha mucchia meccha sarīra
pura Jajjala mallavara calia vīra Hambīra
calia vīra Hambīra paabhara meiṇi kampai
diga maga ṇaha andhāa dhūli sūraha raha jhampai
diga maga ṇaha andhāra āṇu Khurasāṇaka Ollā
daravali damasu vipakkha māru Dhilli maha ḍhollā.

—দিল্লীনগরে ঢোল বাজাইয়া, ম্লেচ্ছদের মূর্চ্ছিত করিয়া সম্মুখে মল্লবর জজ্জলকে রাখিয়া বীর হাম্বীর চলিলেন। বীর হাম্বীর চলিলেন—তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, দিক, পথ ও আকাশ অন্ধকার হইতেছে, ধুলিতে সূর্য্যের রথ আবৃত হইতেছে। দিক, পথ ও আকাশ অন্ধকার হইল। খোরাসানের মুসলমান সেনাপতিকে আদেশ দেওয়া হইল—বিপক্ষকে সবলে দমন কর—দিল্লীনগরে ঢোল বাজাও।

মেচ্ছ—ম্লেচ্ছ। **দিগ মগ**—দিক্ মার্গ। **সূরহ-রহ**<সূর্য্যস্য রথঃ।
আণু—আজ্ঞপ্তঃ > আণই‌উ > আণউ > আণু। **দরবলি**—দলমলি (দৃ ধাতু ও মৃদ্ ধাতুর ব্যবহারে)।

৬। **সহস মঅমত্ত গঅ লাখ লখ পক্খরিঅ
সাহি দুই সাজি খেলন্ত গিন্দু ;**

কোপ্পি পিঅ জাহি তহি থপ্পু জসু বিমল মহি
জিণই ণহি কোই তুঅ তুলক হিন্দূ।

6. Sahasa maamatta gaa lākha lakha pakkharia
sāhi dui sāji khelanto gindū
koppi pia jāhi tahi thappu jasu vimala mahi
jinai ṇahi koi tua Tulaka Hindū.

—সহস্র মদমত্ত হস্তী, লক্ষ লক্ষ সজ্জিত অশ্ব। দুই 'শাহ' সজ্জিত হইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতেছে। হে প্রিয়, ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে যাও, বিমল মাটিতে যশ প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু এই তুর্কী ও হিন্দু খেলোয়াড় কেহ কাহাকে জয় করিতে পারিতেছে না।

সহস —সহস্র। **লাখ লখ**—ছন্দানুরোধে দ্বিতীয় শব্দটিতে স্বরের হ্রস্বতা।
পক্‌খরিঅ—পক্ষিরাজ>পক্‌খিরাঅ>পক্‌খরিঅ (বিপর্যয়) 'ঘোটক' অর্থে।
সাহি—ইরাণীয় শব্দ 'শাহ' হইতে আ সয়াছে। **দুই**—দ্বে<দ্বুবি।
গিন্দূ<কন্দুক।
থপ্পু --স্থা-ণিচ্ লোট্ হি (মধ্যমপুরুষ)। **জসু**>যশঃ।

৭। **রাআ লুদ্ধ সমাজ খল**
বহূ কলহারিণি সেবক ধুত্তউ
জীবন চাহসি সুক্‌খ জউ;
পরিহর ঘর জই বহুগুণজুত্তউ।

7. Rāā luddha samāja khala
vahū kalahāriṇi sevaka dhuttau
jīvaṇa cāhasi sukkha jau
parihara ghara jai bahuguṇajuttau.

—রাজা লোভী, সমাজের লোক খল, স্ত্রী কলহপরায়ণা এবং সেবক ধূর্ত্ত—এই অবস্থায় যদি জীবনে সুখ চাও তবে বহুগুণযুক্ত হইলেও গৃহ পরিত্যাগ কর।

বহূ<বধূ। **কলহারিণি**—কলহকারিণী। **ধুত্তউ**<ধূর্ত্তকঃ। **জউ**—যতঃ। **জুত্তউ**<যুক্তকঃ।

৮। **উচ্চ উঠাঅণ বিমল ঘরা**
তরুণী ঘরিণী বিণঅপরা।
বিত্তক পূরল মুদ্দহরা
বরিসা সমআ সুক্‌খকরা

8. ucca uthāaṇa vimala gharā
taruṇī ghariṇi viṇaapaiā
vittaka pūrala muddhaharā
varisā samaā sukkhakarā.

—উচ্চ অঙ্গন, পরিচ্ছন্ন গৃহ, বিনয় সম্পন্না তরুণী গৃহিণী, বিত্তপূর্ণ কোষাগার, এ সকল থাকিলেই বর্ষাকাল সুখকর।

উঠাঅণ<উৎস্থানম্, **মুদ্ধহরা**<মুদ্রাগৃহ। মুদ্দহরা পাঠ সমীচীন, 'মুদ্ধহরা' পাঠ হইলে মুগ্ধকর অর্থ হইবে।

৯। **জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ**
মুট্ঠি অরিট্ঠি বিণাস করু
গিরি তোলি ধরু।
জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিঅকুল সংহার করু
জসে ভুঅণ ভরু॥
চাণূর বিহণ্ডিঅ ণিঅকুল মণ্ডিঅ
রাহা মুহমহু পাণ করে
জণি ভমর বরে—
সোই তুম্হ ণরাঅণ বিপ্প পরাঅণ
চিত্তহি চিন্তিঅ দেউ বরা
ভব-ভীই-হরা।

9. Jiṇi kaṃsa viṇāsia kitti paāsia
Muṭṭhi Ariṭṭhi viṇāsa karu
giri toli dharu.
Jamalajjuṇa bhañjia paabhara gañjia
Kālia-kula saṃhāra karu
jase bhuaṇa bharu.
Cāṇura vihaṇḍia ṇia kula maṇḍia
Rāhā-muha-mahu pāṇa kare
jani bhamara-vare.
Soi tumha Narāaṇa vippa parāaṇa
cittahi cintia deu varā
bhaba bhīi-harā.

—যিনি কংসকে বিনাশ করিয়া, কীর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া, মুষ্টি ও অরিষ্টিকে ধ্বংস করিয়া গিরিগোবর্দ্ধন তুলিয়া ধরিয়াছেন ; যিনি যমলার্জ্জুনকে ভঙ্গ করিয়া, পদভরে কালীয়কুল দমন করিয়া যশে ভুবন পূর্ণ করিয়াছেন ; যিনি চানূরকে হত্যা করিয়া নিজের বংশকে উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমরের মত রাধার মুখমধু পান করিয়াছেন—সেই বিপ্রভক্ত নারায়ণকে তোমরা হৃদয়ে চিন্তা কর—তিনি তোমাদিগকে ভবভীতিহারক বর প্রদান করুন।

জিণি<যেন। যাঁহা কর্তৃক। **পঅসিঅ**—প্রকাশিত।
বিহণ্ডিঅ<বিখণ্ডিতঃ। **মণ্ডিঅ**—মণ্ডিতঃ।

১০। **জাআ মাআ পুত্তা ধুত্তা**
ইণ্ণে জাণী কিজ্জা জুত্তা।

10. Jāā maā puttā dhuttā
Iṇṇe jāṇi kijjā juttā.

—স্ত্রী মায়াবিনী, পুত্র ধূর্ত্ত—ইহাতেই জানা গেল যাহা করণীয়, তাহা করা উচিত।

ইণ্ণে<অনেন। **জাণী**—'ঈ' কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়াবিভক্তি—It is known. **কিজ্জা**<ক্রিয়া। **জুত্তা**<যুক্তা।

১১। **সো মঝু কন্তা**
দূর দিগন্তা।
পাউস আবে
চেলু দুলাবে।

11. So majhu kantā
Dūra digantā
Pāusa āve
Celu dulāve

—আমার কান্তা দূর প্রবাসে গিয়াছে। বর্ষা আসিয়াছে, আমার চিত্ত চঞ্চল (আমার বস্ত্রাঞ্চল আন্দোলিত)।

পাউস<প্রাবৃষ। বর্ষাকাল। আবে—আয়াতি>আএ। **চেলু**—চেলাঞ্চল।
দুলাবে<*দোলাপয়তি।

১২। **পণ্ডববংসহি জম্ম ধরিজ্জে**
সম্পঅ অজ্জিঅ ধম্মক দিজ্জে
সোই জুহিট্‌ঠির সংকট পাআ
দেবঅ লিক্‌খিঅ কেণ মেটাআ।

12. Paṇḍava vaṃsahi jamma dharijje
sampaa ajjia dhammaka dijje
Soi Juhiṭṭhira saṅkaṭa pāā
Devaa likkhia kena meṭāā

—যিনি পাণ্ডব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্পদ অর্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মের জন্য দান করিয়াছিলেন সেই যুধিষ্ঠিরকেও সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। দৈবের লিখন কে খণ্ডিতে পারে ?

ধম্মক—'ক' চতুর্থী অথবা ষষ্ঠীর বিভক্তি। **ধরিজ্জে**—ধ্রিয়তে।

দিজ্জে<দীয়তে। **দেবঅ**<দৈবক। **মেটাআ**—শব্দটি সম্ভবতঃ মিল্ ধাতুর বিকার। মিল্+কর্ম্মবাচ্যে ক্তঃ=মীলিতঃ > মিডিঅ > মিটিঅ> মিটাআ। বাংলা মিট্‌মাট শব্দ তুলনীয়!

১৩। **বালো কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী**
উবাঅহীণা মুঞি এক্ক ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারি
গঈ ভবিত্তী কিল কা হামারি।

13. Bālo kumāro chaa muṇḍadhārī
uvāahīṇā muñi ekka ṇāri
ahaṃṇisaṃ khāi visaṃ bhikhāri
gaī bhavittī kila kā hamāri

—আমার বালকপুত্র ছয় মুণ্ডধারী। আমি উপায়হীনা এক নারী। আমার ভিখারি স্বামী অহোরাত্র বিষ পান করেন। আমার গতি কি হইবে ?

ছঅ—ষট্। **মুঞি**—*ময়েন > মএঁ > মঞি>মুঞি। **ভিখারি**—ভিক্ষাকারী। **ভবিত্তী**<ভবিত্রী। **হমারি**—অস্মদীয়>অম্মরিঅ>হমারি।

১৪। **তরুণ কমলদল-সরি-জুঅ ণঅণা**
সরঅ-সমঅ-সসি সুসরিস বঅণা

মঅগলকরিবর-সঅলসগমণী
কমণ সুকিঅ ফল বিহি গঢ়ু রমণী।

14. Tarala kamaladala-sari-jua-ṇaaṇā
saraa-samaa-sasi-susarisa vaaṇā
maagalakarivara-saalasagamaṇī
kamaṇa sukia phala vihi gaḍu ramaṇī.

—চঞ্চল কমলদল সদৃশ যুগল নয়ন যাঁহার—শরৎ কালের চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার আনন—যিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় অলসগমনা—সেই রমণীকে বিধাতা কোন্ সুকৃতির ফলে গড়িয়াছেন?

সরি<সদৃক। **জুঅ**—যুগ। **সরঅ**—শরৎ। **সুসরিস**—সুসদৃশ। **সঅলস**—সালস্য। **কমণ**—কস্মিন্>কম্‌হিণ্>কমিণ্>কমণ। তুলনীয়—বাংলা 'কেমন'। **সুকিঅ**<সুকৃত।

॥ নিবেদন ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্‌লা এম. এ. পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সংস্কৃতকে। যাহারা সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে শুধু নরঃ নরৌ নরাঃ করিয়া সংস্কৃত পাঠের সমাপ্তিরেখা টানিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের বাঙ্‌লা এম. এ. দিতে গিয়া কালিদাসের "রঘুবংশ" পড়িতে হইবে। বলা বাহুল্য, এসব আসলে বৃক্ষ ছেদনপূর্ব্বক শীর্ষে জল নিষেকের ব্যবস্থা।

যাহাই হউক, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি—এখানে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের প্রথম ত্রিশটি শ্লোকের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী করিয়া দিলাম। পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি—আর কিছু বলিবার নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

রঘুবংশ

ত্রয়োদশ সর্গ

(সারাংশ)

[রামের হস্তে রাবণ নিহত, সীতা-উদ্ধারও সমাপ্ত। বিজয়ী রাম আনন্দ-গৌরবে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন।

তারা যাচ্ছেন পুষ্পকরথে, আকাশপথে ; প্রথমেই তাদের চোখে পড়লো—সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার। এরপর পথে পড়বে জনস্থান, মলয়পর্ব্বত, পম্পা সরোবর, গোদাবরী, পঞ্চবটীতে ঋষিদের আশ্রম, চিত্রকূট পর্ব্বত, মন্দাকিনী নদী, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম,—তারপর সরযূ।

এই সর্গেই আছে, ভরত এগিয়ে এসেছেন তাদের অভ্যর্থনা করতে—কুলগুরু বশিষ্ঠও এসেছেন—আর এসেছেন অযোধ্যার সৈন্যসামন্ত। দীর্ঘকাল পর চার ভাই-এর সেই মিলনদৃশ্য বড়ই পবিত্র, বড়ই করুণ !

কিন্তু আপাতত সমুদ্রের উপর দিয়ে পুষ্পকরথ যাচ্ছে—রাম বলে যাচ্ছেন, শুনছেন সীতা—]

১. অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥

অন্বয়—অথ গুণজ্ঞঃ সঃ রামাভিধানঃ হরিঃ শব্দগুণম্ আত্মনঃ পদং বিমানেণ বিগাহমানঃ (সন্) রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ জায়াম্ ইতি উবাচ।

অনুবাদঃ তারপর রামরূপে অবতীর্ণ, গুণজ্ঞ, ভগবান্ বিষ্ণু পুষ্পকরথে শব্দগুণবিশিষ্ট নিজের স্থান আকাশমার্গে উপস্থিত হলেন ; (নীচে) সাগরকে লক্ষ্য করে তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যা সীতাকে বলতে লাগলেন।

শব্দ টীকাঃ আত্মনঃ পদম্—নিজের পদ, 'বিষ্ণুপদ' অর্থাৎ আকাশ। 'বিয়দ্ বিষ্ণুপদম্' ইত্যমরঃ 'শব্দগুণম্'—এই শব্দটির অর্থও আকাশ 'শব্দগুণম্ আকাশম্' ইতি তার্কিকাঃ।

২. বৈদেহি পশ্যা মলয়াদ্বিভক্তম্ মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়া পথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্ ॥

অন্বয়ঃ বৈদেহি, মলয়াৎ মৎ সেতুনা বিভক্তম্ বৈদেহি, আ মলয়াৎ

(মলয় পর্য্যন্তং) মৎ সেতুনা বিভক্তম্ ফেনিলম্ অম্বুরাশিং ছায়াপথেন বিভক্তম্ শরৎপ্রসন্নম্ আবিষ্কৃত চারুতারম্ আকাশম্ ইব পশ্য।

অনুবাদঃ শরতের প্রসন্ন এবং সুন্দর নক্ষত্রশোভিত আকাশ ছায়াপথ (আকাশ গঙ্গা) এসে বিভক্ত ক'রে দেয়—দেখ, ঠিক তেমনি আমার নির্ম্মিত সেতুও মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ফেনিল জলরাশিকে বিভক্ত ক'রে দিয়েছে।

আলোচনাঃ রামচন্দ্রের প্রকৃত বক্তব্য এই—এই যে বিশাল সেতু নির্ম্মাণের প্রয়াস সে তো তোমারই জন্য। মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন—মম মহানয়ং প্রয়াসত্বদর্থঃ ইতি হৃদয়ম্। তোমাকে খুশী করার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।

৩. গুরো র্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়দ্ভিঃ পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ॥

অন্বয়ঃ যিয়ক্ষোঃ গুরোঃ মেধ্যে তুরঙ্গে কপিলেন রসাতলং সংক্রমিতে (সতি) তদর্থম্ উর্ব্বীম্ অবদারয়দ্ভি নঃ পূর্ব্বৈঃ অয়ং পরিবর্দ্ধিতঃ কিল।

অনুবাদঃ পূজ্যতম রাজা সগর যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন তাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ ক'রে কপিলমুনি পাতালে অন্তর্হিত হয়েছিলেন; সেইসময়ে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবী বিদীর্ণ করেছিলেন—তাতেই এর আকার এত বিশাল হয়েছে।

আলোচনাঃ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন—'যদ্যপি তুরঙ্গহারী শতক্রতুঃ তথাপি তস্য কপিলসমীপে দর্শনাৎ স এব ইতি তেষাং ভ্রান্তিঃ। তন্মতৈব কবিনা কপিলেন ইতি নির্দ্দিষ্টম্।' অর্থাৎ শতক্রতু ইন্দ্রই অশ্বাপহারী—তিনি যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করে পাতালে সমাধিরত কপিলের কাছে রেখে এসেছিলেন। সগরবংশীয়গণ পৃথিবী খনন ক'রে পাতালে গিয়ে অশ্বকে কপিলমুনির সামনে দেখে ভেবেছিলেন—ইনিই বুঝি অশ্বাপহারী। তাই এখানে 'কপিলেন' বলা হয়েছে।

৪. গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।
অবিন্ধনং বহ্নিমসৌ বিভর্ত্তি প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন॥

অন্বয়ঃ অর্কমরীচয়ঃ অস্মাৎ গর্ভং দধতি; অত্র বসূনি বিবৃদ্ধিম্ অশ্নুবতে, অসৌ অবিন্ধনং বহ্নিং বিভর্ত্তি; অনেন প্রহ্লাদনং জ্যোতিঃ অজনি।

অনুবাদ ঃ সূর্য্যের কিরণমালা এই সমুদ্র থেকেই জল আকর্ষণ ক'রে গর্ভধারণ করে, এই রত্নাকরেই কত রত্ন উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায়; আবার এই সমুদ্রই বাড়বানল বহন করে—এই সমুদ্রেই আনন্দদায়ক চন্দ্রের জন্ম।

৫· তাম্ তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ॥

অন্বয় ঃ তাম্ তাম্ অবস্থাং প্রতিপদ্য মানং মহিম্না দশ দিশঃ ব্যাপ্য স্থিতং, বিষ্ণোঃ ইব অস্য রূপম্ ঈদৃক্তয়া ইয়ত্তয়া বা অনবধারণীয়ম্।

অনুবাদ ঃ এই সাগরের কত রূপ! দশ দিক ব্যাপ্ত ক'রে আপনার মহিমায় এই সাগর বিরাজিত। সত্ত্ব-রজ-তমঃ প্রভৃতি বিবিধ অবস্থাপন্ন বিশ্বের স্বরূপ যেমন বর্ণনা বা পরিমাপে ধারণা করা যায় না—এই সাগরের পরিবর্ত্তমান রূপের বর্ণনাও তেমনি সাধ্যের অতীত।

৬· নাভিপ্ররূঢাম্বুরুহাসনেন সংস্তূয়মানঃ প্রথমেন ধাত্রা।
অমুং যুগান্তোচিত যোগনিদ্রঃ সংহৃত্য লোকান্ পুরুষোঽধিশেতে।

অন্বয় ঃ যুগান্তোচিতযোগনিদ্রঃ পুরুষঃ লোকান্ সংহৃত্য নাভিপ্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন প্রথমেন ধাত্রা সংস্তূয়মানঃ (সন্) অমুম্ অধিশেতে।

অনুবাদ ঃ আদিপুরুষ ভগবান বিষ্ণু প্রলয়কালে বিশ্বচরাচর আপনার মধ্যে সংহরণ পূর্ব্বক এই সমুদ্রগর্ভেই অনন্তশয্যায় শয়ন ক'রে থাকেন; আর তাঁর নাভিকমল থেকে উত্থিত কমলাসনে উপবিষ্ট থেকে পিতামহ ব্রহ্মা তার স্তব করেন।

৭· পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্তগন্ধাঃ শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ
নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো ধর্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥

অন্বয় ঃ পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদা আত্তগন্ধাঃ মহীধ্রাঃ সতশঃ শরণ্যম্ এনং পরেভ্যঃ উপপ্লবিনঃ নৃপাঃ ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমম্ ইব আশ্রয়ন্তে।

অনুবাদ ঃ প্রবল শত্রুভয়ে অভিভূত হয়ে রাজগণ যেমন কোন ধর্ম্মপরায়ণ নিরপেক্ষ নরপতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তেমনি পর্ব্বতপক্ষচ্ছেদী ইন্দ্রের অত্যাচারে অভিভূত হয়ে শত শত পর্ব্বত এই সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিল।

শব্দটীকা ঃ আত্তগন্ধা, গন্ধ—গর্ব্ব। 'গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে সম্বন্ধ গর্ব্বয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। 'আত্তগন্ধঃ অভিভূত' ইত্যমরঃ।

৮. রসাতলাদিভবেন পুংসা ভুবঃ প্রযুক্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ।
অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয় প্রবৃদ্ধং মুহূর্ত্তবক্ত্রাভরণং বভূব ॥

অন্বয়ঃ আদিভবনে পুংসা রসাতলাৎ প্রবৃত্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ ভুবঃ প্রলয় প্রবৃদ্ধম্ অস্য অচ্ছম্ অম্ভঃ মুহূর্ত্তবক্ত্রাভরণং বভূব।

অনুবাদঃ আদি পুরুষ বিষ্ণু যখন বরাহরূপে রসাতল থেকে ধরণীকে তুলে এনেছিলেন তখন প্রলয়হেতু এর জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠেছিল আর সেই স্বচ্ছ জলরাশি হয়েছিল ধরণীর মুহূর্তকালের অবগুণ্ঠন।

৯. মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্‌ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ ॥

অন্বয়ঃ অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ অসৌ মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগলভাঃ সিন্ধুঃ স্বয়ং পিবতি পায়য়তে চ।

অনুবাদঃ এই সাগরের প্রিযাসম্ভোগ অনন্যসাধারণ, কারণ তরঙ্গরূপ অধর প্রদানে সুদক্ষ এই সাগর মুখপ্রদানে প্রগল্‌ভা নদীগুলিকে অধরসুধা পান করাচ্ছে এবং নিজেও পান করছে।

১০. সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভি স্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈ রূর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥

অন্বয়ঃ অমী তিময়ঃ বিবৃতাননত্বাৎ সসত্বং নদীমুখাম্ভঃ আদায় সম্মীলয়ন্তঃ (সতঃ) সরন্ধ্রৈঃ শিরোভিঃ জলপ্রবাহান্ ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি।

অনুবাদঃ বিশাল তিমি মাছগুলি মুখ খুলে কত জলজন্তুর সঙ্গে জলরাশি গ্রহণ করে মুখ বন্ধ করছে আর তাদের মাথার ছিদ্রগুলি দিয়ে জলধারা ঝরনার মত ছড়িয়ে পড়ছে।

১১. মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভি র্ভিন্নান্‌দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম ॥

অন্বয়ঃ সহসা উৎপতদ্ভিঃ মাতঙ্গনক্রৈঃ দ্বিধা ভিন্নাম্ সমুদ্রফেনান্ পশ্য। যে এষাং কপোলসংসর্পিতয়া কর্ণক্ষণচামরত্বং ব্রজন্তি।

অনুবাদঃ মাতঙ্গনক্র প্রভৃতি জলজন্তুগুলি সহসা জলের উপরে উঠে আসছে—তাতে সমুদ্রের ফেনা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে; কিছু বা লেগে আছে

তাদের গণ্ডে ; মনে হচ্ছে কে যেন তাদের কর্ণে 'কিছুক্ষণের জন্য শ্বেতচামর ঝুলিয়ে দিয়েছে।

১২. বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জথুনির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈ র্ব্যজ্যন্তে এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ ॥

অন্বয়ঃ বেলানিলায় প্রসৃতা মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জথুনির্বিশেষা এতে ভুজঙ্গাঃ সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈঃ ফণস্থৈঃ মণিভিঃ ব্যজ্যন্তে।

অনুবাদঃ তীরভূমির সমীরণ উপভোগের জন্য সর্পদল উঠে এসেছে—সাগরের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে তাদের দেহের কিছুমাত্র পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না—কেবল তাদের ফণামণ্ডলের মণিগুলি সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হওয়াতেই জানা যাচ্ছে ঐগুলি সর্প।

১৩. তবাধবস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ
উর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্ ॥

অন্বয়ঃ তব অধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু সহসা উর্মিবেগাৎ পর্য্যস্তম্ উর্দ্ধাঙ্কুর প্রোতমুখম্ এতৎ শঙ্খযূথম্ কথঞ্চিৎ ক্লেশাৎ অপক্রামতি।

অনুবাদঃ শঙ্খগুলি তোমার অধররাগতুল্য রক্তবর্ণ প্রবালের মধ্যে সহসা তরঙ্গবেগে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, প্রবালের অঙ্কুরে তাদের মুখ গেঁথে যাচ্ছে—একটু বিলম্ব করেই যেন তারা ঐ অঙ্কুর থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

১৪. প্রবৃত্ত মাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্ত্তবেগাৎ ভ্রমতা ঘনেন।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ ॥

অন্বয়ঃ পয়াংসি পাতুং প্রবৃত্তমাত্রেণ আবর্ত্তবেগাৎ ভ্রমতা ঘনেন অয়ং সমুদ্রঃ ভূয়ঃ গিরিণা প্রমথ্যমানঃ ইব ভূয়িষ্ঠম্ আভাতি।

অনুবাদঃ মেঘ সমুদ্রে জল পান করতে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র সমুদ্রের আবর্ত্তে পড়ে কেমন ঘুরে যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে আবার বুঝি মন্দর পর্ব্বতের দ্বারা সাগর মন্থন শুরু হলো।

১৫. দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজী নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা ॥

অন্বয়ঃ অয়শ্চক্র নিভস্য লবণাম্বুরাশেঃ দূরাৎ তন্বী তমালতালীবনরাজি-নীলা বেলা ধারানিবদ্ধা কলঙ্করেখা ইব আভাতি।

অনুবাদঃ দূর থেকে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান সমুদ্রের তীরভূমি! তমাল ও তালী বনশ্রেণীতে সেই তীরভূমি নীলবর্ণ ; এই নীল তীরভূমি যেন লৌহ-চক্রের কলঙ্করেখার মত শোভা পাচ্ছে—লবণ জলরাশি সেই লৌহচক্র!

শব্দটীকাঃ তন্বী—সূক্ষ্ম ; মল্লিনাথের টীকায় আছে—'অণুত্বেন অবভাসমানা'—দূর থেকে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মানা। কলঙ্করেখা—মালিন্য রেখা ; 'মালিন্য রেখাং তু কলঙ্কমাহু'—ইতি দণ্ডী।

আলোচনাঃ দ্বিতীয় শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত সমুদ্রের বর্ণনা। বর্ণনা এইখানেই সমাপ্ত।

১৬. বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি।
মামক্ষমং মণ্ডন কালহানে র্বেত্তীব বিম্বাধরবদ্ধতৃষ্ণম্ ॥

অন্বয়ঃ (হি) আয়তাক্ষি! বেলানিলঃ কেতকরেণুভিঃ তে আননং সম্ভাবয়তি ; বিম্বাধর বদ্ধতৃষ্ণং মাং মণ্ডনকালহানেঃ অক্ষমং বেত্তি ইব।

অনুবাদঃ আয়তনয়নে! তীরভূমির সমীরণ কেতক-কুসুমের রেণু তোমার মুখে মাখিয়ে দিচ্ছে ; মনে হয়, আমি যে তোমার বিম্বাধর পানে তৃষিত হয়েছি আর কালবিলম্ব যে আমার সহ্য হচ্ছে না—তা ঐ সমীরণ জানতে পেরেছে।

১৭. এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তিপর্য্যস্ত মুক্তা পটলং পয়োধেঃ।
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমান বেগাৎ কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্ ॥

অন্বয়ঃ এতে বয়ং সৈকত ভিন্নশুক্তিপর্য্যস্তমুক্তা পটলং ফলাবর্জ্জিত পূগমালং পয়োধেঃ কূলং বিমানবেগাৎ মুহূর্ত্তেন প্রাপ্তাঃ।

অনুবাদঃ এই তো আমরা বেগগামী বিমানে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলাম। এখানে বালুকাময় তীরভূমিতে বিদীর্ণ শুক্তি থেকে পতিত মুক্তাসমূহ ইতস্ততঃ ছড়ানো আর পূগবৃক্ষশ্রেণী ফলভারে অবনত।

শব্দ টীকাঃ ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্—ফলভারে অবনত সারিবদ্ধ গুপারিগাছ।

১৮. কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি দৃষ্টিপাতম্।
এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ ॥

অন্বয়ঃ (হে) করভোরু, (হে) মৃগপ্রেক্ষিণি তাবৎ পশ্চাৎ মার্গে দৃষ্টিপাতং কুরুষ্ব—এষা সকাননা ভূমিঃ বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ নিষ্পততি ইব।

অনুবাদ : অয়ি করভোরু মৃগাক্ষি! একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত কর, দেখবে, আমরা যতই সাগর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, বনভূমিও যেন ততই উঠে আসছে সমুদ্রের বক্ষ থেকে।

শব্দটীকা : নিষ্পতিত—নিষ্ক্র মতি।

১৯. ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোহভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥

অন্বয় : বিমানং মে মনসঃ অভিলাষ যথাবিধঃ তথা প্রবর্ত্ততে—ক্বচিৎ সুরাণাং ক্বচিৎ পততাং ক্বচিৎ ঘনানাং চ পথা সঞ্চরতে—পশ্য।

অনুবাদ : দেখ, আমার ইচ্ছা অনুযায়ী এই বিমান কখনও দেবপথে, কখনও মেঘপথে, কখনও বা বিহগপথে বিচরণ করছে।

২০. অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপদানগন্ধি ত্রিমার্গগাবীচিবিমর্দ্দ শীতঃ।
আকাশবায়ু র্দিনযৌবনোত্থানাচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে ॥

অন্বয় : মহেন্দ্রদ্বিপদানগন্ধিঃ ত্রিমার্গগা বীচিবিমর্দ্দশীতঃ অসৌ আকাশ-বায়ুঃ দিনযৌবনোত্থান্ স্বেদলবান্ তে মুখে আচামতি।

অনুবাদ : ঐ দেখ, মধ্যাহ্নকালে তোমার মুখে যে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে আকাশবায়ু তা মুছে দিচ্ছে। এই বায়ু স্বর্গগঙ্গার তরঙ্গ সম্পর্ক হেতু শীতল এবং ঐরাবতের মদগন্ধযুক্ত।

শব্দটীকা : ত্রিমার্গগা—গঙ্গা (ত্রিভিঃ মার্গৈঃ গচ্ছতি ইতি); দিন-যৌবনোত্থান্ মধ্যাহ্ন সম্ভবান্ (দিনযৌবন—মধ্যাহ্ন)। আচামতি—হরতি।

২১. করেণ বাতায়নলম্বিতেন স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি কুতূহলিন্যা।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে ॥

অন্বয় : (হে) চণ্ডি, কুতূহলিন্যা ত্বয়া বাতায়নলম্বিতেন করেণ স্পৃষ্টঃ উদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ঃ ঘনঃ তে দ্বিতীয়ম্ আভরণম্ আমুঞ্চতি ইব। (পরিধাপয়তি ইব)

অনুবাদ : ওগো চণ্ডি, যেমন তুমি কৌতূহলের বশে বিমানের গবাক্ষপথে হাত বাড়াইয়া মেঘ স্পর্শ করতে যাচ্ছ, বিদ্যুৎবলয়ধারী মেঘ তোমার হাতে দ্বিতীয়বার আভরণ পরিয়ে দিচ্ছে।

আলোচনা : শ্লোকে সীতাকে 'চণ্ডী' বলিয়া সম্বোধন করার সার্থকতা কি? মল্লিনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'চণ্ডি ইত্যনেন কোপনশীলত্বাৎ ভীতঃ ক্ষিপ্রঃ

ত্বাং মুঞ্চতি ইতি' অর্থাৎ সীতা কোপনশীল বলে মেঘ ভয়ে দ্রুত তার হাত ছেড়ে দেবে। এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে সীতা রামের প্রতি কোপ প্রকাশ ক'রে থাক্‌তে পারেন, তাই ব'লে তাকে 'কোপনশীলা' বলা কঠিন। তাছাড়া মেঘের পক্ষে সীতা-চরিত্রের এই দিকটি জানা থাকবারও কথা নয়। সুতরাং এই বিশেষণ সীতার দিক দিয়ে ব্যর্থ।

২২. অমী জনস্থানমপোঢ়বিঘ্নং মত্বা সমারব্ধ নবোটজানি।
অধ্যাসতে চীরভৃতো যথাস্বং চিরোজ্ঝিতান্যশ্রমমণ্ডলানি॥

অন্বয়ঃ অমী চীরভৃতঃ জনস্থানম্ অপোঢ়বিঘ্নং মত্বা সমারব্ধনবোটজানি চিরোজ্ঝিতানি আশ্রমমণ্ডলানি যথাস্বম্ অধ্যাসতে।

অনুবাদঃ ঐ দেখ চীরধারী তাপসগণ জনস্থানকে নিরাপদ জেনে চির পরিত্যক্ত আশ্রমে নিজের নিজের বাসস্থানে আবার কুটীর তৈরী ক'রে স্বচ্ছন্দে বাস করছেন।

২৩. সৈষা স্থলী যত বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাম্।
অদৃশ্যত তচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষ দুঃখাদিব বদ্ধমৌনম॥

অন্বয়ঃ সা স্থলী এষা, যত্র ত্বাং বিচিন্বতা ময়া তমচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষ দুঃখাৎ ইব বদ্ধমৌনম্ উর্ব্ব্যাম্ ভ্রষ্টম্ নূপুরম্ অদৃশ্যত।

অনুবাদঃ এই সেই বণস্থলী, তোমাকে অন্বেষণ করতে করতে এখানেই ভূতলে পতিত একটি নূপুর দেখতে পেয়েছিলাম—আমার মনে হয়েছিল যেন তা তোমার চরণ-কমল থেকে ভ্রষ্ট হয়েই দুঃখে মৌন অবলম্বন করেছিল।

২৪. ত্বং রক্ষসা ভীরু যতোহপনীতা তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্লুবত্যঃ শাখাভিরাবর্জ্জিত পল্লবাভিঃ॥

অন্বয়ঃ (হে) ভীরু, ত্বং রক্ষসা যতঃ অপনীতা। তং মার্গং বক্তুম্ অশক্লুবত্যঃ এতা লতাঃ আবর্জ্জিত পল্লবাভিঃ কৃপয়া অদর্শয়ন্।

অনুবাদঃ অয়ি ভীরু। রাক্ষস তোমাকে যে পথ দিয়ে অপহরণ করেছিল সেই পথে স্থিত-লতাগুলি কথায় তা বলতে না পারলেও আমার প্রতি সদয় হয়ে পল্লবযুক্ত শাখা অবনত ক'রে ঐ পথ বলে দিয়েছিল।

আলোচনাঃ লতাগুলির বাগিন্দ্রিয় নেই কিন্তু পল্লবসমূহ যেন তাদের হাত। আমার প্রতি কৃপা হেতু তারা সেই হাত নত ক'রে তোমার গমনপথ

দেখিয়ে দিয়েছিল। এখানে মল্লিনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"লতাদীনাম্ অপজ্ঞানম্ অস্তি এব। তদুক্তং মনুনা—'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ" ইতি।

২৫. মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুর নির্ব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্ মাম্।
ব্যাপারয়ন্তো দিশি দক্ষিণস্যামুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি॥

অন্বয়ঃ মৃগ্যঃ চ দর্ভাঙ্কুর নির্ব্যপেক্ষাঃ উৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি দক্ষিণস্যাং দিশি ব্যাপারয়ন্তঃ তব অগতিজ্ঞং মাং সমবোধয়ন্।

অনুবাদঃ আমি তোমার গতিপথ জানতাম না; মৃগীগণ কুশাঙ্কুর গ্রহণে বিরত হয়ে দক্ষিণদিকে ঊর্দ্ধনয়নে দৃষ্টিপাত ক'রে আমাকে তোমার পথ বলে দিয়েছিল।

২৬. এতদ্ গিরে মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়াচ ত্বদ্ বিপ্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম॥

অন্বয়ঃ মাল্যবতঃ গিরেঃ অম্বরলেখি এতৎ শৃঙ্গম্ পুরস্তাৎ আবির্ভবতি। যত্র ঘনৈঃ নবং পয়ঃ, ময়া চ ত্বদ্‌বিপ্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্।

অনুবাদঃ সম্মুখে মাল্যবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে; এখানে মেঘের নবীন বারিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার বিরহে অশ্রুমোচন করেছিলাম।

২৭. গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং কাদম্বমর্দ্ধোদ্গতকেশরঞ্চ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে॥

অন্বয়ঃ যস্মিন ধারাহতপল্বলানাং গন্ধঃ, অর্দ্ধোদ্গতকেসরং কাদম্বং চ, স্নিগ্ধাঃ শিখিনাং কেকাঃ চ—(এতানি) ত্বয়া বিনা মে অসহ্যানি বভূবুঃ।'

অনুবাদঃ এই স্থানে বর্ষার ধারাসিক্ত সরোবরের গন্ধ, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত নীপকুসুম এবং ময়ূরের মধুর কেকাধ্বনি—তোমার বিরহে এই সবই আমার কাছে অসহ্য হয়েছিল।

২৮. পূর্ব্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র কম্পোত্তরং ভীরু তবোপগূঢ়ম্।
গুহাবিসারিণ্যতিবাহিতানি ময়া কথঞ্চিৎ ঘনগর্জ্জিতানি॥

অন্বয়ঃ (হে) ভীরু! যত্র পূর্ব্বানুভূতং কম্পোত্তরং তব উপগূঢ়ং স্মরতা ময়া গুহাবিসারিণি ঘনগর্জ্জিতানি কথঞ্চিৎ অতিবাহিতানি।

অনুবাদ : অয়ি ভীরু! এই পর্ব্বতশৃঙ্গে তোমার সেই সকম্প আলিঙ্গন স্মরণ ক'রে গুহানিবদ্ধ প্রতিধ্বনিত মেঘগর্জ্জন আমি অতিকষ্টে সহ্য করতাম।

২৯. আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্প যোগান্ মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে বিবাহধূমারুণ লোচনশ্রীঃ॥

অন্বয় : যত্র বিভিন্ন কোশৈঃ নবকন্দলৈঃ আসার সিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ বিড়ম্ব্যমানা তে বিবাহধূমারুণ লোচনশ্রীঃ মাম্ অক্ষিণোৎ।

অনুবাদ : এখানে বিকশিত হত নূতন কন্দলীপুষ্প, (ভুঁই চাঁপার ফুল) ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠে আসতো ধারাসিক্ত ভূমি থেকে! আমার মনে পড়ে যেত, বিবাহকালে অগ্নির ধূমে তোমার নয়ন কেমন অরুণ হয়ে উঠেছিল—সেই ছবি! এতে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেতাম।

৩০. উপান্তবাণীর বনোপগূঢ়ান্যালক্ষ্য পারিপ্লবসারসানি।
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ॥

অন্বয় : উপান্তবাণীরবনোপগূঢ়ানি আলক্ষ্যপারিপ্লবসারসানি অমূনি পম্পাসলিলানি দূরাবতীর্ণা মে দৃষ্টিঃ খেদাৎ পিবতীব।

অনুবাদ : এই সেই পম্পা সরোবর! পার্শ্ব থেকে মনোহর বেতসলতা ঝুঁকে পড়েছে জলে—সেখানে চঞ্চল সারসদল নৃত্যে রত; বেতসের ছায়ায় স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে অবতীর্ণ হয়ে আমার দৃষ্টি এখন ক্লিষ্ট—তাই পম্পার জল দুঃখে পান করছি। (কিন্তু ছেড়ে যেতে পারছি না।)

শব্দ-টীকা : বাণীরবন—বেতসবন ; পারিপ্লব—চঞ্চল ;

———

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। ত্রয়োদশ সর্গে সাগর বর্ণনার একটি লেখ চিত্র অঙ্কণ কর।

(শ্লোক ২—১৫)

(বর্ণয়িতা রামচন্দ্র—শ্রোত্রী সীতাদেবী)

ছায়াপথ আবির্ভূত হয়ে যেমন নক্ষত্র খচিত আকাশকে ভাগ করে দেয়, আমার নির্মিত সেতুও দ্বিধা বিভক্ত করেছে সাগরকে। সূর্য্যের কিরণ এই সমুদ্র থেকেই জল আকর্ষণ করে, কত রত্ন এর বক্ষে সে সঞ্চিত রেখেছে। কত রূপ এই সাগরের—দশ দিক ব্যাপ্ত ক'রে আপন মহিমায় সে বিরাজিত। এর বক্ষেই তো শয্যা রচনা ক'রে শুয়ে আছেন বিষ্ণুদেবতা।

বিশাল তিমি মাছগুলি কত জলজন্তুর সঙ্গে জলরাশি গ্রহণ করে মুখ বন্ধ করছে আর তাদের মাথার ছিদ্রগুলি দিয়েজলধারা ঝরণার মত ছড়িয়ে পড়ছে। মাতঙ্গাকৃতি জলজন্তুগুলি সহসা জলের উপরে উঠে আসছে, তাতে সমুদ্রের ফেনা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, কিছুবা লেগে যাচ্ছে তাদের বিশাল গণ্ডে, মনে হচ্ছে কে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাদের কর্ণে শ্বেত চামর তুলিয়ে দিয়েছে।

তীরভূমির সমীরণ উপভোগের জন্য সর্পদল উঠে এসেছে, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে তাদের দেহের কিছুমাত্র পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না—কেবলমাত্র তাদের ফণার মণিগুলি সূর্য্যকিরণে জলে উঠতেই বোঝা যাচ্ছে ঐগুলি সর্প।

দূর থেকে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে সমুদ্রের তীরভূমি—তমাল ও তালীবন শ্রেণীতে সেই তীরভূমি নীলবর্ণ। ঐ নীল তীরভূমি যেন লৌহচক্রের কলঙ্ক রেখার মত—লবণাম্বুরাশি সেই লৌহচক্র!

কালিদাসের প্রকৃতিচিত্রে প্রকৃতি সর্ব্বত্র প্রাণবান—কোথাও জড় পদার্থ নয়। আলোচ্য বর্ণনাতেও দেখি সাগর বিচিত্ররূপে মহিমান্বিত—কোথাও শরণাগতের আশ্রয়দাতারূপে (শ্লোক ৭), কোথাও সম্ভোগার্থী প্রণয়ীরূপে (শ্লোক ৯), আবার কোথাও রত্নদাতারূপে। বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অলঙ্কার এসেছে বটে ; কিন্তু অলংকারের প্রয়োগ সম্পর্কে কবি উদাসীন।

২। কালিদাসের কবিপ্রকৃতির কোন্ বৈশিষ্ট্য তোমাকে আকর্ষণ করিয়াছে ? নিদর্শন-সহ আলোচনা কর।

উত্তর : কালিদাসের কাছে প্রকৃতি মানুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তার

সার্থক নিদর্শন রয়েছে শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। সেখানে শুধু কণ্ব মুনি, প্রিয়ংবদা বা অনসূয়া পতিগৃহগামিনী শকুন্তলার বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যাকুল নয়—আশ্রম প্রকৃতিও একটি জীবন্ত চরিত্র—তার চোখেও জল ঝরছে, সেও পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে।

রঘুবংশ কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গেও প্রথম পনেরোটি শ্লোকে কবি সাগরের বর্ণনা করেছেন। এখানেও প্রকৃতি কবির আত্মীয়। এই বর্ণনায় আছে, বেলাভূমির সমীরণ অতি সন্তর্পণে সীতার মুখে তাড়াতাড়ি কেতক পরাগ মাখিয়ে দিচ্ছে, সে কি ক'রে জানতে পেরেছে, রাম অঙ্গরাগের সময়টুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন না, কি ক'রে বুঝতে পেরেছে তিনি সীতার 'বিম্বাধরবদ্ধ তৃষ্ণঃ'! কখনও বা বায়ু এসে সীতার মুখকমলের ঘর্ম্মবিন্দু মুছে দিচ্ছে। কখনও আবার মেঘ এসে সীতার করপদ্মে বিদ্যুতের বলয় পরিয়ে দিচ্ছে। এখানকার বনপ্রকৃতি রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—সীতাসন্ধানের সময়ে লতাকুঞ্জগুলি তাদের আনত শাখা দুলিয়ে যেন বলে দিয়েছিল সীতাকে নিয়ে রাবণ কোন দিকে গেছে।

কালিদাস সাগরের বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত—তার পরে আছে বনভূমির বর্ণনা। সাগর থেকে বনভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কবির নিসর্গ প্রীতির নিবিড় পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়।

একটি শ্লোকে আছে, (২৩ নং শ্লোক) সীতার সন্ধান করতেগিয়ে রাম একটি স্থানে সীতার একটি নূপুর খুঁজে পেয়েছেন। নূপুর যেন তাঁর দুঃখে ম্রিয়মান্ হয়ে নীরবে প'ড়েছিল। রামচন্দ্র সীতাকে বলছেন—'আমি যাতে সহজে তোমার সন্ধান পাই, তুমিই পা থেকে সেই নূপুর নিক্ষেপ করেছিলে। কিন্তু তোমার চরণকমল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ওর কি দুঃখ হবে না? তাই সে গভীর দুঃখে নীরবে পড়ে'ছিল।—'ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্'! মূল কথা এই, কালিদাসের কাব্য থেকে এই নির্ব্বাচিত অংশেও কবির নিবিড় প্রকৃতি-প্রেম আমাকে অভিভূত করেছে।

৩। পাঠ্যাংশে বর্ণিত বিষয়গুলি কবিকৃত ক্রমানুযায়ী সাজাইয়া দাও।

ত্রয়োদশ সর্গের প্রথম ত্রিশ শ্লোক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত। দ্বিতীয় শ্লোক থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত সাগরের বর্ণনা। এই বর্ণনায় সাগরের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। কোথাও সাগর আশ্রয়দাতা, কোথাও সম্ভোগার্থী

প্রণয়ী, কোথাও রত্নদাতা—বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র অলঙ্কারের প্রয়োগও দেখতে পাই। এরপর সিকতাময় বেলাভূমি পার হয়ে কবি এলেন জনস্থানে—সেইসব স্থান দেখতে দেখতে—যে সব স্থান রামসীতার বসবাসের সুখ-স্মৃতি মণ্ডিত!

সম্মুখে মাল্যবান পর্ব্বত! (শ্লোক ২৮) এই পর্ব্বতের শিখরদেশে এই দম্পতী যখন বাস করতেন তখন মেঘগর্জ্জনে ত্রস্ত হয়ে কতবার সীতা তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছেন। সীতার স্মৃতি বিজড়িত কত তুচ্ছ বস্তুও তার কাছে আজ পরম মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর, সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি বিজড়িত জনস্থান। আজ আর সেখানে রাক্ষসের উপদ্রব নেই; মুনিগণ নিরাপদ জেনেই নিজের নিজের আশ্রমভাগে ফিরে এসেছেন এবং পর্ণকুটির নির্ম্মাণ ক'রে সুখে বাস করছেন। সীতার সন্ধানে যেতে যেতে যেখানে সীতার পায়ের একটি নূপুর খুঁজে পেয়েছিলেন সেই স্থানটিও সীতাকে দেখালেন।

এরপর পম্পার জলরাশির কাব্যময় বর্ণনা। চারদিক থেকে সুন্দর বেতস-লতাগুলি বনে হেলে পড়েছে আর তাদের মধ্যে সরসীর নীলহ্রদয়ে সারসের শ্রেণী মৃদু তরঙ্গে নৃত্য করছে। এই পম্পা সরোবরের সঙ্গে তাদের বনবাসের অনেক সুখদুঃখময় স্মৃতি বিজড়িত।

৪। 'উপমা কালিদাসস্য'—একটি বিখ্যাত কবি-প্রসিদ্ধি। পাঠ্যাংশ হইতে দুইটি উপমা-প্রয়োগ নির্ব্বাচিত করিয়া—উপমার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ কর।

শ্লোক ২, শ্লোক ৫, দ্রষ্টব্য; অনুবাদ দেখিয়া নিজে চেষ্টা কর।